ছেন। না হয় মানিলাম কানেডা প্রভৃতি ইংরেজ উপনিবেশ বলিয়া যে ব্যবহার আশা করিতে পারে ভারতবর্ষের সে ব্যবহার পাইবার আশা বাতুলতা। আচ্ছা আমাদের টাকাতেই না হয় আমাদের দেশ রক্ষা কর—কেবল তাহাই তোমরা কর কোথা? ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশ হইতে রুশীয়া এখনো প্রায় পাঁচ শ ক্রোশ দূরে—তবে রুশীয়ার ভয়ে এত অর্থ নষ্ট কর কেন? আর যদি রুশীয়া ভারতাক্রমণ উদ্দেশেই আফগানীস্থান অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে তাহা হইলেও কি এই রাশি রাশি অর্থ নষ্ট না করিয়া ভারতবর্ষ সুরক্ষিত করা যায় না? গবর্ণমেণ্টের সৈন্য সংখ্যা একলক্ষ নব্বই হাজার—তন্মধ্যে ৭৫ হাজার ইয়োরোপীয়। গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় যুদ্ধকালে অন্যূন ৫০ হাজার সৈন্য ভারতবর্ষে রাখিয়া যাওয়া আবশ্যক, যদি বা কোথাও সুযোগ পাইয়া ভারতবর্ষীয়েরা বিদ্রোহী হয়। আমরা বলি ভারতবাসীরা রাজভক্ত—বিদ্রোহী হইবে না—আর যদি বা বিদ্রোহের আশঙ্কা থাকে তবে তাহার কারণ দূর কর। দেশীয়েরা সন্তুষ্ট থাকিলে বিদ্রোহের আশঙ্কা থাকিবে না। যে যে কারণে তাহারা অসন্তুষ্ট তাহা দূর কর। কি সিভিল, কি মিলিটরী সকল বিভাগেই যে দেশীয়েরা উচ্চ উচ্চ পদ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, তাহাই তাঁহাদিগের অসন্তুষ্টির কারণ। তাঁহাদিগকে বড় বড় পদ দাও, দেশীয়েরা তুষ্ট হইবেন—একটী পয়সা ব্যয় বিনা ৫০ হাজার সৈন্য বৃদ্ধির কাজ হইবে। বিনা ব্যয়ে সৈন্য বৃদ্ধিও গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে করিতে পারেন। ভারতবর্ষের যত রাজারাজড়া সকলেই এখন ইংরেজের অধীন। ইহাঁদিগের প্রায় আড়াই লক্ষ সৈন্য আছে। এই সব রাজগণের পিতৃপুরুষেরা মোগল সম্রাটগণের বিশ্বস্ত সুহৃৎ ও সম্ভ্রান্ত ভৃত্য ছিলেন—ইহাঁদিগেরই বাহুবলে মোগল সাম্রাজ্য রক্ষিত হইত—মোগল সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ইহাঁরা সিন্ধু নদ পার হইয়া আফগানীস্থানে পর্য্যন্ত যাইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতবর্ষীয় রাজাদিগকে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাদিগের সেনা সুশিক্ষিত করিতে উৎসাহ দিতেন, বিনা ব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট আড়াই লক্ষ সৈন্য পাইতেন, ইহাঁদিগের পিতৃপুরুষেরা যেমন মোগল সম্রাটদিগের জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে অনন্যসাহসিকতা ও বীরত্ব দেখাইয়াছেন ও প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন ইহাঁরাও তেমনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের জন্য রণক্ষেত্রে বীরত্ব প্রকাশ ও সুখ্যাতি কিনিবার উদ্দেশে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেন। ভারত রক্ষণের এমন উপায় থাকিতেও যে উপায় অবলম্বন করিলে ভারতবাসীর দুঃসহ দারিদ্র্য আরো দুঃসহ হয় তাহাই গবর্ণমেণ্ট অবলম্বন করিলেন!

আমাদের দুঃখের সীমা নাই। এই সব দুঃখ ও অবিচারের কথা ইংলণ্ডবাসীদিগকে শুনাইবার জন্য আজ দু বৎসর বাবু লালমোহন ঘোষ বিলাত গিয়াছেন। এই নবেম্বর মাসের শেষাশেষিই পার্লেমেণ্টের জন্য নূতন সভ্য নির্ব্বাচন (General Election) হইবে। লালমোহন বাবুর ইচ্ছা পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করেন, আর সেখানে আমাদের প্রতি যে অবিচার হইতেছে তাহা বর্ণন করেন। ডেট্‌ফোর্ড নামক স্থানের লিবারেল দল

লালমোহন বাবুকে সাদরে আহ্বান করিয়াছেন—তাঁহারা বলিয়াছেন তাঁহারা লালমোহন বাবুকে ডেট্‌ফোর্ডের সভ্যরূপে পার্লেমেণ্ট পাঠাইতে চেষ্টা করিবেন। আমরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি লালমোহন বাবুর ইচ্ছা পূর্ণ হউক—তবে হইবে এমন বড় একটা ভরসা করি না—তাঁহার পথে অনেক অন্তরায় আছে। ভারতবর্ষের উপর কি রকম অবিচার হয় ইংলণ্ডীয়েরা তাহা জানে না বলিলেই হয়—সেই জন্যে পার্লেমেণ্টে আমাদের দেশীয়—নিতান্ত পক্ষে সুহৃৎ ও হিতাকাঙ্ক্ষী বিদেশীয় সভ্য থাকা আবশ্যক। পার্লেমেণ্টে যাহাতে এইরূপ ভারতহিতৈষী জনকতক সভ্য প্রবেশ করিতে পারেন, আর যাহাতে ইংলণ্ডীয় জন-সাধারণ ভারতবর্ষের অভাব ও দুর্গতির পরিচয় পাইতে পারে সে জন্য বোম্বায়ের বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েশন, পুনার পুনা সার্ব্বজনিক সভা, মান্দ্রাজের মহাজন সভা কলিকাতার ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্ প্রভৃতি সভা ইংলণ্ডে তিন প্রেসিডেন্সি হইতে তিন জন প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন। আর ঐ সভা গুলি মিশিয়া ইংলণ্ডের নিকট ভারতবর্ষের আপীল (India's Appeal to England) নামে এক খানি পুস্তিকা ছাপাইয়া ইংলণ্ডে বিতরণের উদ্দেশে পাঠাইয়াছেন। এক দিন দুদিনে কিছু হইবে না সত্য, তথাপি যাঁহারা ভারতের মঙ্গলের উদ্দেশে এ মহাচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহারা আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন।

রুশীয়ার সহিত তো আপাতত যুদ্ধ স্থগিত রহিল, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে শান্তি স্থাপিত হইল, কিন্তু ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তর সীমান্তে আবার যুদ্ধ মেঘ দেখা দিয়াছে। রুশীয়া প্রবল শত্রু—তাহার সঙ্গে যুদ্ধ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আরম্ভ করিতে হয়। আর ব্রহ্মদেশ অতি ক্ষুদ্র প্রাণী—তাহার ভাল কথায়ও অপমান গ্রহণ করিতে আর তাহাকে যুদ্ধের ভয় দেখাইতে অধিক সাহসের প্রয়োজন করে না। ব্রহ্ম দেশের সঙ্গে কি সূত্রে এই ঝগড়া বাঁধিল আমরা সংক্ষেপে বলিতেছি। একদল ইংরেজ বণিক ব্রহ্মদেশে বাণিজ্য করিতেছে—বোম্বাই বর্ম্মা ট্রেডিং কর্পোরেশন তাহাদের নাম। তাহারা নিজের ইচ্ছায় ব্রহ্মদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছে—ইংলণ্ড তাহাদিগকে সেখানে পাঠান নাই। ব্রহ্মরাজ থীবোর নিকট হইতে এই কোম্পানি অনেকগুলি বনের পাট্টা নিয়াছিলেন। থীবো কিছুকাল হইল এই কোম্পানিকে ২৩ লক্ষ টাকা জরিমানা করেন। কেন জরিমানা করেন প্রকাশ পায় নাই। কোম্পানি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট নালিশ করন– ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একেবারে চোখ রাঙ্গাইয়া থীবোকে বলিয়াছেন তাঁহাদিগের হুকুম না লইয়া থীবো কোম্পানির জরিমানা সম্বন্ধে কোন কিছু না করেন। থীবো বেচারী ভয়ে ভয়ে ২৩ লক্ষ টাকার স্থানে জরিমানা ৬ লক্ষ করিয়াছে। তবু আমাদের গবর্ণমেণ্টের রাগ পড়িল না। সৈন্য সামন্ত প্রেরণ হইতেছে, আর থীবোকে বলা হইয়াছে থীবো যদি মাণ্ডেলেতে ইংরেজ রাজ প্রতিনিধি গ্রহণ আর কোম্পানির জরিমানার বিষয় গবর্ণমেণ্টের কথামতে মীমাংসা না করেন তবে ইংলণ্ড তাঁহার সহিত

যুদ্ধ করিবে। থীবো সামান্য রাজা বলিয়াই কি তাহার উপর এতটা চোটপাট নয়? থীবো স্বাধীন রাজা, তাঁহার রাজ্যে যাহারা বাণিজ্য করিতে যাইবে তাঁহারই শাসনে তাহাদিগকে থাকিতে হইবে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের এ কোম্পানির জরিমানা বিষয়ে থীবোর সহিত একটি কথা কহিবারও অধিকার নাই। এই কোম্পানি যদি রুশীয়া, জর্ম্মানি বা ফ্রান্সে বাণিজ্য করিতে যাইত, আর সেখানে ২৩ লক্ষের স্থানে ২৩ ক্রোড় টাকা তাহার জরিমানা হইত, তাহা হইলে ইংলণ্ড সে বিষয়ে উচ্যবাচ্যও করিতেন না, কেন না তিনি জানেন জুলুস্থান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির মত রাজ্যেই এরূপ অনধিকার চর্চ্চা ও লাফালাফি নিরাপদে করা যায়।

আমাদের প্রবন্ধ বড় মস্ত হইয়া পড়িল বলিয়া বল্‌গেরিয়া ও রোমেলিয়া লইয়া ইয়োরোপে ইতিমধ্যে যে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছিল, এবং এখনও বাধিয়া উঠিতে পারে, তাহার বিবরণ দিতে পারিলাম না।

কাশ্মীরের মহারাজা রণবীরসিংহের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পুত্র প্রতাপসিংহ সিংহাসনে বসিয়াছেন। রণবীরসিংহ ধার্ম্মিক ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন, কিন্তু অনেকতক মহা অধার্ম্মিক ও অর্থলোলুপ লোকের হাতে সমস্ত রাজকার্য্য ফেলিয়া রাখিতেন বলিয়া তাঁহার প্রজাগণের দুঃখের সীমা ছিল না। প্রতাপসিংহ প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলিয়াছেন তিনি রাজ্য সুশাসিত করিবেন, ও সৎলোক ভিন্ন কাহাকেও রাজকার্য্য দিবেন না। জগদীশ্বর তাঁহাকে তাঁহার এই মহা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার বল দিন।

কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও এলাহাবাদে যেমন হাইকোর্ট আছে, লাহোরে তেমনি চিফকোর্ট আছে। ইতিমধ্যে চিফকোর্টের একজন জজের কাজ এক মাসের জন্য খালি হয়। পঞ্জাবের উদারচেতা লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সার চার্লস এইচিসন সে কাজটি লাহোরের একজন প্রধান উকীল পণ্ডিত রামনারায়ণকে দিয়াছিলেন। অ্যাঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ানরা সার চার্লসকে অপভাষা শুনাইতে বাকি রাখে নাই, কিন্তু তিনি নির্ভয়ে আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি যখন চিফকোর্টে কোন স্থায়ী জজের পদ খালি হইবে তখন পণ্ডিত রামনারায়ণকে সে পদ দেওয়া হইবে।

বোম্বাইয়ের নূতন গবর্ণর লর্ড রে খুব উদারচেতা ও অপক্ষপাতী শাসনকর্ত্তা মনে হইতেছে। কিছুদিন হইল ম্যাকোনাকি (Machonachie) বলিয়া একজন সিভিলিয়ান্ গাড়ীতে একজন সম্ভ্রান্ত দেশীয়কে অপমান করেন—স্বয়ং গাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অন্য গাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। লর্ড রে ম্যাকোনাকিকে এজন্য একপদ নীচে নামাইয়া দিয়াছেন।

দশহরা ও মহরম এবার একই সময়ে পড়িয়াছিল, তাই হিন্দু ও মুসলমানে অনেক স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। বরদা, লাহোর মীরাট, আজিমগড় প্রভৃতি সহরে

মাথা ভাঙ্গাভাঙ্গি প্রাণহানি পর্য্যন্ত হইয়াছে। কবে হিন্দু মুসলমানে ভাল ভাব হইবে কে বলিতে পারে! যত দিন না হইবে তত দিন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উন্নতি অসম্ভব।

শ্রীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

হেঁয়ালি নাট্য।

কবিবর কুঞ্জবিহারী বাবু ও বশম্বদ বাবু।

কুঞ্জ। কি অভিপ্রায়ে আগমন?

বশ। আজ্ঞে, আর ত অন্ন জোটে না; মশায় সেই যে কাজের—

কুঞ্জ। (ব্যস্ত সমস্ত হইয়া) কাজ? কাজ আবার কিসের? আজ এই সুমধুর শরৎকালে কাজের কথা কে বলে?

বশ। আজ্ঞে, ইচ্ছে করে কেউ বলে না, পেটের জ্বালায়—

কুঞ্জ। পেটের জ্বালা? ছিছি ওটা অতি হীন কথা—ও কথা আর বল্‌বেন না।

বশ। যে আজ্ঞে, আর বল্‌ব না। কিন্তু ওটা সর্ব্বদাই মনে পড়ে।

কুঞ্জ। বলেন কি বশম্বদ বাবু, সর্ব্বদাই মনে পড়ে? এমন প্রশান্ত নিস্তব্ধ সুন্দর সন্ধে বেলাতেও মনে পড়চে?

বশ। আজ্ঞে, পড়চে বৈ কি। এখন আরও বেশী মনে পড়চে। সেই সাড়ে দশটা বেলায় দুটি ভাত মুখে গুঁজে উমেদারী কর্ত্তে বের হয়েছিলুম তার পরেত আর খাওয়া হয় নি।

কুঞ্জ। তা নাই হল। খাওয়া নাই হল।

(বশম্বদ বাবুর নীরবে মাথা চুল্‌কন)।

কুঞ্জ। এই শরতের জ্যোৎস্নায় কি মনে হয় না যে, মানুষ যেন পশুর মত কতকগুলো আহার না করেও বেঁচে থাকে! যেন কেবল এই চাঁদের আলো, ফুলের মধু, বসন্তের বাতাস খেয়েই জীবন বেশ চলে যায়।

বশ। (সভয়ে মৃদুস্বরে) আজ্ঞে, জীবন বেশ চলে যায় সত্যি কিন্তু জীবন রক্ষে হয় না—আরও কিছু খাবার আবশ্যক করে।

কুঞ্জ। (উষ্ণভাবে) তবে তাই খাওগে যাও! কেবল মুঠো মুঠো কতকগুলো ভাত ডাল আর চচ্চড়ি গেল গে যাও। এখানে তোমাদের অনধিকার প্রবেশ।

বশ। (ভুল বুঝিয়া) সেগুলো কোথায় পাওয়া যাবে মশায়! আমি এখনি যাচ্ছি।

(কুঞ্জ বাবুকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতে দেখিয়া) কুঞ্জ বাবু, আপনি ঠিক বলেচেন আপনার এই বাগানের হাওয়া খেলেই পেটে ভ'রে যায়। আর কিছু খেতে ইচ্ছে করে না।

কুঞ্জ। এ কথা আপনার মুখে শুনে খুসী হলুম, এই হচ্চে যথার্থ মানুষের মত কথা। চলুন, বাইরে চলুন ; এমন বাগান থাক্‌তে ঘরে কেন ?

বশ। চলুন্। (আপন মনে মৃদুস্বরে) হিমের সময়টা—গায়েও একখানা কাপড় নেই—

কুঞ্জ। বা—শরৎকালের কি মাধুরী !

বশ। আহা ঠিক কথা। কিন্তু কিছু ঠাণ্ডা।

কুঞ্জ। (গায়ে শাল টানিয়া) কিছুমাত্র ঠাণ্ডা নয়।

বশ। না ঠাণ্ডা নয়। (হিহিহি কম্পন)।

কুঞ্জ। (আকাশে চাহিয়া) বা বা বা—দেখে চক্ষু জুড়োয়। খণ্ড খণ্ড শাদা মেঘগুলি নীল আকাশ সরোবরে রাজ হংসের মত ভেসে বেড়াচ্চে আর মাঝ খানে চাঁদ যেন—

বশ। (গুরুতর কাশি) খক্ খক্ খক্ খক্।

কুঞ্জ। মাঝ খানে চাঁদ যেন—

বশ। খন্ খন্ খক্ খক্।

কুঞ্জ। (ঠেলা দিয়া) শুন্‌চেন্ বশম্বদ বাবু—মাঝ খানে চাঁদ যেন—

বশ। রসুন্ একটু—খক্ খক্ খন্ খন্ ঘড়্ ঘড়্।

কুঞ্জ। (চটিয়া উঠিয়া) আপনি অত্যন্ত বদ্‌লোক। এ রকম করে যদি কাশ্‌তে হয় ত আপনি ঘরের কোণে গিয়া কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকুন্। এমন বাগান—

বশ। (সভয়ে প্রাণপণে কাশি চাপিয়া) আজ্ঞে, আমার আর কিছু নেই। (স্বগত) অর্থাৎ কম্বলও নেই কাঁথাও নেই।

কুঞ্জ। এই শোভা দেখে আমার একটি গান মনে পড়চে। আমি গাই—
স্থ-উ-উন্দর উপবন বিকশিত তরু-উগণ মনোহর বকু—

বশ। (উৎকট হাঁচি) হ্যাঁচ্চোঃ।

কুঞ্জ। মনোহর বকু—

বশ। হ্যাঁচ্চো—হ্যাঁচ্চো—

কুঞ্জ। শুন্‌চেন কুঞ্জবাবু ? মনোহর বকু—

বশ। হ্যাঁচ্চোঃ হ্যাঁচ্চোঃ, হ্যাঁচ্চোঃ।

কুঞ্জ। বেরোও আমার বাগান থেকে—

বশ। রসুন্—হ্যাঁচ্চোঃ।

কুঞ্জ। বেরোও এখেন থেকে—

বশ। এখনি বেরোচ্ছি—আমার আর একদণ্ডও এ বাগানে থাক্‌বার ইচ্ছে নেই—

আমি না বেরোলে আমার মহাপ্রাণী বেরোবেন। হাঁচ্ছোঃ। শরৎকালের মাধুরী আমার নাক চোখ দিয়ে বেরচ্ছে। প্রাণটা সুদ্ধ হেঁচে ফেল্‌বার উপক্রম। হাঁচ্ছোঃ হাঁচ্ছোঃ থক্ থক্। কিন্তু কুঞ্জবাবু সেই কাজটা যদি—হাঁচ্ছোঃ।

(কুঞ্জবাবুর শাল মুড়ি দিয়া নীরবে আকাশের চাঁদের দিকে চাহিয়া থাকন্)।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃ। খাবার এসেছে।

কুঞ্জ। দেরি কল্লি কেন? খাবার আন্‌তে দুঘণ্টা লাগে বুঝি?

দ্রুত প্রস্থান।*

তর্জ্জমা।

সুবিখ্যাত রস্কিনের লেখা হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বালকের গ্রাহকগণের মধ্যে যিনি ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গলা তর্জ্জমা করিয়া দিতে পরিবেন তাঁহাকে একটি ভাল ইংরাজি গ্রন্থ পুরস্কার দেওয়া যাইবে। রচনা বর্ত্তমান মাসের বিশে তারিখের মধ্যে আমাদের নিকটে প্রেরণ করা আবশ্যক।

The form which the infidelity of England, especially, has taken is one hitherto unheard of in human history. No nation ever before declared boldly, by print and word of mouth, that its religion was good for show, but "would not work." Over and over again it has happened that nations have denied their gods, but they denied them bravely. The Greeks in their decline jested at their religion and frittered it away in flatteries and fine arts; the French refused theirs fiercely, tore down their alters and brake their carven images. The question about God with both these nations was still, even in their decline, fairly put, though falsely answered. 'Either there is or is not a Supreme Ruler; we consider of it, declare there is not, and proceed accordingly." But we English have put the matter in an entirely new light: "There is a Supreme Ruler, no question of it, only He cannot rule. His orders won't work. He will be quite satisfied with euphonious and respectful repitition of them. Execution would

* গতবারের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর "মাছি"। নিম্ন লিখিত গ্রাহকগণ উত্তর দিয়াছেন। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস ঘোষ। শ্রীভুবনমোহন মিত্র। শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র সান্যাল। শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়। শ্রীনিশিকান্ত ঘোষ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নন্দি। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ। শ্রীঅম্বিকাচরণ মজুমদার। শ্রীশৈলেচন্দ্র মজুমদার।

be too dangerous under existing circumstances, which He certainly never contemplated." *

*   *   *   *

Co-relative with the assertion "There is a foolish God," is the assertien, "There is a brutish man." "As no laws but those of the Devil are practicable in the world, so no impulses but those of the brute" (says the modern political economist) "are appealable to in the world. Faith, generosity, honesty, zeal, and self-sacrifice are poetical phrases. None of these things can, in reality, be counted upon; there is no truth in man which can be used as a moving or productive power. All motive force in him is essentially brutish, covetous, or contentious. His power is only power of prey: otherwise than the spider, he cannot design; otherwise than the tiger, he cannot feed."

*   *   *   *

It has always seemed very strange to me, not indeed that this creed should have been adopted, it being the entirely neccessary consequence of the previous fundamental article;—but that no one should ever seem to have any misgivings about it;—that, practically, no one had seen how strong work was done by man; and that no amount of pay had ever made a good soldier, a good teacher, a good artist, or a good workman. You pay your soldiers and sailors so many pence a day, at which rated sum, one will do good fighting for you; another, bad fighting. Pay as you will, the entire goodness of the fighting depends, always, on its being done for nothing; or rather, less than nothing, in the expectation of no pay but death. Examine the work of your spiritual teachers, and you will find the statistical law respecting them is, "The less pay the better work." Examine also your writers and artists: for ten pounds you shall have a Paradise Lost, and for a plate of figs, a Durer drawing; but for a million of money sterling, neither. Examine your men of science: paid by starvation, Kepler will discover the laws of the orbs of heaven for you;—and, driven out to die in the street, Swammerdam shall discover the laws of life for you—such hard terms do they make with you, these brutish men, who can only be had for hire.

*   *   *   *

Neither is good work ever done for hatred, any more than hire;—but fore love only. For love of their country, or their leader, or their duty, men fight steadily; but for massacre and plunder, feebly. Your signal, "England expects every man to do his duty," they will answer; your signal of black flag and death's head, they will not answer.

*   *   *   *

---

* সেদিন আমাদের খ্রীষ্টিয়ান্ শাসনকর্ত্তা সার রিভার্স টম্‌সন্ কোন খৃষ্ট-শাস্ত্রীয় মহদ্বাক্য সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন।

802

একটি প্রশ্ন।

ইংরাজি শব্দ বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিবার সময় কতকগুলি জায়গায় ভাবনা উপস্থিত হয়। যথা—ইংরাজি Sir। বাঙ্গলায় "সার্" লেখা উচিত না "সর্" লেখা উচিত? ইংরাজি "V" অক্ষর বাঙ্গলায় "ব" না "ভ"? "vow" শব্দ বাঙ্গলায় কি "বৌ" লিখিব না "ভৌ" লিখিব, না "বাউ" অথবা "ভাউ" লিখিব। এ সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত যাহা বলেন তাহা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় তাই এ প্রশ্ন উত্থাপিত করিলাম।

সাধারণতঃ পণ্ডিতেরা বলেন "Perfect" শব্দের e, "sir" শব্দের i "আ" নহে—উহা অ। "Stir" শব্দের i এবং star শব্দের a কখনও এক হইতে পারে না—শেষোক্ত a আমাদের আ, এবং প্রথমোক্ত i আমাদের অ। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। শুনিবামাত্র অনুভব করা যায় যে "stir" শব্দের i এবং star শব্দের a একই স্বর কেবল উহাদের মধ্যে হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভেদ মাত্র। সংস্কৃত বর্ণমালায় অ এবং আ-রে হ্রস্ব দীর্ঘের প্রভেদ, কিন্তু বাঙ্গলা বর্ণমালায় তাহা নহে। বাঙ্গলা "অ" আকারের হ্রস্ব নহে, তাহা একটি স্বতন্ত্র স্বর। অতএব সংস্কৃত "অ" যেখানে খাটে বাঙ্গলা "অ" সেখানে খাটে না। হিন্দুস্থানীরা "কলম" শব্দ কিরূপে উচ্চারণ করে এবং আমরা কিরূপে করি তাহা মনোযোগ দিয়া শুনিলেই উভয় অকারের প্রভেদ বুঝা যায়। হিন্দুস্থানীরা যাহা বলে তাহা বাঙ্গলা অক্ষরে "কালাম" বলিলেই ঠিক হয়। কারণ "আ" স্বর আমরা প্রায় হ্রস্বই ব্যবহার করিয়া থাকি। বাঙ্গলায় "কল্" লিখিলে ইংরাজি "call কথাই মনে আসে কখনও "cull" মনে হয় না, শেষোক্ত কথা বাঙ্গলায় "কাল্" লিখিলেই প্রকৃত উচ্চারণের কাছাকাছি যায়। এইরূপ "noun" শব্দবর্ত্তী ইংরাজি "ou" আমাদের ঔ নহে, তাহা আউ;—অথবা "time" শব্দবর্ত্তী "i" আমাদের "ঐ" নহে তাহা "আই"। "v" শব্দের উচ্চারণ অনেকে বলিয়া থাকেন অন্তাস্থ ব। আমার তাহা ঠিক মনে হয় না। ইংরাজি "w" প্রকৃত অন্ত্যস্থ ব। ইংরাজি "f" অন্ত্যস্থ ফ, ইংরাজি "v" অন্ত্যস্থ ভ। কিন্তু অন্ত্যস্থ ফ অথবা অন্ত্যস্থ ভ আমাদের নাই এই জন্য বাধ্য হইয়া f ও v র জায়গায় আমাদিগকে ফ ও ভ ব্যবহার করিতে হয়। wise এবং voice শব্দ উচ্চারণ করিলে w এবং v-র প্রভেদ বুঝা যায়। w-র স্থানে ব দিলে বরঞ্চ সংস্কৃত বর্ণমালার হিসাবে ঠিক হয় কিন্তু v-র স্থানে ব দিলে কোন্ হিসাবে ঠিক হয় বুঝিতে পারি না। আমার মতে আমাদের বর্ণমালার "ভ" ই v-এর সর্ব্বাপেক্ষা কাছাকাছি আসে। যাহা হউক এই প্রশ্নের মীমাংসা প্রার্থনা করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

১ ম ভাগ। } বালক। { ৯ নবম সংখ্যা।
পৌষ ১২৯২।

বোম্বাই সহর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন বোম্বাই ভাল কি কলিকাতা ভাল সহর। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। কতক বিষয়ে কলিকাতা ভাল—অন্য বিষয়ে আবার বোম্বায়ের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়।

প্রথমতঃ আবহাওয়া। এ বিষয়ে বম্বের নিকট কলিকাতার হার মানিতে হয়।

আবহাওয়া { বঙ্গোপসাগরের প্রচণ্ড বাত্যা হইতে বোম্বাই সুরক্ষিত। এখানে এমন সকল প্রকৃতির উপদ্রব নাই যাহার বলে বাড়ীঘর চূর্ণ গাছ পালা লণ্ড ভণ্ড ও কাকের মৃত দেহে মেদিনী আচ্ছন্ন হইয়া যায়। বোম্বায়ের ঘর বাড়ী সচরাচর যে লঘু উপকরণে নির্ম্মিত এরূপ উপদ্রব উপস্থিত হইলে তাহার অর্দ্ধেক ভূমিসাৎ হয় সন্দেহ নাই। গ্রীষ্মকালে বোম্বাই অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে তোমাদের ওখানে উত্তাপের পরাকাষ্ঠা কিন্তু বোম্বায়ে সমুদ্র-বায়ুর গুণে উত্তাপের অনেক উপশম হয়। নবেম্বর হইতে মার্চ পর্য্যন্ত শীত ঋতুর প্রাদুর্ভাব। সে সময়ে উত্তর পূর্ব্ব হইতে শীতল বায়ু বহিতে থাকে। তখন বোম্বাই প্রবাস অতীব সুখজনক। রাত্রি শীতল—দিবস অনতি-উষ্ণ ও প্রত্যহ দিবাবসানে সমুদ্র হইতে শীতল বায়ু আসিয়া মৃদু হিল্লোলে বহমান হয়। আকাশ স্বচ্ছ ও নিরভ্র, বৃষ্টির নাম গন্ধও নাই। জুন মাসের প্রারম্ভে দক্ষিণ পশ্চিম বায়ু বৃষ্টি সঙ্গে করিয়া আনে—জুন হইতে সেপ্টেম্বর ধরিয়া বর্ষার রাজত্ব কাল। সম্বৎসর গড়ে ৮০ ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে। এই প্রচুর বর্ষণ ও সাগর-সান্নিধ্য বশত বোম্বাই পুরী কখনই উষ্ণাতিশয্যে দগ্ধ হয় না। গ্রীষ্মের উত্তাপ কোন সময়েই অসহ্য বোধ হয় না, এমন কি গ্রীষ্ম ঋতুতে পাখার সাহায্য না হইলেও চলে। বর্ষার বারিধারা যদিও প্রচুর কিন্তু এরূপ অবিশ্রান্ত মুষলধারে বর্ষিত হয় না যে তাহার জালায় গৃহ রুদ্ধ রাখিয়া তিতিবিরক্ত হইতে হয়—ইন্দ্রদেব মধ্যে মধ্যে অনুগ্রহ করিয়া ধনু সংযত করেন, চলা ফেরার বড় একটা ব্যাঘাত হয় না, সেপ্টেম্বরের শেষে ঝড় বৃষ্টি কমিয়া যায়—অক্টোবরে একেবারেই বর্ষার অবসান। আকাশ পুনরায় নির্ম্মল ভাব ধারণ করে—ধরণী শুষ্ক—প্রকৃতির শোভন হরিত বেশ দেখিতে না দেখিতেই রূপান্তর হইয়া যায়। ক্রমে শীত ঋতুর আগমন। শীতকালই সকল ঋতুর সেরা—তখন লোকেরা অন্যান্য স্থান হইতে বোম্বাই আসিয়া আড্ডা করে। গবর্ণর সাহেব ও গবর্ণমেণ্টের

প্রধান কর্ম্মচারীগণ নবেম্বর হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বোম্বাই অধিকার করিয়া বসেন। এই সকল কর্ত্ত পুরুষেরা ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে বাছিয়া বাছিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করেন। গ্রীষ্মকালে মাথেরান কিম্বা মহাবলেশ্বরের পাহাড়—বর্ষার সময় পুণা ও শীতকালে বোম্বাই এইরূপ যখন যেখানে সুখ স্বাস্থ্য স্বচ্ছন্দতা সেইখানে তাঁহারা দিব্য আরামে কালাতিপাত করেন। নবেম্বর হইতে চার মাস বোম্বাই সহরে গবর্ণমেণ্ট বিরাজিত। এ প্রেসিডেন্সির এক সুবিধা এই যে ভাল ভাল স্বাস্থ্যকর স্থান হাতের কাছেই অবস্থিত, রাজধানী হইতে দু এক দিনের ব্যবধান মাত্র। পুণা বোম্বাই হইতে ৫, ৬ ঘণ্টার রেলের পথ, মহাবলেশ্বর পুণা হইতে এক রাত্রের মধ্যে পৌছান যায়। কলিকাতা হইতে সিমলার পাহাড় যেমন দুর পাল্লা এখানে সেরূপ নয়। কর্ত্তৃপুরুষদের দৃষ্টান্তে অন্যান্য লোকও পার্ব্বত্যাশ্রমে গ্রীষ্মকাল ও পুণ্য-তীর্থে বর্ষায় চার মাস যাপন করেন। বম্বের নীচেই পুণা এ অঞ্চলের রাজধানী।

দ্বিতীয়তঃ, বম্বের প্রকৃতির শোভা প্রশংসনীয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের যে দুই প্রধান উপকরণ পাহাড় ও সমুদ্র তাহা বোম্বায়ে বিদ্যমান। এক-দিকে মালাবার শৈল অন্যদিকে সমুদ্রতীরস্থিত বন্দর-নিকর।

প্রকৃতি-শোভা

সমুদ্রতটবর্ত্তী যে সকল স্থান কতক বৎসর পূর্ব্বে ময়লার খণি দূষিত দুর্গন্ধ বায়ুর আবাস ছিল একণে তাহা পরিষ্কৃত প্রশস্ত সুন্দর ভ্রমণপথে পরিণত হইয়াছে। পদব্রজে ভ্রমণ ও অশ্বারোহণের সুবিধার সীমা নাই। কলিকাতার ধূলি দুর্গন্ধময় সঙ্কীর্ণ পথ-ঘাট ছাড়িয়া একবার এই সমুদ্রতীরের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন কর—এ দুয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারিবে। যদি বোম্বাই দ্বীপ ও বন্দরের নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শন করিবার বাসনা থাকে তবে সমুদ্রধারের রাস্তা দিয়া মালাবার শৈলে আরোহণ কর—তথাকার সর্ব্বোচ্চ শিখর হইতে একবার চৌদিকে চাহিয়া দেখ। দেখিবে, সাগর দ্বীপ গিরি কানন, বন্দরের জাহাজশ্রেণী নগরের গৃহাবলী মিলিত শোভন দৃশ্য তোমার সম্মুখে প্রসারিত। যখন অস্তোন্মুখ দিনকর কিরণে এই দৃশ্য সমুজ্জ্বলিত হয় তখন তাহার শোভা অতি চমৎকার। পশ্চিমের আকাশ চিত্র বিচিত্র মেঘজালে রঞ্জিত—নীচে উপসাগরের শাখাম্বর কনক-দ্বিষে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, তাহার ক্রোড়ে হস্তা-পুরী শয়ান—সাগর-বক্ষে দ্বীপপুঞ্জ ভাসমান; বন্দরে নোঙড়-বদ্ধ নানা জাতীয় তরণী, কখন বা এক এক নৌকা পালভরে চলিয়াছে। স্থলে নারিকেল বৃক্ষরাজি, মধ্যভাগে তরুরাজির অভ্যন্তরে বিরাজিত সুরাগ-রঞ্জিত হর্ম্ম্যাবলী—দূর হইতে তাহার সকল দোষ ঢাকিয়া গিয়া একাকারে এক অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশিত। প্রান্তভাগে কোঙ্কণের পর্ব্বতশ্রেণী, সর্ব্বোপরি শুভ্র নীল আকাশ। এখন মনে কর দিনমণি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া গেলেন—সে দ্বীপ পর্ব্বত জাহাজশ্রেণী ছায়ায় বিলীন হইল। সে লোহিত পীত স্বর্ণ বর্ণের দৃশ্য আর নাই। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! আর এক নূতন জগৎ, নূতন রাজ্য আবিষ্কৃত। নিশানাথ তাঁহার শুভ্র

কিরণ-জাল বিস্তার করিয়া গগনমণ্ডলে উদিত—জলস্থল ক্রমে রজত-রঞ্জনে রঞ্জিত হইল। এই সুস্নিগ্ধ বিমল জ্যোৎস্নাতে সমুদ্র-ভ্রমণে কি আরাম। আইস, বন্দরে গিয়া আমরা এক নৌকা করিয়া মাঝীদের গান শুনিতে শুনিতে খানিক দূর বেড়াইয়া আসি, আর তুমিও তান ছাড়িয়া দিবে

ভাসিয়ে দে তরী তবে
সুনীল সাগর পরি,
বহিছে মৃদুল বায়,
নাচিছে মৃদুলহরী।

তৃতীয়তঃ, বোম্বাই সহর কলিকাতার তুলনায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমার বিশ্বাস

মিউনিসিপালিটি

এই যে বোম্বাই মিউনিসিপালিটী তোমাদের অপেক্ষা স্বাধীন, সারবান্ ও তেজস্বী, বোম্বাই মিউনিসিপাল সভার সভ্য সবশুদ্ধ ৬৪ জন। তন্মধ্যে ১৬ জন গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করেন—১৬ জন শান্তিরক্ষক জষ্টিসগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও অবশিষ্ট ৩ জন করদাতা প্রজাবর্গ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত। এই সাধারণ মিউনিসিপাল সভা হইতে এক বিশেষ পৌরসভা (Town Council) মনোনীত হয়। তাহার সভ্য ১২ জন—সভাপতি সমেত চার জন গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত ও আট জন সাধারণ সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত। কতকগুলি কার্য্য-ভার সাধারণ সভার হস্তে আর কতকগুলি বিশেষ সভার হস্তে সমর্পিত।

পৌর সভা মিউনিসিপাল সভার মন্ত্রী স্বরূপ, যে সকল কাজে অর্থব্যয় প্রয়োজন, ১২ জন বাছা বাছা লোক তাহার পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত ও তাহার মধ্যে যে সকল প্রস্তাব তাঁহারা সারগর্ভ ও যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন তাহাই সাধারণ সভার সমক্ষে উপস্থিত করেন। আমার বোধ হয় এইরূপ কার্য্য নির্ব্বাচনের অভাবেই কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর এমন দুর্দ্দশা। Town Council-এর অনুরূপ খোসা ও জঞ্জাল বাছিয়া ফেলিবার কল প্রস্তুত করিলে কি ভাল হয় না?

এই মিউনিসিপাল তরীর কাণ্ডারী হচ্ছেন মিউনিসিপাল কমিসনর। ইনি একজন

মিউনিসিপাল কমিসনর

উচ্চবেতনভুক গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী। মিউনিসিপাল বন্দোবস্তের সমস্ত ভার ইহাঁর হস্তে। ইহাঁর কর্ত্তৃত্ব অপার কিন্তু তাই বলিয়া একাধিপত্য নাই। একদিকে যেমন তাঁহার অধিকার অন্য দিকে তেমনি তাঁহার দায়িত্ব। তাঁহার অধিকার ও ক্ষমতার অপব্যবহার হইতে পারে না কেননা তাঁহাকে সাধারণ ও বিশেষ সভার অধীনে সাবধানে কাজ করিতে হয়। প্রতিবৎসর কমিসনর পৌরসভার সমক্ষে আগামী বর্ষের ব্যয়ের এষ্টিমেট উপস্থিত করেন। তাহা সমালোচিত হইয়া কমিসনরের সাহায্যে এক বজেট প্রস্তুত হয়। পৌরসভার সভাপতি

সেই বজেট সাধারণ সভার অধিবেশনে আনয়ন করেন, সাধারণ সভা হয় তাহা মঞ্জুর করেন, আপত্তিজনক হইলে কোন ভাগ অগ্রাহ্য করেন অথবা পুনর্ব্বিচার ও সংশোধনের জন্য পৌরসভার নিকট ফেরৎ পাঠান হয়। কয়েক বৎসরের আয় ব্যয়ের হিসাব দৃষ্টে বম্বে মিউনিসিপালিটীর আয় মোটামুটি ৪০ লক্ষ টাকা * বলা যাইতে পারে।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে প্রতীত হইবে বোম্বাই মিউনিসিপালিটীতে রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র উভয়েরই সদ্গুণ ও সুবিধা বর্ত্তমান। উহার ব্যবস্থা ও কার্য্যশৃঙ্খলা অপর পুরবাসীদিগের দৃষ্টান্তস্থল তাহার সন্দেহ নাই। কথিত আছে যে লর্ড রিপন যখন প্রথমে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন তখন বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর সুব্যবস্থার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে ও তদ্দর্শনে তাঁহার মনে এদেশে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী-প্রবর্ত্তন-সংকল্প উদয় হয়।

কলিকাতার মিউনিসিপাল কার্য্য-প্রণালীর ভিতরে অবশ্য কোন গোল থাকিবে Something rotten in the state of Denmark নতুবা ছোট লাট সাহেব তাহার কার্য্য সমালোচনার জন্য কমিসন বসাইতে ব্যগ্র হইতেন না।

কলিকাতার উৎকৃষ্ট ভাগ চৌরঙ্গী অঞ্চল—সে ত গেল ইংরাজ পাড়া। তোমাদের ওদিকে যেমন ইংরাজ পাড়া বাঙ্গালী পাড়া স্বতন্ত্র এখানে ঠিক্ সেরূপ নয়। মালাবার শৈল বল, সমুদ্রতীর বল সর্ব্বত্রই দেখিবে দেশী ও বিদেশী বাসগৃহ একত্রিত। সে যাহা হউক, এই দুই সহরের বিবাদ ভঞ্জন করিতে হইলে উভয়ের দিশি পাড়ার মধ্যে পরস্পর তুলনা করিয়া দেখা উচিত। দিশি পাড়া অর্থাৎ যেখানে সাধারণতঃ দেশীয়দিগের বাস—ইংরাজদের বসতি প্রায় নাই। একরূপ তুলনা করিলে আমার মতে বম্বের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। কলিকাতা যদিও কএক বৎসর মধ্যে শ্রী ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিস্তর উন্নতি লাভ করিয়াছে তথাপি এ বিষয়ে তাহাকে বম্বের সমকক্ষ বলা যায় না। বোম্বায়ের দিশি পাড়ার ঘর বাড়ীগুলি রংচঙ্গে—লাল নীল হরিত পীত—দেখিতে সুন্দর—রাস্তা ঘাটগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জনতার মধ্যেও বিস্তর প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। পুরুষদের অপেক্ষাকৃত ভদ্র বেশ ও কুলনারীগণ রঙ্গীণ বসন ভূষণে বাহির হইয়া নগরীর শোভা সম্পাদন করে। রাত্রে ঘরে দোকানে দীপালোক—রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো—স্থান বিশেষে তাড়িতালোকের বাহারও প্রত্যক্ষ হয়। ঐ সম্মুখে

---

* ১৮৮২ আয় ব্যয়ের হিসাবে যে দুই শালের বজেট এষ্টিমেট প্রকাশিত হয় তাহা এই:—

আয়।

১৮৮১—৩৯,১৯,২৫০ টাকা। ১৮৮২—৩৮,২২,২৫০।

ব্যয়।

১৮৮১—৩৪,৭৬,২৫৫। ১৮৮২—৩৭,৩৫,৬৫০।

বাদ্যের ঘটা, আলো, লোকের ভীড়—কি দেখা যায়? এক বিবাহের যাত্রীদল আসিতেছে সরিয়া দাঁড়াও। প্রথম মশাল হস্তে কতকগুলি বালক তাহাদের পশ্চাৎ উজ্জ্বল বেশ ভূষায় ভূষিত একদল স্ত্রীলোক। অনন্তর জলন্ত মসাল পরিবৃত বালক বালিকা, বর কন্যা সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে অলঙ্কার-ভরে অবনত। বধূ বরের চতুর্দ্দিকে প্রাসাদ উদ্যানের চিত্রাবলী, দম্পতীর ভবিষ্যৎ সুখ সৌভাগ্যের কল্পিত প্রতিমা লোকস্কন্ধে সমাহিত।

বোম্বায়ের তবে কি সবই ভাল—কলিকাতার সকল বিষয়েই হার? আমি তা বলি না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উদ্যান যাদুঘর } ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ইডেন পার্ক কিম্বা কোম্পানির বাগানের মত বাগান বোম্বায়ে নাই—আর গঙ্গার মত নদীও নাই। এখানকার প্রধান নগরোদ্যান যে বিক্টোরিয়া উদ্যান তাহা যৎসামান্য। তাহার মধ্যে একটী যাদুঘর আছে তাহাও কোন কার্য্যের নয়। কলিকাতার মিউজিয়মের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। বিক্টোরিয়া উদ্যানে হরিণ ব্যাঘ্র ভাল্লুক বানর প্রভৃতি কতকগুলি পশু ধরিয়া রাখা হইয়াছে কিন্তু সে পশুশালার নাম মাত্র। আলিপুরের পশুশালার মত স্থান বোম্বায়ে নাই। কিন্তু তেমনি আবার এখানকার জৈনেরা বলিতে পারে "কলিকাতায় একটীও পশুর হাঁসপাতাল নাই—কি লজ্জা! বঙ্গের দেখা দেখি এখন হঠাৎ তোমাদের চৈতন্য হইল!" এই হাঁসপাতালকে "পিঞ্জরিপোল" বলে। রুগ্ন কাণা খোঁড়া অকর্ম্মণ্য অশ্ব গো মেষ মহিষাদি জন্তুগণ যাহারা পীড়া বার্দ্ধক্য বশত মানুষের কোন কাজে আসে না—ইংরাজেরা হইলে যাহাদিগকে গুলি করিয়া মারে সেই সকল জন্তু ইহার মধ্যে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হয়। ইহারা বিনা পরিশ্রমে আহার পান পাইয়া পেন্সনজীবির ন্যায় দিব্য আরামে জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করে।

বাণিজ্য ব্যবসা } বোম্বায়ের লোকেরা বাঙ্গালীদের অপেক্ষা বাণিজ্য ব্যবসা কার্য্যে সুদক্ষ। বাঙ্গলার ধনসম্পত্তি ভূমিতে আবদ্ধ। বোম্বাই অঞ্চলে ভূমির তেমন মূল্য নাই কেননা এ প্রদেশে ভূমি সম্পর্কীয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত নাই। এখানে রাইয়তওয়ারী বন্দোবস্তে প্রজার নিজ পরিশ্রম বিনা অন্য কারণজাত জমির উন্নতি, জিনিসের দর বৃদ্ধি ইত্যাদি কতকগুলি কারণানুসারে ৩০বৎসর অন্তর রাজস্ব-পরিবর্ত্তনের নিয়ম আছে—সরকারী খাজনা দিয়া রাইয়তের হাতে সম্ভবত এত অল্প লাভ অবশিষ্ট থাকে যে ভূমি লাভের প্রতি লোকের তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। বোম্বায়ে বাণিজ্যই ধনোপার্জ্জনের প্রধান সোপান, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" একথা বোম্বাই বাসীরা ভাল

---

* Maclean's Guide to Bombay হইতে এই ভাগের অধিকাংশ সংগৃহীত হইবে।

যুগে, সপ্তদশ শতাব্দীতে সুরাট পশ্চিম ভারতের প্রধান বাণিজ্যালয় ছিল। ইউরোপের

সুরাট

সহিত এদেশীয় বাণিজ্য কারবার সুরাট বণিকদের হস্তে নিহিত ছিল। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের কুঠি সুরাট নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরাট হইতে বাণিজ্যস্রোত ক্রমে বোম্বায়ে বিবর্ত্তিত হইল। মোগল রাজ্য পতনের সঙ্গে সঙ্গে সুরাটের ভাগ্যলক্ষ্মী ম্লান ও মুম্বাপুরী উন্নতির সোপানে আরূঢ় হইল। এই শ্রীবৃদ্ধি লাভের অনেকগুলি কারণ আছে। ইংলণ্ডের সান্নিধ্য—প্রশস্ত সুন্দর বন্দর—পোত নির্ম্মাণ ও সংরক্ষণের সুবিধা ইত্যাদি কারণে বোম্বাই শাভ্রই নদীতীরবর্ত্তী সুরাট পুরীকে অতিক্রম করিয়া উঠিল। সেকালের আমদানী রপ্তানি এখনকার সহিত তুলনা করিলে বাণিজ্যের কি প্রভূত উৎকর্ষ উপলক্ষিত হয়। ১৬৬৮এ ইংলণ্ড হইতে ছয় জাহাজ এক লক্ষ ৩০০০০ পৌণ্ড মূল্যের বিবিধ দ্রব্য লইয়া সুরাটে উপস্থিত হয়—পর বৎসরের আমদানীর দাম ৭৫০০০ পৌণ্ড। ১৬৭২ এ ৪ জাহাজ ১৮০০০ পৌণ্ডের মাল ও মুদ্রা লইয়া আসে; ১৬৭৩ এ ১০০,০০০ পৌণ্ডের মাল ও পয়সা সমানীত হয়। তখন রপ্তানীর মধ্যে নীলের খুব আদর ছিল তদ্ভিন্ন এদেশ হইতে মরীচ সোরা, হীরা, তুলা রেশম ও সুতার কাপড় ও নানা প্রকার ঔষধীর সামগ্রী ইংলণ্ডে রপ্তানী হইত। মূল্য সর্ব্বশুদ্ধ বড় জোর বিশলক্ষ টাকা হইবে। ১৭০৮ হইতে বিশ বৎসরের বাণিজ্যের হিসাব হইতে দেখা যায়।

এদেশে বার্ষিক আমদানীর মূল্য (সোণারূপা সমেত) ৬৩৪,৬৩৮ পৌণ্ড। রপ্তানি রেশম, হীরা, সোরা, মরীচ প্রভৃতি মিলিয়া ৭৫৮,০৪২। ইহার সহিত সম্প্রতিকার বাণিজ্য হিসাবের তুলনা করিয়া দেখ। Moore সাহেবকৃত গত বর্ষের বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বাণিজ্য বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বোম্বায়ের সমুদায় সমুদ্রপথের বাণিজ্য ৮৪,১৩,১৪০০০ টাকা, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৭৭লক্ষ অধিক, আমদানী প্রায় ৩২ কোটি ২০লক্ষ, রপ্তানি প্রায় ৩৪ কোটি, আমদানীর দুই তৃতীয়াংশেরও অধিক গ্রেটব্রিটেন হইতে আগত। অন্যান্য দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে ইংলণ্ডের অনিষ্ট সাধন বিশেষ কিছু দৃষ্ট হয় না। ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশ হইতে এদেশের বাজারে অনেক জিনিস জমা হয় বটে কিন্তু তাহা ব্রিটিস আমদানীর তুলনায় যৎসামান্য। চীনের আমদানী মন্দ নয়—২কোটী ৬৭ লক্ষ ৩৬ হাজার। তার এক কোটীরও অধিক স্বর্ণ রৌপ্য ছাড়িয়া দিলে রেশম সুতার বস্ত্র, চা ও চিনি মিলিয়া প্রায় এক কোটি অবশিষ্ট থাকে।

রপ্তানি ৩৩,৯৮,২৫০০০টাকা ইহার প্রায় তৃতীয়াংশ ব্রিটনের ভাগ্যে গিয়া পড়ে।

তুলা

বোম্বাই তুলার ব্যবসায় জন্য প্রাচীন কাল হইতে প্রখ্যাত। এখানে ভারতের নানা স্থান হইতে তুলা আসিয়া বস্তাবন্দী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরিত হয়। এক সময়ে বোম্বাই হইতে চীনদেশে অনেক তুলা রপ্তানি হইত। এখন তাহা অনেক কমিয়া গিয়াছে। তাহার কারণ মহারাষ্ট্রী যুদ্ধের সময় তুলার ব্যবসা

বন্দ হওয়া, ঐ কারণে ও তুলার কারবারে অনেক জুয়াচুরি ধরা পড়িবার দরুণ চীনেরা আপনাদের দেশে তুলার চাস আরম্ভ করে। সেই অবধি বোম্বাই হইতে রপ্তানির হ্রাস দেখা যায়।

১৮১৩ পর্য্যন্ত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে একচেটিয়া বাণিজ্য ছিল—অন্য কেহ বাণিজ্য ব্যবসাতে প্রবৃত্ত হইতে গেলে কোম্পানির পরওয়ানা আবশ্যক হইত, বাণিজ্যের উপর এই শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া যাইবার পর অবধি তাহার প্রকৃত উন্নতির সূত্রপাত। বোম্বায়ে তুলার ব্যবসার উত্তরোত্তর উন্নতিতেই মুক্ত বাণিজ্যের ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। আমেরিকার যুদ্ধের সময় ঐ ব্যবসা বিশেষরূপে উত্তেজিত হয়। ১৮৬১ হইতে ১৮৬৫ পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসর আমেরিকানদের ঘরাও যুদ্ধের দরুন সে দেশ হইতে তুলার আমদানী বন্ধ হওয়াতে বম্বের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদয় হইল, তুলার বাজার এমনি চড়িয়া উঠিল যে ঐ কয়েক বৎসরের মধ্যেই বম্বের লোকেরা নিদান ৭,৮ কোটি মুদ্রা উপার্জ্জন করে। টাকা হইলে তাহা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হয়—সকলে সুলভ উপায়ে ধনোপার্জ্জনে মত্ত হইয়া উঠিল, কত ব্যাঙ্ক কত অর্থকরী কোম্পানী ভেকছত্রের ন্যায় জন্মধারণ করিল তাহার সংখ্যা নাই। অন্যান্য অর্থোপার্জনের ফন্দীর মধ্যে 'ব্যাক্ বে' আবাদের এক প্রস্তাব মস্তক উত্তোলন করিল। ব্যাক্ বে উপসাগরের তীরভূমি সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া তাহা বাসগৃহের উপযোগী ও অন্য আবশ্যকীয় কার্য্যে প্রযুক্ত করা ঐ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। লোকে ভাবিল বোম্বায়ে জমির মূল্য ত্রিগুণ চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে—দ্বীপের মধ্যে বাসোপযোগী ভূমি দুর্লভ, এ সময়ে ভূমি লাভে নাজানি কতই লাভ—প্রত্যেক কাটা জমির মূল্য ততটা সোণার দর প্রতীয়মান হইল। একটী কোম্পানী উঠিয়া এই কার্য্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল—ব্যাকবের সেয়ার বিক্রী তাহার কাজ। সেয়র কেনা ব্যাচা এই এক রোগ জন্মিল। আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই সেয়র কিনিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিল। যে দরিদ্র সে একরাত্রির মধ্যে ধনী হইবে—যার স্বচ্ছল অবস্থা সে লক্ষপতি—যে লক্ষপতি সে ক্রোড়পতি হইবে—সকলেই সহজ উপায়ে টাকা করিতে তৎপর। বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারীরাও এই সাংক্রামিক রোগের হস্ত এড়াইতে পারেন নাই—টাকা করিয়া দেশে পাড়ী দিতে পারিলে হয়—না হয় কর্ম্ম গেল তাহাতে ক্ষতি কি?

সেয়র মেনিয়া

এই রোগ শুধু যে ব্যাক্‌বে সেয়রের ব্যাপারেই বদ্ধ তাহা নহে। ব্যাকবের তীরের সমতুল্য মূল্যবান জমি অথবা তদপেক্ষা আরো কত অমূল্য ভূমি বোম্বায়ের স্থানে স্থানে পড়িয়া আছে—মাজেগাম সিউরী প্রভৃতি তীরদেশও উৎকৃষ্ট বন্দরে পরিণত হইতে পারে। এইরূপে নানান ফন্দী বাহির হইল। যে কোন ফন্দী বাহির হয় তাহার পোষকতা ও প্রচার উদ্দেশে আনুষঙ্গিক এক এক Financial সমাজ।—তার পর যখন বোম্বায়ের ভূমি ভাণ্ডার শূন্য হইল—ভূ কোম্পানীর গ্রাসোপযুক্ত আর কিছুই অবশিষ্ট নাই—

তখন এক নূতন মড়ক আসিয়া উপস্থিত। পোর্ট ক্যানিঙের ব্যাপার তোমার মনে থাকিতে পারে। অর্থনাশের আর এক সুগম পথ আবিষ্কৃত হইল। অন্যান্য কোম্পানির উপর পোর্ট ক্যানিঙ কোম্পানি আসিয়া বোম্বাই বণিকদের ভাণ্ডারে যাহা কিছু বাকি ছিল যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইল।

আমেরিকার যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। যেমন উত্থান তেমনি পতন। তুলার দাম যেমন চড়িয়াছিল তেমনি উতরিয়া গেল। অনেক বড় বড় কুঠী ফেল হইল। সে যে হুলুস্থূল বাধিয়া গেল তাহা বর্ণনাতীত। সকলেই জানিতে পারিল এই সকল অশেষ কোম্পানির মূলধন কেবল কাগজ মাত্র—কেবল সেয়র লইয়া ইহাদের মৌখিক কারবার। বিপদের সময় দেখা গেল তাহাদের কিছুমাত্র সম্বল নাই—এই অর্জন-স্পৃহার প্রকাণ্ড ইমারত তাসের দুর্গের ন্যায় এক ধাক্কায় চূরমার হইয়া গেল। তখন লোকের চোখ ফুটিল। দেখিতে পাইল যে তাহারা যে সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে তাহার কোন মূল্য নাই, যে মাটী সে মাটীই রহিল, সোণায় পরিণত হইল না। বাণিজ্য সম্বন্ধে লোকসান অন্যত্রে ঘটিয়া থাকে কিন্তু ১৮৬৪-এ বম্বের যে দুর্দ্দশা তাহার তুলনা পাওয়া ভার। সহরজাদা নাম লক্ষপতি ক্রোড়পতি একে একে নিঃসম্বল হইয়া ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি। এই সেয়ার সাগর মন্থনে যে সমস্তই লোকসান—একেবারেই লাভের উৎপত্তি হয় নাই তাহা বলা যায় না। মন্দ হইতে বিধাতা অনেক সময় মঙ্গলের জন্ম সাধিয়া লন। এই ধাকায় অনেক তীরদেশ উদ্ধার—অনেক বড় বড় ইমারত নির্ম্মাণ—সুরম্য সুগম রাজমার্গ উন্মোচন প্রভৃতি কার্য্য অনুষ্ঠানে নব্য বম্বের পত্তন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তুলার কারখানা। বোম্বাই শুধু তুলার বাজার বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে তাহার বিশেষ গৌরব এই যে তথায় তুলার কারখানা হইতে সুতা ও কাপড় প্রস্তুত হইয়া দেশ দেশান্তরে প্রেরিত হইতেছে। এই সকল তুলা ও কাপড়ের কলে বোম্বাই সহর সমাকীর্ণ। তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। মিল কর্ত্তাদের সমাজ (Mill owner's association) কর্ত্তৃক যে বার্ষিক তালিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে সমুদয় ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৭ তুলার কল আছে। তন্মধ্যে বম্বে প্রেসিডেন্সিতে ৬৮ বম্বে ও আশপাশে ৪৯ ও মফস্বলে ১৯। এই সকল মিলে কাজ করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৫১০০০ লোকের উদর পোষণ হয়। তন্মধ্যে বোম্বাই ও সহরের প্রান্তবর্ত্তী মিল-সমূহে প্রায় ৪২০০০ লোক নিযুক্ত। এই সকল মিলের তত্ত্বাবধানের জন্য প্রত্যেক কারখানায় এক একজন ম্যানেজর ও তদ্ভিন্ন একজন Weaving master একজন Spinning master এঞ্জিনিয়র ও অন্যান্য সুনিপুণ কারিগর নিযুক্ত। অধিকাংশ মিলের ম্যানেজার ইংরাজ। ৩০০ টাকা ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত তাহার বেতন। কোন কোন মিলে দেশী ম্যানেজারও নিযুক্ত দেখা যায়। দেশী লোকদিগকে নিযুক্ত করিলে কত অল্প ব্যয়ে কার্য্য

নির্ব্বাহ হয় তাহা অনেকেই অবগত আছেন ও সুবিধা বুঝিয়া মিলের কর্ত্তৃগণ ক্রমে এ বিষয়ে মনোযোগ দিতেছেন। অনেক মিলে দেশী আপ্রেণ্টিস রাখিয়া কাজ শেখাইবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এখানে যদিও শ্রমজীবিদের বেতন অল্প তথাপি জিনিস তৈয়ারির খরচ ইংলণ্ড হইতে অল্প নয় তাহার কারণ এখানকার লোকেরা তেমন ভাল করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাজ করিতে অক্ষম। একটা মধ্যমাকৃতি মিল ১৫ লক্ষ টাকা মূলধনে স্থাপিত হইতে পারে—তাহাতে ৪০০০০ স্পিণ্ড্‌ল্‌ ৬০০ লুম ও গড়ে ১০০০ লোক (১০০ বালক ১০০ স্ত্রীলোক ও ৮০০ পুরুষ) খাটে। তাই বলিয়া মনে করিওনা যে কাপড়ের বাষ্পীয় কল-কারখানার সৃষ্টি হওয়াতে হাতের চরকার ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়াছে। এই প্রেসিডেন্সির প্রধান প্রধান গ্রামে তুলা হইতে সুতা ও কাপড় হাতে প্রস্তত হয়। কিন্তু সে সকলি প্রায় মোটা কাপড়, ঢাকাই মলমল কিম্বা শান্তিপুরে ধুতির মত সূক্ষ্ম কাজ নয়। তৈয়ার হইবার পর অথবা চরকা হইতে নামাইবার পূর্ব্বেই সেই সকল কাপড়ের উপর রং চড়ান হয়। উত্তর গুজরাতে লাল রং সকলের পছন্দ—দক্ষিণ গুজরাত ও মহারাষ্ট্র দেশে লাল হলদের সঙ্গে নীল ও সবুজ বর্ণেরই সমধিক প্রাদুর্ভাব। আর এক বিষয়ে মহারাষ্ট্রী ও গুজরাটীদের রুচিভেদ দৃষ্ট হয়। মহারাষ্ট্রীরা ছাপওয়ালা সুতার কাপড় প্রায়ই ব্যবহার করে না, গুজরাত ও কাটেওয়াড়বাসীদের তাহাই পছন্দ সই। দেশীয় স্ত্রীলোকদের রং করা কাপড় ভিন্ন সাদা সুতার সাড়ী মনোনীত নহে।

চরকা

বোম্বায়ে সাড়ী-ছাপওয়ালা অনেক তাঁতির বসতি ও বোম্বে মিলের কাপড় নিকটবর্ত্তী স্থানে রঙ্গীণ হইয়া দক্ষিণ কোঙ্কণ প্রভৃতি প্রদেশে প্রেরিত হয়। কিঙ্খাব ও জরির রেশমী কাপড় নিজ্ বোম্বায়ে অল্পই প্রস্তত হয়। অহমদাবাদ ও সুরাট কিঙ্খাবের জন্য প্রখ্যাত। পুণা, নাসিক, য়েওলা প্রভৃতি স্থানেও ভাল ভাল জরির কেনারীবিশিষ্ট ফুলকাটা সাড়ী প্রস্তত হয়। বোম্বায়ের দোকানে যে সকল রেশমী সাড়ী দেখা যায় তাহার অধিকাংশই চিনাই রেশম ও পারসী স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য্য।

জরি কিঙ্খাব

মাটির কাজ

এ অঞ্চলে উচ্চ শ্রেণীর মাটির জিনিস তৈয়ার হয় না। সচরাচর যে ঘটী বাটী কলস দেখা যায় তাহাতে চিনাই বাসনের মত চাকচিক্য নাই। সিন্ধু দেশে এই সকল দ্রব্য অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট, কুম্ভারের কারু কার্য্য সে দেশে যে কি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল সেখানকার প্রাচীন মসজিদ ও গোর গৃহে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মৃত্তিকার উপর চাকচিক্য করিবার কৌশল সিন্ধী কুম্ভকার হইতে বংশপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে তথাপি এইক্ষণে কাজ তেমন সুন্দর হয় না—জিনিসও তত ভাল পাওয়া যায় না। বম্বে শিল্প বিদ্যালয়ে দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধনের যে চেষ্টা হইতেছে তাহা হইতে আশা করা যায় এই নষ্ট কলা আমাদের পুনরায়ত্ত হইবে।

কাঠের কাজ } শিশম কাঠের উপর নক্সা কাটা গৃহ দ্রব্য নির্ম্মাণের জন্য বোম্বায়ের বিশেষ খ্যাতি। বোম্বাই কারিগরের নির্ম্মিত কাঠের পরদা, টীপাই, ডেস্ক প্রভৃতি শিল্প নিপুণ সুন্দর দ্রব্য সকল প্রশংসার যোগ্য, অহমদাবাদ ও সুরাটে এইরূপ কাঠের সুচারু নক্সার কাজ দেখা যায়। চন্দন ও শিশম কাষ্ঠ এবং হাতির দাঁতের উপর কারু কার্য্য বোম্বাই ও সুরাটে প্রচলিত কিন্তু কর্ণাটকের কারিগরেরা চন্দন কাষ্ঠের উপর যেমন সুন্দর নক্সার কাজ করে তেমন আর কোথাও হয় না।

বোম্বায়ে কাপড়ের মিলের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আয় ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। আমার বোধ হয় নূতন মিল খুলিবার আবশ্যক নাই নূতন বাজার খুলিবার প্রয়োজন। চীন পারস্য জাঞ্জিবার প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্র পড়িয়া আছে যেখানে এ দেশের মিলের জিনিস প্রবিষ্ট হইলে বিস্তর উপকার দর্শে। নূতন মিল নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে এই সকল স্থানে নূতন বাজার খুলিবার বিহিত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। বোম্বায়ে কাপড়ের মিলের যেমন ছড়াছড়ি সে পরিমাণে অন্যবিধ কল কারখানা দৃষ্ট হয় না। একটী ছোট খাট কাগজের মিল আছে তাহাতে সাধারণ হিসাব পত্র রাখিবার ও জিনিস পত্র বাঁধিবার উপযোগী মোটা কাগজ প্রস্তুত হয়, উৎকৃষ্ট কাগজের কারখানা এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, পুণায় এইরূপ একটা উচ্চ দরের কারখানা খুলিবার প্রস্তাব হইতেছে। বোম্বায়ে আরো দু একটি নূতন কারখানার সূত্রপাত দেখিয়া দেশহিতৈষীর মনে আহ্লাদ সঞ্চার হয়। এত দিন বিলাতী দেশলাই ভিন্ন আমাদের কাজ চলিত না—সম্প্রতি জনৈক কৃতবিদ্য ডাক্তারের যত্নে বোম্বায়ে একটী দিশি দেশলাইএর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় স্বীডন বেলজিয়ম ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের সমতুল্য দেশলাই প্রস্তুত হয়। দুইটী বাক্সের দাম এক পাই। জ্বালাইবার সামগ্রী সমস্তই দিশি জিনিস ও দেশলাই বাক্স পর্য্যন্ত সমুদয় নির্ম্মাণ ব্যাপার বোম্বে কারখানায় প্রবর্ত্তিত, কেবল দেশলাইয়ের জ্বলন কাষ্ঠ বিদেশীয় আমদানী তাহাও এ দেশীয় বন জঙ্গল হইতে সংগৃহীত হইতে পারে এরূপ প্রত্যাশা করা যায়। কাজটা যদিও আসলে সামান্য তথাপি এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে লোকের চোখ ফুটিয়া অন্য দিকে সুফল প্রসূত হইবার সম্ভাবনা। দিশি দেশলাই যদি লাভের জিনিস হইয়া দাঁড়ায় ও তাহার দৃষ্টান্তে গ্লাস সাবান মোমবাতি প্রভৃতির দিশি কারখানা সকল উত্তেজিত হয় তাহা হইলে এক মহৎ লাভ সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের ছোট লোকেরা অধিকাংশই কৃষি কার্য্যে রত—মধ্যবিত্ত লোকদের সরকারী চাকরীই এক প্রকার জীবনের অবলম্বন হইয়া পড়িয়াছে। শ্রমের অভিনব দ্বার উন্মুক্ত হইয়া স্বাধীন ব্যবসা ক্ষেত্র প্রসারিত হওয়া ভিন্ন এ দেশের কল্যাণের আর উপায়ান্তর নাই। ঐদিকে আমাদের সুশিক্ষিত কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের লক্ষ্য যত্ন ও উৎসাহ যতই যায় ততই মঙ্গল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

খুড়াসাহেবের কি আনন্দের দিন! আজ দিল্লীশ্বরের রাজপুত সৈন্যেরা বিজয়গড়ে অতিথি হইয়াছে—প্রবল প্রতাপান্বিত শা সুজা আজ বিজয়গড়ের বন্দী। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পর হইতে বিজয়গড়ে এমন বন্দী আর মেলে নাই। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বন্ধন দশা স্মরণ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া খুড়াসাহেব রাজপুত সুচেৎসিংহকে বলিলেন "মনে করিয়া দেখ হাজারটা হাতে শিক্‌লি পরাইতে কি আয়োজনটাই করিতে হইয়াছিল! কলিযুগ পড়িয়া অবধি ধূমধাম সমস্ত কমিয়া গিয়াছে। এখন রাজার ছেলেই হউক্ আর বাদশাহের ছেলেই হউক্ বাজারে দুখানার বেশী হাত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাঁধিয়া সুখ নাই!"

সুচেৎ সিং হাসিয়া নিজের হাতের দিকে চাহিয়া কহিলেন "এই দুইখানা হাতই যথেষ্ট!"

খুড়া সাহেব কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন "তা বটে, সে কালে কাজ ছিল ঢের বেশী। আজ কাল কাজ এত কম পড়িয়াছে যে এই দুই খানা হাতেরই কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় না। আরো হাত থাকিলে আরও গোঁফে তা' দিতে হইত।"

আজ খুড়াসাহেবের বেশ ভূষার ত্রুটি ছিল না। চিবুকের নীচে হইতে পাকা দাড়ি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহার দুই কানে লট্‌কাইয়া দিয়াছেন। গোঁফ যোড়া পাকাইয়া কর্ণরন্ধ্রের কাছাকাছি লইয়া গিয়াছেন। মাথায় বাঁকা পাগ্‌ড়ি, কটিদেশে বাঁকা তলোয়ার। জরির জুতার সম্মুখ ভাগ শিঙের মত বাঁকিয়া পাকাইয়া উঠিয়াছে। আজ খুড়াসাহেবের চলিবার এম্‌নি ভঙ্গী, যেন বিজয়গড়ের মহিমা তাঁহারই সর্ব্বাঙ্গে তরঙ্গিত হইতেছে। আজ এই সমস্ত সমজ্‌দার লোকের নিকটে বিজয়গড়ের মাহাত্ম্য প্রমাণ হইয়া যাইবে এই আনন্দে তাঁহার আহার নিদ্রা নাই।

সুচেৎ সিংকে লইয়া প্রায় সমস্তদিন দুর্গ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। সুচেৎ সিং যেখানে কোন প্রকার আশ্চর্য্য প্রকাশ না করেন সেখানে খুড়াসাহেব স্বয়ং "বাহবা, বাহবা" করিয়া নিজের উৎসাহ রাজপুত বীরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করেন। বিশেষতঃ দুর্গ প্রাকারের গাঁথুনি সম্বন্ধে তাঁহাকে সবিশেষ পরিশ্রম করিতে হইল। দুর্গ প্রাকার যেরূপ অবিচলিত সুচেৎ সিংহও ততোধিক—তাঁহার মুখে কোন প্রকারই ভাব প্রকাশ পাইল না। খুড়াসাহেব ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাকে একবার দুর্গ প্রাকারের বামে একবার দক্ষিণে, একবার উপরে একবার নীচে আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিলেন—বারবার বলিতে লাগিলেন "কি তারিফ!" কিন্তু কিছুতেই সুচেৎ সিংহের হৃদয় দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্ত হইয়া সুচেৎ সিং বলিয়া উঠিলেন "আমি ভরতপুরের গড় দেখিয়াছি আর কোনও গড় আমার চোখে লাগেই না!"

খুড়াসাহেব কাহারও সঙ্গে কখনও বিবাদ করেন না—নিতান্ত ম্লান হইয়া বলিলেন "অবশ্য—অবশ্য! একথা বলিতে পার বটে!"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া দুর্গ সম্বন্ধে আলোচনা পরিত্যাগ করিলেন। বিক্রম সিংহের পূর্ব্ব-পুরুষ দুর্গা সিংহের কথা উঠাইলেন। তিনি বলিলেন—"দুর্গা সিংহের তিন পুত্র ছিল। কনিষ্ঠপুত্র চিত্র সিংহের এক আশ্চর্য্য অভ্যাস ছিল। তিনি প্রতি দিন প্রাতে আধসের আন্দাজ ছোলা দুধে সিদ্ধ করিয়া খাইতেন। তাঁহার শরীরও তেমনি ছিল।—আচ্ছা জি তুমি যে ভরতপুরের গড়ের কথা বলিতেছ, সে অবশ্য খুব মস্ত গড়ই হইবে—কিন্তু কৈ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ত তাহার কোন উল্লেখ নাই!"

সুচেৎ সিং হাসিয়া কহিলেন "তাহার জন্য কাজের কোন ব্যাঘাত হইতেছে না!"

খুড়াসাহেব ঈষৎ কষ্টে হাসিয়া বলিলেন "হা হা হা তা ঠিক, তা ঠিক!—তবে কি জান ত্রিপুরার গড়ও বড় কম গড় নহে কিন্তু বিজয়গড়ের"—

সুচেৎ সিং—"ত্রিপুরা আবার কোন্ মুল্লুকে?"

খুড়াসাহেব—"সে ভারি মুল্লুক! অত কথায় কাজ কি, সেখানকার রাজপুরোহিত ঠাকুর আমাদের গড়ে অতিথি আছেন, তুমি তাঁহার মুখে সমস্ত শুনিবে!"

কিন্তু ব্রাহ্মণকে আজ কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। খুড়াসাহেবের প্রাণ সেই ব্রাহ্মণের জন্য কাঁদিতে লাগিল। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন "এই রাজপুত গ্রাম্যগুলোর চেয়ে সে ব্রাহ্মণ অনেক ভাল।" সুচেৎ সিংহের নিকটে শতমুখে রঘুপতির প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং এই বিজয়গড় সম্বন্ধে রঘুপতির কি মত তাহাও ব্যক্ত করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

খুড়াসাহেবের হাত এড়াইতে সুচেৎ সিংকে আর অধিক প্রয়াস পাইতে হইল না। কাল প্রাতে বন্দীসমেত সম্রাট সৈন্যের যাত্রার দিন স্থির হইয়াছে, যাত্রার আয়োজনে সৈন্যেরা নিযুক্ত হইল। বন্দীশালায় শা সুজা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে কহিতে-ছেন "ইহারা কি বেয়াদব! শিবির হইতে আমার আলবোলাটা আনিয়া দিবে, তাহাও ইহাদের মনে উদয় হইল না!"

বিজয় গড়ের পাহাড়ের নিম্নভাগে এক গভীর খাল আছে। সেই খালের ধারে এক স্থানে একটি বজ্রদগ্ধ অশথের গুঁড়ি আছে। সেই গুঁড়ির কাছ-বরাবর রঘুপতি গভীর রাত্রে ডুব দিলেন ও অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

গোপনে দুর্গপ্রবেশের জন্য যে সুরঙ্গ পথ আছে এই খালের গভীর তলেই তাহার প্রবেশের মুখ। এই পথ বাহিয়া সুরঙ্গ প্রান্তে পৌঁছিয়া নীচে হইতে সবলে ঠেলিলেই একটি পাথর উঠিয়া পড়ে, উপর হইতে তাহাকে কিছুতেই উঠান যায় না। সুতরাং যাহারা দুর্গের ভিতরে আছে তাহারা এ পথ দিয়া বাহির হইতে পারে না।

বন্দীশালার পালঙ্কের উপরে সুজা নিদ্রিত। পালঙ্ক ছাড়া গৃহে আর কোন সজ্জা নাই। একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। সহসা গৃহে ছিদ্র প্রকাশ পাইল। অল্পে অল্পে মাথা তুলিয়া পাতাল হইতে রঘুপতি উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজা। সিক্ত বস্ত্র হইতে জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। রঘুপতি ধীরে ধীরে সুজাকে স্পর্শ করিলেন।

সুজা চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু রগড়াইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন তার পরে আলস্য-জড়িত স্বরে কহিলেন—"কি হাঙ্গাম! ইহারা কি আমাকে রাত্রেও ঘুমাইতে দিবে না! তোমাদের ব্যবহারে আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি।"

রঘুপতি মৃদুস্বরে কহিলেন—"শাহাজাদা, উঠিতে আজ্ঞা হউক। আমি সেই ব্রাহ্মণ। আমাকে স্মরণ করিয়া দেখুন। ভবিষ্যতেও আমাকে স্মরণে রাখিবেন।"

পরদিন প্রাতে সম্রাট সৈন্য যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। সুজাকে নিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য রাজা জয়সিংহ স্বয়ং বন্দীশালায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সুজা তখনো শয্যা হইতে উঠেন নাই। কাছে গিয়া স্পর্শ করিলেন। দেখিলেন, সুজা নহে, তাঁহার বস্ত্র পড়িয়া আছে। সুজা নাই। ঘরের মেজের উপরে সুরঙ্গ গহ্বর, তাহার প্রস্তর আবরণ উন্মুক্ত পড়িয়া আছে।

বন্দীর পলায়ন বার্ত্তা দুর্গে রাষ্ট্র হইল। সন্ধানের জন্য চারিদিকে লোক ছুটিল। রাজা বিক্রমসিংহের শির নত হইল। বন্দী কিরূপে পলাইল, তাহার বিচারের জন্য সভা বসিল।

খুড়াসাহেবের সেই গর্ব্বিত সহর্ষ ভাব কোথায় গেল। তিনি পাগলের মত "ব্রাহ্মণ কোথায়" "ব্রাহ্মণ কোথায়" করিয়া রঘুপতিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। ব্রাহ্মণ কোথাও নাই। পাগড়ি খুলিয়া খুড়া সাহেব কিছুকাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। সুচেৎ-সিং পাশে আসিয়া বসিলেন কহিলেন—"খুড়াসাহেব, কি আশ্চর্য্য কারখানা! এ কি সমস্ত ভূতের কাণ্ড?" খুড়াসাহেব বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন—"না— এ ভূতের কাণ্ড নয় সুচেৎ সিং। এ একজন নিতান্ত নির্ব্বোধ বৃদ্ধের কাণ্ড ও আরেকজন বিশ্বাস-ঘাতক পাষণ্ডের কাজ!"

সুচেৎ সিং আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন "তুমি যদি তাহাদের জানই তবে তাহাদের গ্রেফ্‌তার করিয়া দাও না কেন?"

খুড়াসাহেব কহিলেন "তাহাদের মধ্যে একজন পালাইয়াছে। আরেকজনকে গ্রেফ্‌তার করিয়া রাজসভায় লইয়া যাইতেছি।" বলিয়া পাগ্‌ড়ি পরিলেন ও সভার বেশ করিলেন।

সভায় তখন প্রহরীদের সাক্ষ্য লওয়া হইতেছিল। খুড়াসাহেব নতশিরে সভায় প্রবেশ করিলেন। বিক্রম সিংহের পদতলে তলোয়ার খুলিয়া রাখিয়া কহিলেন—"আমাকে বন্দী করিতে আদেশ করুন, আমি অপরাধী!"

রাজা বিস্মিত হইয়া কহিলেন "খুড়াসাহেব, ব্যাপার কি!"

খুড়াসাহেব কহিলেন "সেই ব্রাহ্মণ। এ সমস্ত সেই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কাজ!"

রাজা জয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে!"

খুড়াসাহেব কহিলেন "আমি বিজয়গড়ের বৃদ্ধ খুড়াসাহেব।"

জয়সিংহ—"তুমি কি করিয়াছ?"

খুড়াসাহেব—"আমি বিজয়গড়ের সন্ধান ভেদ করিয়া বিশ্বাস ঘাতকতার কাজ করিয়াছি। আমি নিতান্ত নির্ব্বোধের মত বিশ্বাস করিয়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে সুরঙ্গপথের কথা বলিয়াছিলাম"—

বিক্রমসিংহ সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন "খড়্গ্ সিং?"

খুড়াসাহেব চমকিয়া উঠিলেন—তিনি প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার নাম খড়্গ্ সিং।

বিক্রম সিংহ কহিলেন "খড়্গ্ সিং, এতদিন পরে তুমি কি আবার শিশু হইয়াছ!"

খুড়া সাহেব নতশিরে চুপ করিয়া রহিলেন।

বিক্রম সিং—"খুড়াসাহেব, তুমি এই কাজ করিলে? তোমার হাতে আজ বিজয়গড়ের অপমান হইল?"

খুড়াসাহেব চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার হাত থর্থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কম্পিত হস্তে কপাল স্পর্শ করিয়া মনে মনে কহিলেন "অদৃষ্ট!"

বিক্রম সিংহ কহিলেন "আমার দুর্গ হইতে দিল্লীশ্বরের শত্রু পলায়ন করিল! জান, তুমি আমাকে দিল্লীশ্বরের নিকটে অপরাধী করিয়াছ!"

খুড়াসাহেব কহিলেন "আমিই একা অপরাধী। মহারাজ অপরাধী এ কথা দিল্লীশ্বর বিশ্বাস করিবেন না।"

বিক্রম সিং বিরক্ত হইয়া কহিলেন "তুমি কে! তোমার খবর দিল্লীশ্বর কি রাখেন! তুমি ত আমারই লোক। এ যেন আমি নিজের হাতে বন্দীর বন্ধন মোচন করিয়া দিয়াছি!"

খুড়াসাহেব নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তিনি চোখের জল আর সামলাইতে পারিলেন না।

বিক্রম সিংহ কহিলেন "তোমাকে কি দণ্ড দিব!"

খুড়াসাহেব—"মহারাজের যেমন ইচ্ছা!"

বিক্রম সিং—"তুমি বুড়ামানুষ, তোমাকে অধিক আর কি দণ্ড দিব! নির্ব্বাসন দণ্ডই তোমার পক্ষে যথেষ্ট।"

খুড়াসাহেব বিক্রম সিংহের পা জড়াইয়া ধরিলেন, কহিলেন "বিজয়গড় হইতে নির্ব্বাসন! না মহারাজ। আমি বৃদ্ধ, আমার মতিভ্রম হইয়াছিল। আমাকে বিজয়গড়েই

মরিতে দিন। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করিয়া দিন। এই বুড়াবয়সে শেয়াল কুকুরের মত আমাকে বিজয়গড় হইতে খেদাইয়া দিবেন না!"

রাজা জয়সিংহ কহিলেন "মহারাজ, আমার অনুরোধে ইহার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি সম্রাটকে সমস্ত অবস্থা অবগত করিব।"

খুড়াসাহেবের মার্জ্জনা হইল। সভা হইতে বাহির হইবার সময় খুড়াসাহেব কাঁপিয়া পড়িয়া গেলেন। সে দিন হইতে খুড়াসাহেবকে আর বড় দেখা যাইত না। তিনি ঘর হইতে বাহির হইতেন না। তাঁহার মেরুদণ্ড যেন ভাঙ্গিয়া গেল।

লাইব্রেরি।

মহা সমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে সে ঘুমন্ত শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর অগ্নি কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কালো চামড়ার কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! কালের পিনাকে এই নীরব সহস্র বৎসর যদি এক কালে ফুৎকার দিয়া উঠে, তবে সেই বন্ধনমুক্ত উচ্ছ্বসিত শব্দের স্রোতে দেশ বিদেশ ভাসিয়া যায়। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেম্‌নি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে! কে জানিত সঙ্গীতকে আলমারীর মধ্যে পুরিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দ ধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে? কেবল কতকগুলো চামড়ার প্রাচীর-ঘেরা কাগজের দুর্গের মধ্যে শত শত বৎসরের মানব হৃদয় জাত স্বর্ণময় শস্য কালের সহস্র সৈনিকের হাত হইতে রক্ষা করিয়া রাখিবে? কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্ত্তমানে বন্দী করিয়া রাখিবে! অতল স্পর্শ কাল-সমুদ্রের উপর কেবল এক একখানি বই দিয়া সেতু বাঁধিয়া দিবে; স্মৃতি বিস্মৃতির রাজ্যে চিরস্থায়ী যোগ থাকিবে; কাল স্রোতের উপর দিয়া বই মাড়াইয়া মনুষ্য স্রোত সদর্পে চিরদিন আনাগোনা করিতে পারিবে!

এই দেখ, এক একখানি বই, এক একখানি পথ। লাইব্রেরির চারিদিকে বইয়ের দেয়াল উঠিয়াছে; কিন্তু দিব্য চক্ষে দেখ দেয়াল নাই, চারি দিক উন্মুক্ত। লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোন পথ অনন্ত সমুদ্রে

গিয়াছে, কোন পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোন পথ মানব হৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যে দিকে ইচ্ছা ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার স্বাধীনতাকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে, অসীম আকাশকে সে পকেটে লইয়া ফিরিতে পারে।

শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান পতনের শব্দ শুনিতেছ? এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক-পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মত এক সঙ্গে থাকে। এই লাইব্রেরি টুকুর মধ্যে সমস্ত মানব হৃদয়ের এক মহৎ সাধারণ তন্ত্র। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘ প্রাণ ও স্বল্প প্রাণ পরম ধৈর্য্য ও শান্তির সহিত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।

কত নদী সমুদ্র পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে— কত শত-বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এই বইগুলি মানুষের প্রতি মানুষের আহ্বান পত্র। এই পত্র পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। মৃত জীবিতদিগকে জীবনের পথে আহ্বান করিতেছে, এবং বর্ত্তমান অনাগত ভবিষ্যৎকে দূরতর ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ করিতেছে। মানুষ মানুষের জন্য আপনাকে রাখিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে—সমাধি-ভূমিতে ও চিতাভস্মে তাহাদের মরণের চিহ্ন রহিয়াছে, আর এই লাইব্রেরিতে তাহাদের জীবনের চিহ্ন স্থাপিত হইতেছে।

অনেক বৎসর পূর্ব্বে যেখানে তারা ছিল, সেখানে তারা নাই, কিন্তু আমরা সেখানে তারা দেখিতেছি। সেই তারার আলোক অনন্ত নিশীথিনী ভেদ করিয়া পথচিহ্নহীন পথে অবিশ্রাম যাত্রা করিয়াছে। তারা হইতে তারায় তাহার বার্ত্তা পৌঁছিতেছে। এক দিন সৃষ্টির প্রাক্কালে অনাদি অন্ধকারের মধ্যে সহসা জাগ্রত হইয়া উঠিয়া সেই তারা যে গান গাহিয়া উঠিয়াছিল—"শোন শোন অমৃতের পুত্রেরা, আমি আলোক পাইয়াছি" তাহার সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দধ্বনি অনন্ত আকাশ ধ্বনিত করিতে করিতে চলিয়াছে। তাহার সেই আনন্দ গান নিশীথিনীকে আলোকের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া জয়ধ্বনি বহন করিয়া অতীত হইতে অনন্ত ভবিষ্যতে যাত্রা করিয়াছে।

গভীর নিশীথে সরস্বতীর কূলে তপোবনচ্ছায়ায় যে মহীয়ান্ মানবাত্মা সহসা বিদ্যুৎ-বিকাশে দীপ্ত হইয়া গান গাহিয়া উঠিয়াছিলেন "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে যে দিব্যধামানি তস্থুঃ"—শোন শোন দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রেরা শোন, আমি অমৃত-পুরুষকে পাইয়াছি—শুনিয়া সরস্বতীর তরঙ্গ স্থির হইয়া গেল—নক্ষত্রেরা অনিমেষনেত্রে চাহিয়া রহিল—সেই শুভ মুহূর্ত্তে সেই পুণ্য-হৃদয়ের আশ্বাসবাণী অনন্তের পথে যাত্রা করিল, আজিও অমৃতের পুত্রদের দ্বারে দ্বারে শুভসংবাদ সে রাষ্ট্র করিয়া বেড়াইতেছে।

সেই শুভ সংবাদ কে শুনিতে চাও—এস এখানে এস, এই নক্ষত্র লোকের মধ্যে দাঁড়াও—এখানে আলোকের জন্ম-সঙ্গীত গান হইতেছে।

অমৃত লোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে মহাপুরুষ আপনার চারিদিকে জগৎকে সমবেত করিয়া বলিয়াছিলেন—তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামে বাস করিতেছ—সেই মহাপুরুষের কণ্ঠই সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মানবের দেহের প্রদীপ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, মানবের আত্মার আলোক এইখানেই সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। আমাদের দিব্যধামে এই আলোকই জ্বলে, এই আলোকেই আমাদের আলয় আমরা দেখিতে পাই। এই আলোক নিভিয়া গেলে আমাদের সংশয় হয় যে আমরা বুঝি মৃত্তিকার পিণ্ডের উপরে বাস করিয়া কেবল মৃত্তিকাই সঞ্চয় করিতেছি।

এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? মানবজাতিকে আমাদের কি কিছুই সংবাদ দিবার নাই? দুই একখানি তরী শস্যে পূর্ণ করিয়া আমরা কি ভবিষ্যতের রাজ্য পাঠাইতে পারিব না? আমাদের এই শ্যামল সুন্দর বঙ্গভূমি কি এই সুবিস্তীর্ণ মানব রাজ্যের মধ্যে সাহারাক্ষেত্র? জগতের একতান সঙ্গীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে!

আমাদের পদপ্রান্তস্থিত সমুদ্র কি আমাদের কিছু বলিতেছে না? আমাদের গঙ্গা কি হিমালয়ের শিখর হইতে স্বর্গের কোন গান বহন করিয়া আনিতেছে না? আমাদের মাথার উপরে কি তবে অনন্ত নীলাকাশ নাই? সেখান হইতে অনন্তকালের চিরজ্যোতির্ম্ময়ী নক্ষত্র লিপি কি কেহ মুছিয়া ফেলিয়াছে?

দেশ বিদেশ হইতে অতীত বর্ত্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের নিকটে মানবজাতির পত্র আসিতেছে, আমরা কি তাহার উত্তরে দুটি চারটি চটি চটি ইংরিজি খবরের কাগজ লিখিব! সকল দেশ অসীমকালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে বাঙ্গালীর নাম কি কেবল পিটিশনের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকিবে! জড় অদৃষ্টের সহিত মানব-আত্মার ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছে, সৈনিকদিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে শৃঙ্গধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, আমরা কি কেবল আমাদের উঠোনের মাচার উপরকার লাউকুমড়া লইয়া মকদ্দমা এবং আপীল চালাইতে থাকিব! আমরা কি কেবল গাল ফুলাইয়া গোটাকতক ঢোঁথা-ঢোঁথা ইংরাজি বোল উড়াইব ও দেখিতে দেখিতে কালস্রোতের উপর কেবল গোটাকত রঙিন্ বুদ্বুদ ভাসিয়া উঠিবে!

বাঙ্গলা দেশের মাঝখানে দাঁড়াইয়া একবার কাঁদিয়া সকলকে ডাকিতে ইচ্ছা করে—বলিতে ইচ্ছা করে—"ভাই সকল, আপনার ভাষায় একবার সকলে মিলিয়া গান কর। বহুবৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় একবার আপনার কথা বলিতে দাও। বাঙ্গলা ভাষায় একবার সকলে মিলিয়া মা

বলিয়া ডাক। কেরাণীগিরির ভাষা আপিসের দেরাজের মধ্যে বন্ধ রাখিয়া মাতৃস্তন-ধারায় পুষ্ট মাতৃভাষায় জগতের বিচিত্র সঙ্গীতে যোগ দাও। বাঙ্গালী কণ্ঠের সহিত মিলিয়া বিশ্বসঙ্গীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।"

আহ্বান গীত।

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ, শুনিতে পেয়েছি, ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান, কইরে বাঙ্গালী কই।
সুগভীর স্বর কাঁদিয়া বেড়ায় বঙ্গসাগরের তীরে,
"বাঙ্গালীর ঘরে কে আছিস্ আয়," ডাকিতেছে ফিরে ফিরে!
ঘরে ঘরে কেন দুয়ার ভেজানো, পথে কেন নাই লোক,
সারা দেশ ব্যাপি মরেছে কে যেন, বেঁচে আছে শুধু শোক!
গঙ্গা বহে শুধু আপনার মনে, চেয়ে থাকে হিমগিরি,
রবিশশি উঠে অনন্ত গগণে, আসে যায় ফিরি ফিরি!

কত না সংকট, কত না সন্তাপ, মানব শিশুর তরে,
কত না বিবাদ কত না বিলাপ, মানব শিশুর ঘরে!
কত ভায়ে ভায়ে নাহি যে বিশ্বাস, কেহ কারে নাহি মানে,
ঈর্ষ্যা নিশাচরী ফেলিছে নিশ্বাস, হৃদয়ের মাঝখানে।
হৃদয়ে লুকানো হৃদয় বেদনা, সংশয় আঁধারে যুঝে,
কে কাহারে আজি দিবে গো সান্ত্বনা, কে দিবে আলয় খুঁজে!
মিটাতে হইবে শোকতাপ ত্রাস, করিতে হইবে রণ,
পৃথিবী হইতে উঠেছে উচ্ছাস—শোন শোন সৈন্যগণ।

পৃথিবী ডাকিছে আপন সন্তানে, বাতাস ছুটেছে তাই—
গৃহ তেয়াগিয়া ভায়ের সন্ধানে, চলিয়াছে কত ভাই!
বঙ্গের কুটীরে এসেছে বারতা, শুনেছে কি তাহা সবে?
জেগেছে কি কবি শুনাতে সে কথা, জলদ-গম্ভীর রবে?
হৃদয় কি কারো উঠেছে উথলি? আঁখি খুলেছে কি কেহ?
ভেঙ্গেছে কি কেহ সাধের পুতলি? ছেড়েছে খেলার গেহ?
কেন কানাকানি, কেনরে সংশয়? কেন মর' ভয়ে লাজে?
খুলে ফেল দ্বার, ভেঙ্গে ফেল ভয়, চল পৃথিবীর মাঝে।

ধরা প্রান্তভাগে ধূলিতে লুটায়ে, জড়িমা-জড়িত তনু,
আপনার মাঝে আপনি গুটায়ে, ঘুমায় কীটের অনু!
চারিদিকে তার আপন উল্লাসে জগৎ ধাইছে কাজে,
চারিদিকে তার অনন্ত আকাশে স্বরগ সঙ্গীত বাজে!
চারিদিকে তার মানব মহিমা উঠিছে গগণ পানে,
খুঁজিছে মানব আপনার সীমা, অসীমের মাঝ খানে।
সে কিছুই তার করে না বিশ্বাস, আপনারে জানে বড়,
আপনি গণিছে আপন নিঃশ্বাস, ধুলা করিতেছে জড়!

সুখ দুঃখ লয়ে অনন্ত সংগ্রাম, জগতের রঙ্গভূমি—
হেথায় কে চায় ভীরুর বিশ্রাম, কেনগো ঘুমাও তুমি!
ডুবিছ ভাসিছ অশ্রুর হিল্লোলে, শুনিতেছ হাহাকার—
তীর কোথা আছে দেখ মুখ তুলে, এ সমুদ্র কর পার।
মহা কলরবে সেতু বাঁধে সবে, তুমি এস, দাও যোগ—
বাধার মতন জড়াও চরণ—একিরে করম ভোগ!
তা যদি না পার' সর'তবে সর, ছেড়ে দেও তবে স্থান,
ধূলায় পড়িয়া মর' তবে মর'—কেন এ বিলাপ গান!

ওরে চেয়ে দেখ্ মুখ আপনার, ভেবে দেখ্ তোরা কারা!
মানবের মত ধরিয়া আকার, কেনরে কীটের পারা?
আছে ইতিহাস আছে কুলমান, আছে মহত্বের খণি,
পিতৃপিতামহ গেয়েছে যে গান, শোন্ তার প্রতিধ্বনি!
খুঁজেছেন তাঁরা চাহিয়া আকাশে গ্রহতারকার পথ—
জগৎ ছাড়ায়ে অসীমের আশে উড়াতেন মনোরথ।
চাতকের মত সত্যের লাগিয়া তৃষিত আকুল প্রাণে,
দিবস রজনী ছিলেন জাগিয়া চাহিয়া বিশ্বের পানে।

তবে কেন সবে বধির হেথায়, কেন অচেতন প্রাণ,
বিফল উচ্ছ্বাসে কেন ফিরে যায় বিশ্বের আহ্বান গান।
মহত্বের গাথা পশিতেছে কানে, কেনরে বুঝিনে ভাষা?
তীর্থযাত্রী যত পথিকের গানে, কেন রে জাগে না আশা?
উন্নতির ধ্বজা উড়িছে বাতাসে, কেনরে নাচেনা প্রাণ,
নবীন কিরণ ফুটেছে আকাশে কেনরে জাগেনা গান?

কেন আছি শুয়ে, কেন আছি চেয়ে, পড়ে আছি মুখোমুখি,
মানবের স্রোত চলে গান গেয়ে, জগতের সুখে সুখী!

চল দিবালোকে, চল লোকালয়ে, চল জন কোলাহলে—
মিশাব হৃদয় মানব হৃদয়ে অসীম আকাশ তলে!
তরঙ্গ তুলিব তরঙ্গের পরে, নৃত্য গীত নব নব,
বিশ্বের কাহিনী কোটি কণ্ঠ স্বরে এক-কণ্ঠ হ'য়ে কব!
মানবের সুখ মানবের আশা বাজিবে আমার প্রাণে,
শত লক্ষকোটি মানবের ভাষা ফুটিবে আমার গানে!
মানবের কাজে মানবের মাঝে আমরা পাইব ঠাঁই—
বঙ্গের দুয়ারে তাই শৃঙ্গা বাজে—শুনিতে পেয়েছি ভাই!

মুছে ফেল ধূলা, মুছ অশ্রুজল, ফেল ভিখারীর চীর—
পর' নব সাজ, ধর' নব বল, তোল' তোল' নত শির!
তোমাদের কাছে আজি আসিয়াছে জগতের নিমন্ত্রণ—
দীনহীন বেশ ফেলে যেও পাছে—দাসত্বের আভরণ।
সভার মাঝারে দাঁড়াবে যখন হাসিয়া চাহিবে ধীরে—
পূরব রবির হিরণ কিরণ পড়িবে তোমার শিরে!
বাঁধন টুটিয়া উঠিবে ফুটিয়া হৃদয়ের শতদল,
জগত মাঝারে যাইবে লুটিয়া প্রভাতের পরিমল।

উঠ বঙ্গ কবি, মায়ের ভাষায় মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ—
জগতের লোক সুধার আশায় সে ভাষা করিবে পান!
চাহিবে মোদের মায়ের বদনে, ভাসিবে নয়ন জলে,
বাঁধিবে জগৎ গানের বাঁধনে মায়ের চরণ তলে।
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই ব'লে, কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে স্থান কিনে দাও তুমি।
একবার কবি মায়ের ভাষায় গাও জগতের গান—
সকল জগৎ ভাই হয়ে যায়—ঘুচে যায় অপমান!

কাল মৃগয়া।
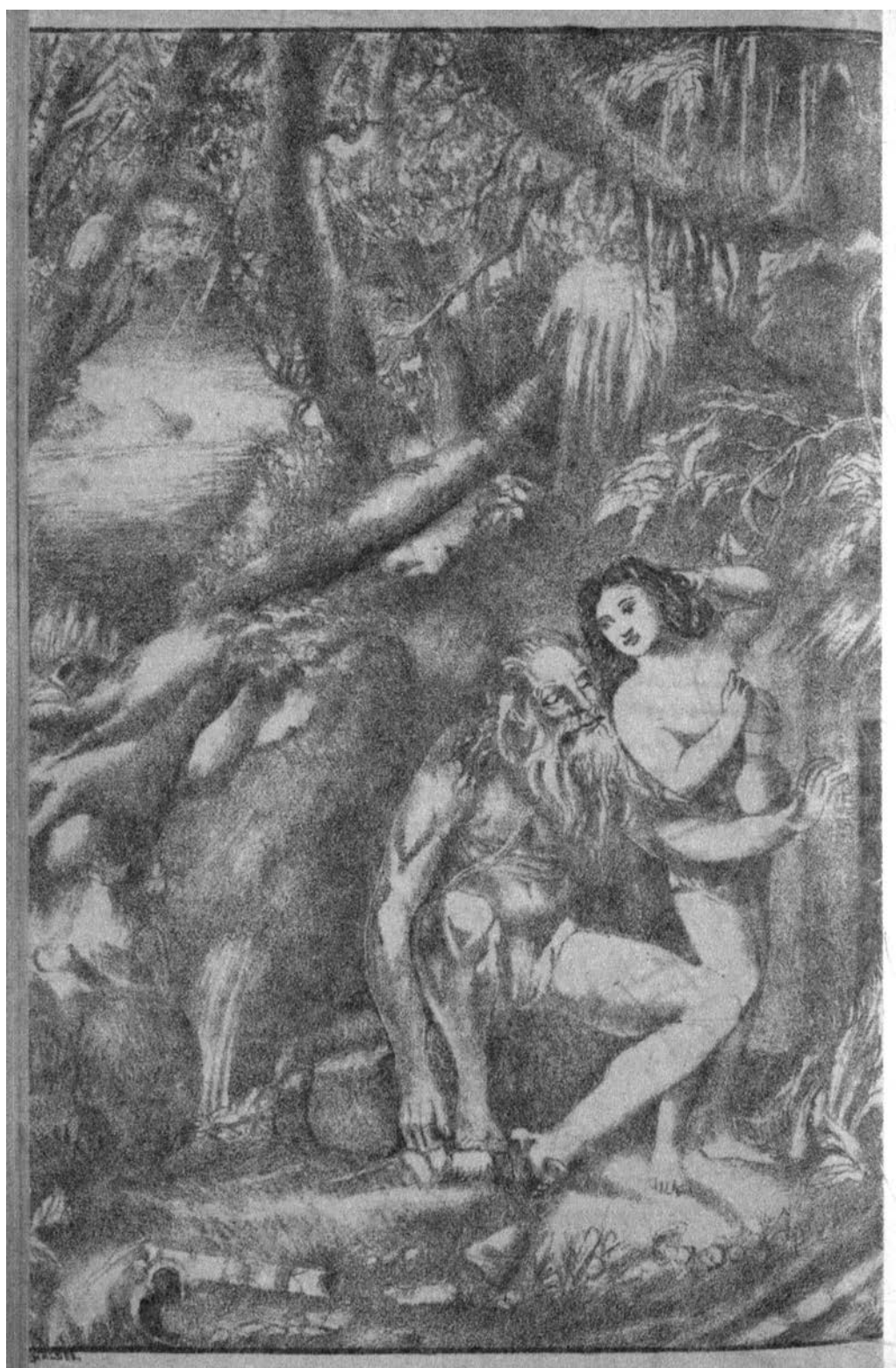
(স্বর লিপি)

গত ভাদ্র মাসের "বালকে" "বেলা যে চলে যায়" এই গানটীর উপরে ঝাঁপতালের পরিবর্ত্তে ভ্রম ক্রমে যৎ তাল লেখা হইয়াছিল। যৎ তালের প্রত্যেক ভাগে চারিটী করিয়া তাল থাকে এবং প্রত্যেক তাল দুইটী করিয়া মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে।

"জল এনেদেরে বাছা" এই গানটীর তাল ঝাঁপতাল ইহাতে চারিটী করিয়া তাল থাকে। ইহার প্রত্যেক ভাগে দুটী তাল থাকে এবং সেই দুইটী তাল পাঁচটী মাত্রা লইয়া থাকে। প্রথম ও তৃতীয় তাল প্রত্যেকে তিনটী মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ তাল প্রত্যেকে দুইটী মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে।

তৃতীয় দৃশ্য।

কুটীর।

অন্ধ ঋষি ও ঋষিকুমার।

বেদ পাঠ।

অন্তরীক্ষোদরঃ কোশো ভূমি বুধ্নো ন জীর্য্যতি দিশোহস্য স্রক্ত যোদ্যৌরস্যোত্তরং বিলং স এষ কোশোবসুধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদং শ্রিতং॥

তস্য প্রাচীদিগ্ জুহূর্ণাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞীনাম প্রতীচী সুভূতা নামোদীচী তাসাং বায়ু র্বৎসং স য এতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ ন পুত্র রোদং রোদিতি সোহহ-মেতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ মা পুত্ররোদং রুদং॥

জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

অন্ধ ঋষি। জল এনে দেরে বাছা তৃষিত কাতরে।
শুকায়েছে কণ্ঠ তালু কথা নাহি সরে।
মেঘ গর্জ্জন।

দেশ—কাওয়ালি।

না না কাজ নাই, যেওনা বাছা;
গভীরা রজনী ঘোর ঘন গরজে,
তুই যে এ অন্ধের নয়ন তারা।
আর কে আমার আছে!

কেহ নাই—কেহ নাই—
তুই শুধু রয়েছিস্ হৃদয় জুড়ায়ে,
তোরেও কি হারাব' বাছারে,
সেত প্রাণে স'বে না!

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

ঋ-কু। আমা তরে অকারণে ওগো পিতা ভেবো না।
অদূরে সরযূ বহে দূরে যাব না।
পথ যে সরল অতি,
চপলা দিতেছে জ্যোতি,
তবে কেন, পিতা, মিছে ভাবনা।
অদূরে সরযূ বহে দূরে যাব না।

প্রস্থান।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
রে – –ম০গা০ম—রে—। রে—রে—গা০রে০গা—সা—। সা—সা—রে০গা০ম—পা—।
জল এ নে দে রে বা ছা তৃ ষি ত কা

০ ১ ২ ৩ ০ ১
(পাম গাম)—গা—রে—গা—রে—। ম—রে—ম০গা০ম—ম—। পা—পা—সা০সা০রে০
ত রে শু কা য়ে ছে ক ণ্ঠ তা

২ ৩ ০ ১
সা০নি—। ধা—ধা০নি০পা০ম০ধা—পা—। ধা—ম০গা০গারে—গা—সা—।
লু ক থা না হি স রে

রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালি।

০ ১ ২ ৩
পা– –ধা– –। (সাঁনিধানি)– – –ধা—। পা– –ধা– –। পা– – – –রে—।
না না কাজ নাই

০ ১ ২ ৩
রে—গা—রে—পা—। (পামগাম)– –(মগারেগা)– –। রে– – – – –। – – – – –।
যে ও না বা ছা

০ ১ ২ ৩ ০
রে– – – ম—।রে– –সা– –। রে– –সা– –। নী– –সা– –। সা– –রে– –।
গ ভী রা র জ নী ঘোর ঘ ন

১ ২ ৩ ০ ১
সা—রে—নী——। সা————। —————। রে————। ম——ম——।
গ র জে তুই যে এ
২ ৩ ০ ১ ২
পা————। ধা——নি——। নি——সা——। (নিসারে)——সা—নি—। সা—
অন্ ধে র ন য় ন তা রা
৩ ০ ১
সা—নি—ধা—। পা—ধা—পা—ম—। ম——পা—ধা—। (সানিধানি)———ধা—।
না না
২ ৩ ০ ১
পা——ধা——। পা———রে—। রে—গা—রে—পা—। (পামগাম)——(মগারেগা)
কাজ নাই যে ও না বা
২ ৩ ০ ১ ২
——। রে————। —————। ম——পা—সা—। নী——নী——। সা—
ছা আর কে আ মার
৩ ০ ১ ২
নী—সা——। সা——সা——। সা—নী—সা——। রে———গ—। সা—রে—
আ ছে কে হ নাই কে
৩ ০ ১ ২
নী——। সা———নি—। নি————। নি——নি——। ধা——নি——।
হ নাই তুই শু ধু র য়ে
৩ ০ ১ ২
ধা——নি——। নি——সা——। নি—সা—রে——। সা——নি—ধা—।
ছিন্ হৃ দ য় জু ড়া
৩ ০ ১ ২
গা————। পা—রে———। সা——রে——। সা৹নী৹—ধা৹নী৹—।
য়ে তো রেও কি হা রা
৩ ০ ১ ২
সা————। সা—নী—নী৹সা৹রে—। সা———পা—। পা—————।
ব বা ছা রে সে ;
৩ ০ ১ ২
ধা————। নি—————। সা——নি৹সা৹রে—। সা——নি—ধা—।
ভ প্রা ণে স বে
৩
পা—ধা—ম——।
না।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

০ ১ ২ ৩
পা——ম——। গা——রে——। পা——ম——। গা——রে——।
আ মা ভ রে অ কা র ণে

০ ১ ২ ৩ ০
সাঁ— —নী— —। সা— — — —। রে— —গা— —। পা— —ম— —। গা— —
ও গো পি তা ভে বো না

১ ২ ৩ ০
— —। পা— —সা— —। নী— —সা— —। রে— —গা— —। ম— —পা— —।
অ দূ রে স র যূ ব হে

১ ২ ৩ ০
ধা— —ধা—নি—। পা— —ম— —। গা—ম—রে— —। পা— —ম— —।
দূ রে যা ব না আ মা

১ ২ ৩ ০
গা— —রে— —। পা—ম—গা—রে—। সা— —নী— —। সা— — — —।
ত রে অ কা র ণে ও গো পি

১ ২ ৩ ০ ১
রে— —গা— —। না— —ম— —। গা— — — —। সা— —ম— —। গা— —
তা ভে বো না প থ যে

২ ৩ ০ ১
ম— —। পা— —ম— —। পা— —পা— —। পা— —ম— —। পা— —
স র ল অ তি চ প লা

২ ৩ ০ ১
ধা— —। পা— —ম— —। গা— —গা—রে—। সা— —ম— —। গা— —
দি তে ছে জ্যো তি প থ যে

২ ৩ ০ ১
ম— —। পা— —ম— —। পা— —পা— —। পা— —ম— —। পা— —ধা— —।
স র ল অ তি চ প লা দি

২ ৩ ০ ১ ২
পা— —ম— —। গা— —গা— —। ম— — — —। গা— —রে— —। গা— — — —।
তে ছে জ্যো তি ত বে কে ন

৩ ০ ১ ২ ৩
রে— —সা— —। রে— —রে— —। সা— —নী— —। সা— — — —। পা— —
পি তা মি ছে ভা ব না অ

০ ১ ২ ৩
সা— —। নী— —সা— —। রে— —গা— —। ম— —পা— —। ধা— —
দূ রে স র যূ ব হে দূ

০ ১ ২ ৩
ধা—নি—। পা— —ম— —। গা—ম—রে— —। পা—ম—গা—রে—। সা— —
রে যা ব না অ কা র ণে ও

০ ১ ২ ৩
নী— —। সা— — — —। রে— —গা— —। গা— —ম— —। গা— — — —।
গো পি তা ভে বো না।

উত্তর প্রত্যুত্তর।

(রুদ্ধ গৃহ সম্বন্ধে)*

(১)

বন্ধুবর—এবার বালকের আপনার সবগুলিই আমাকে ভাল লাগিল, কেবল "রুদ্ধ গৃহের" ভাব ধরিতে পারিলাম না। এক জনের মধ্যেই রুদ্ধ হইয়া থাকা, এক জনকে লইয়াই চিরদিন শোক করা আপনি গর্হিত বলিয়াছেন। কিন্তু কি করা যায় বলুন্! যখন এক চন্দ্রের দিকে চাই তখন আমার দৃষ্টির অপূর্ণতাবশতঃ নক্ষত্রগুলিকে আর দেখিতে পাই না এবং সেই এক চন্দ্র যখন অস্ত যায় তখন নক্ষত্রেরা আমাকে আর তেমন আলো দিতে পারে না। একদিকে চাহিয়া থাকা, একের চারিদিকে ঘোরাই প্রকৃতির নিয়ম, তাহাই প্রকৃতির বন্ধনের কারণ। আজ যদি পৃথিবী বলিয়া বসে আমি সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিব না, কেননা সূর্য্যকে মেঘে ঢাকিয়াছে, সূর্য্য আমাকে আর আলো দেয় না, আমি অন্য আলোকের চেষ্টা দেখি, তাহা হইলে প্রকৃতির বন্ধন ছিন্ন হয়, পৃথিবীর মৃত্যু হয়, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়। তাই বলিতেছি প্রকৃতির নিয়মই একদিকে চাহিয়া থাকা—পৃথিবীর ন্যায় এক সূর্য্যের বন্ধনে অনন্ত শূন্যের মধ্যে দণ্ডায়মান হওয়া। সে বন্ধন না থাকিলে শূন্যের মধ্যে আঁধারের মধ্যে ধ্বংশ হইবার সম্ভাবনা। আর একটি কথা—পৃথিবী এক সূর্য্যের দিকে চাহিয়া ঘোরে বলিয়া কি তাহার কোটি গ্রহ নক্ষত্রের সহিত বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে? না সেই সূত্রেই অনন্তের সহিত পৃথিবীর বন্ধন হইয়াছে? তাই পর্ব্বত আকাশের দিকে চাহিয়া সুন্দর, তাই নদী সমুদ্রের দিকে চাহিয়া সুন্দর, রাত্রি দিনের দিকে চাহিয়া সুন্দর, মনুষ্যও প্রকৃতির সন্তান, সেও যদি একদিকে চায় সেও সুন্দর হয়।

শ্রীঅঃ—

(২)

সুহৃদ্বরেষু—আপনার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম।

আপনি "রুদ্ধ গৃহ" যে ভাবে বুঝিয়াছেন, আমি ঠিক সে ভাবে লিখি নাই। আপনি যাহা বলিয়াছেন সে ঠিক কথা। একের চারিদিকেই আমাদিগকে ঘুরিতে হইবে নহিলে অনেকের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাইব। কিন্তু জগতের মধ্যে আমাদের এমন "এক" নাই যাহা আমাদের চিরদিনের অবলম্বনীয়। প্রকৃতি ক্রমাগতই আমাদিগকে "এক" হইতে একান্তরে লইয়া যাইতেছে—এক কাড়িয়া আর-এক দিতেছে। আমাদের শৈশবের "এক" যৌবনের "এক" নহে, যৌবনের "এক" বার্দ্ধক্যের "এক" নহে,

* গত আশ্বিন কার্ত্তিকের বালকে "রুদ্ধ গৃহ" নামক প্রবন্ধ দেখ।

ইহ জন্মের "এক" পর জন্মের "এক" নহে। এইরূপ শত সহস্র "একে"র মধ্য দিয়া প্রকৃতি আমাদিগকে সেই এক মহৎ "একে"র দিকে লইয়া যাইতেছে। সেইদিকেই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, পথের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে আসি নাই। জগতের আর সমস্ত "এক"ই পথের মধ্যে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিবার জন্য; বাস করিবার জন্য নহে। রাত্রি প্রভাত হইলেই ছাড়িয়া যাইতে হইবে—পড়িয়া পড়িয়া শোক করিলে হইবে না। কিছুই থাকিতে চায় না অথচ আমরা রাখিতে চাই, ইহাই আমাদের যত শোক দুঃখের কারণ। "সকলকে যাইতে দাও, এবং তুমিও চল। জগতের সহিত নিষ্ফল সংগ্রাম করিও না" এই কথা আমরা যেন সার জানি।

শূন্যতার ভয় করিবেন না—কিছুই শূন্য থাকিবে না। সমস্ত শূন্য করিয়া দেয় জগতে এমন বিরহ কোথায়! ক্ষুদ্রতর এক বৃহত্তর একের জন্য স্থান রচনা করিয়া দেয়। হৃদয়ের পুত্তলিকা সকল ভাঙিয়া গেলে ঈশ্বর সেখানে আসিয়া অধিষ্ঠান করেন। প্রিয়তমের মৃত্যুতে জগৎ প্রিয়তম হয়। ক্ষুদ্রকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়া বৃহৎকে ভাল বাসিতে শিখি। জগতের কিছুরই মধ্যে আমাদের নিবৃত্তি নাই এবং সে নিবৃত্তি-কামনা করা নিষ্ফল ও আমাদের পক্ষে অমঙ্গল জনক। আমাদের ভ্রম লইয়া আমরা কাঁদি বৈত নয়। যাহা যায় তাহাকে আমরা থাকে মনে করি,—যে নিজের ও সমস্ত জগতের জন্য হইয়াছে, তাহাকে আমরা আমারই জন্য হইয়াছে মনে করি,—যাহাকে আমরা কখনই চিরদিন ভাল বাসিতে পারিব না তাহাকে আমরা চিরদিনের জন্য চাই—কিন্তু প্রকৃতি মাতা আমাদের এ সকল মিছে আবদার শুনিবেন কেন, আমাদের হাত হইতে মাটির ঢেলা কাড়িয়া লন, আমরা কাঁদিয়া কাটিয়া সারা হই; কিন্তু সে কান্না ফুরায়, সে অশ্রুজল শুকায়, প্রকৃতির উপর হইতে আমাদের অভিমান চলিয়া যায়; আবার আমরা হাসি খেলি সংসারের কাজ করি, মাতার প্রতি আবার বিশ্বাস জন্মায়। কিন্তু যে শিশু গোঁ ধরিয়াই থাকে, কিছুতেই প্রসন্ন হইতে চায় না, তাহার পক্ষে শুভ নহে, সে মায়ের কাছ হইতে মার খায়, সেই রুদ্ধ গৃহ।

আমি বৈরাগ্য শিখাইতেছি। অনুরাগ বদ্ধ করিয়া না রাখিলে তাহাকেই বৈরাগ্য বলে অর্থাৎ বৃহৎ অনুরাগকেই বৈরাগ্য বলে। প্রকৃতির বৈরাগ্য দেখ। সে সকলকেই ভালবাসে বলিয়া কাহারও জন্য শোক করে না। তাহার দুই চারিটা চন্দ্র সূর্য্য গুঁড়া হইয়া গেলেও তাহার মুখ অন্ধকার হয় না, এক দিনের জন্যও তাহার ঘরকন্নার কাজ বন্ধ হয় না, অথচ একটি সামান্য তৃণের অগ্রভাগেও তাহার অসীম হৃদয়ের সমস্ত যত্ন সমস্ত আদর স্থিতি করিতেছে, তাহার অনন্ত শক্তি কাজ করিতেছে। তাহার কোলে আসিতেছে ও যাইতেছে; তাহার মুখ চিরপ্রসন্ন, তাহার স্নেহ চিরবিকশিত।

যখন আমরা নিতান্ত এক জনের মধ্যেই আচ্ছন্ন হইয়া থাকি, তখন আমরা জানিতেই পারি না আমাদের কতখানি ভাল বাসিবার ক্ষমতা। একটি ক্ষুদ্র বস্তুও যখন

চোখের নিতান্ত কাছে ধরি তখন মনে হয় সেই ক্ষুদ্র বস্তুটি ছাড়া আমাদের আর কিছুই দেখিবার ক্ষমতা নাই। সেই ব্যবধান অপসারিত করিয়া দাও, বৃহৎ জগৎ তাহার সৌন্দর্য্য রাশি লইয়া তোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে।

এই জন্য সচরাচর ভালবাসাকে লোকে অন্ধ বলে, অথচ ভালবাসার একটি প্রধান গুণ এই যে, সে দৃষ্টিশক্তি প্রখর করিয়া দেয়—ভালবাসা চোখের উপর হইতে ব্যবধান দূর করিয়া দেয়। অপ্রেমিক কিছু দেখেই না, যদি বা দেখে, ভিতর পর্য্যন্ত দেখিতে পায় না। কিন্তু ক্ষুদ্র প্রেম অনেকটা অন্ধ বটে, কারণ সে একটুকুকেই এত করিয়া দেখে যে আর কিছুই দেখিতে পায় না। সে, বৃহৎ সমগ্রের সহিত সেই একটুকুর সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারে না—সে সেই একটুকুকে অংশ বলিয়া না জানিয়া সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করে। এই ভ্রমে পড়িয়া অবশেষে তাহাকে শোক করিতেই হয়। এই জন্যই অনেকের দিকে চাহিয়া এই ভ্রম দূর করা আবশ্যক। আপনাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিলে এই ভ্রম ক্রমাগতই ঘনীভূত হইতে থাকে।

সকল মানব হৃদয়েই প্রেমের অমৃত উৎস আছে; তাহার জন্যই জগতে সন্ধান পড়িয়া গেছে। প্রতিদিন ভাই ভগ্নী বন্ধু চন্দ্র তারা পুষ্প সেই উৎস আবিষ্কারের জন্য হৃদয়ে আঘাত করিতেছে, খনন করিতেছে। কত কঠিন পাষাণের স্তর বিদীর্ণ করিতে হইতেছে—প্রতিদিন পাষাণ টুটিতেছে ধৈর্য্য টুটিতেছে না। অল্প অল্প স্রোত উঠিতেছে আবার শুকাইয়া যাইতেছে। কিন্তু একদণ্ড আঘাতের বিশ্রাম নাই। যত দিন যাইতেছে ততই মানব হৃদয়ের সেই অমৃত উৎস গভীরতর হইতেছে।

যদি এমনি হয় যে, এক জন সহসা এক আঘাতে তোমার হৃদয়ের কঠিনস্তর বিদীর্ণ করিয়া অমৃত উৎসের অনন্ত মূল অবারিত করিয়া দিয়াছে তবে সেই উৎস কি কেবল খননকারীর নাম-খোদিত সমাধি পাষাণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে? সংসারের শত সহস্র তৃষিত আছে তাহাদিগকে দূরে তাড়াইয়া দিও না; তাহাদিগকে ডাকিয়া তাহাদের তৃষা দূর কর; তোমারই প্রিয়তমের কল্যাণ হইবে। কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া সমস্ত আমেরিকা জুড়িয়া যদি নিজের গোরস্থান রচনা করিতেন সে কি তাঁহার যশের হইত? সভ্যতার বিলাসভূমি স্বাধীন উন্মুক্ত আমেরিকাই তাঁহার স্মরণ চিহ্ন। জীবনই মৃত্যুর প্রকৃত স্মরণ চিহ্ন। পুত্রই পিতার যথার্থ স্মরণ চিহ্ন একমুষ্টি চিতাভস্ম নহে। প্রেমের উন্মুক্ত সদাব্রতই প্রেমিকের স্মরণ চিহ্ন, পাষাণ ভিত্তির মধ্যে নিহিত শোকের কঙ্কাল নহে।

প্রেম জাহ্নবীর ন্যায় প্রবাহিত হইবার জন্য হইয়াছে। তাহার প্রবহমান স্রোতের উপরে শিলমোহরের ছাপ মারিয়া "আমার" বলিয়া কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। সে জন্ম হইতে জন্মান্তরে প্রবাহিত হইবে। তাহার উৎসের মধ্যে গোরের মাটি চাপা দিয়া তাহার প্রবাহ বন্ধ করিবার চেষ্টা কেবল বৃথা কষ্টের কারণ মাত্র।

মৃত্যুকে আমরা যেমন ভয় করি বিস্মৃতিকেও আমরা তেমনি ভয় করি। কিন্তু অনেক সময় সে ভয় অকারণ। বিস্মৃতি মাঝে মাঝে আসিয়া স্মৃতির শৃঙ্খল কাটিয়া দিয়া যায়। আমাদিগকে কিছুক্ষণের মত স্বাধীন করিয়া দেয়। যখন কোন কার্য্য বা ঘটনা হইতে তাহার সমস্ত ফল লাভ করিয়া চুকাইয়া দিয়াছি বা তাহারা নিষ্ফল ভাবে আমাদের কাছে স্তূপ বাঁধিয়া আছে তখন বিস্মৃতি আসিয়া সেই সমস্ত উচ্ছিষ্ট-অবশেষ ও আবর্জ্জনা ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দেয়। শাবক বাহির হইয়া গেলে ডিমের খোলা ফেলিয়া দেয়, মুকুল ঝরিয়া পড়িলে তাহাকে মাটিতে মিশাইয়া দেয়। প্রতি মুহূর্ত্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতি জমিয়া জমিয়া অবশেষে আমাদের বাতাস আটক করিতে চাহে, আমাদের নীলাকাশ রোধ করিতে চাহে, পদে পদে আমাদের যাত্রার ব্যাঘাত করে—বিস্মৃতি আসিয়া এই সকল বেড়া ভাঙ্গিয়া দেয়। বিস্মৃতি আমাদের জীবন গ্রন্থের ছেদ, দাঁড়ি; মাঝে মাঝে আসিয়া উত্তরোত্তর আমাদের জীবন বিকাশের সহায়তা করে। একটি গ্রন্থের মধ্যে সহস্র দাঁড়ি আছে, তবে ত তাহাতে ভাব ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়াছে। একটি জীবনের মধ্যেও শত সহস্র বিস্মৃতি চাই তবেই জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারে। অতএব ব্যাকরণবিরুদ্ধ একটি মাত্র দীর্ঘস্মৃতি লইয়া জীবন শেষ করিলে জীবন শেষই হয় না।

অতএব আমাদিগকে বিস্মৃতির মধ্য দিয়া বৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়া অসীম একের দিকে ক্রমাগত ধাবমান হইতে হইবে, অন্য পথ দেখি না। তাই বলিয়াছিলাম, দ্বার রুদ্ধ রাখিওনা, যে আসে সে আসুক যে যায় সে যাক্ আমি কেবল প্রীতি ও প্রিয়-কার্য্য সাধন করিব।

সোলাপুর }
২৬ আশ্বিন। }

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খবরাখবর।

আমাদের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে যে যুদ্ধ-মেঘ দেখা দিয়াছিল আমাদের দুরদৃষ্ট ক্রমে তাহা আর আকাশে মিশাইয়া গেল না। ব্রহ্মরাজ থীবোর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। লর্ড ডাফেরীন্ যখন আমাদের গবর্ণর জেনেরেল নিযুক্ত হন তখন কার্ণেল অস্‌বোর্ণ একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন; আমরা জগদীশ্বরের নিকট তখন মনে মনে প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে সে ভবিষ্যদ্বাণী যেন কখনো সফল না হয়। কিন্তু আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইল না। লর্ড ডাফেরীণ কার্ণেল অস্‌বোর্ণের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কার্ণেল বলিয়াছিলেন; "লর্ড ডাফেরীণ সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা দিবেন, মহাসমারোহ করিয়া খানা দিবেন, সকলকে আপ্যায়িত করিবেন, কিন্তু তাঁহা হইতে ভারতবর্ষের

কোন মঙ্গল হইবে না।” এই মুহূর্ত্তে লর্ড ডাফেরীণ রাজস্থানে সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন, আর যদিও এখন মহাসমারোহের সহিত খানা না খাওয়াইয়া খানা খাইতেছেন তবু কলিকাতা ও সিম্‌লায় তাঁহার খানার সুখ্যাতির সীমা নাই। আর মিষ্টান্ন ও মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিতে লড্‌ ডাফেরীণের সমান কে আছে? আর ভারতবর্ষের মঙ্গল?—আমাদের দুঃখ এই যে লড্‌ ডাফেরীণ ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধন হইতে বিরত হইয়াই সন্তুষ্ট নহেন—ভারতের মহা অনিষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। লড্‌ রীপণ, স্বায়ত্ত শাসন বীজ রোপণ করিয়া গেলেন; বঙ্গদেশে তাহার প্রাণ নাশ করিবার জন্য সার রিভার্স’ টম্‌সন্‌, কলিকাতা ম্যুনিসিপালিটির উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। কোথা লড্‌ ডাফেরীণ, সার রিভার্সকে শাসন করিবেন, না তিনি তাঁহার পক্ষ হইয়া কলিকাতা ম্যুনিসিপালিটিকে শাসাইলেন। ভারতবর্ষের সৈন্য সংখ্যা এক লক্ষ নব্বই হাজার মাত্র—তাহার খরচ প্রায় বিশ ক্রোড় টাকা। আর জর্ম্মানির সৈন্য সংখ্যা আট ক্রোড়ের বেশী—তাহারও খরচ প্রায় বিশ ক্রোড় টাকা! কোথা লড্‌ ডাফেরীণ, দুঃখী ভারতবাসীর অর্থের এই অসদ্ব্যবহার নিবারণ করিবেন—সৈনিক খরচ কমাইবেন; না তিনি পঁচিশ হাজার সৈন্য আরো বাড়াইতে বলিলেন—বার্ষিক সৈনিক খরচ বিশ ক্রোড়ের জায়গায় বাইশ ক্রোড় করিলেন! আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু সে সব দৃষ্টান্ত দিবার এখানে স্থান নাই। ব্রহ্মরাজ থীবোর সহিত যুদ্ধ, যাহার কথায় একথাগুলি আসিয়া পড়িল, তাহাই কার্ণেল্‌ অস্‌বোর্ণের ভবিষ্যদ্বাণী পূরণের অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লড্‌ সাল্‌স্‌বারি ও লড র‍্যাণ্ডল্‌ফ্‌ চর্চ্চিল, প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম রাজের সহিত এই যে ঝগড়া তাহা সম্পূর্ণ রূপে তাঁহারা লড্‌ ডাফেরীণের হাতে দিয়াছেন—ও দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন—লড্‌ ডাফেরীণ যাহা উচিত মনে করিবেন তাহাই করিবেন। লড্‌ ডাফেরীণ বলিতে পারেন না তিনি ইংলণ্ড হইতে প্রাপ্ত আদেশ দ্বারা বাধ্য হইয়া এই যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই এই সর্ব্বথা নীতিবিগর্হিত ও নিষ্ঠুর যুদ্ধ না করিয়া পারিতেন। যুদ্ধটা যে নিতান্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুর, তাহা গতবারের “বালকে” আমরা দেখাইয়াছি। থীবোর কোনই অপরাধ নাই—অথবা যদি থাকে তবে সিংহের নিকট মেষ যে অপরাধে সর্ব্বদাই অপরাধী সেই অপরাধ মাত্র তার আছে—ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট পরাক্রান্ত, থীবো দুর্ব্বল। এ পৃথিবীতে দুর্ব্বল হওয়াই অপরাধ—দুর্ব্বলকে যে লাথি মারিয়া প্রাণে নষ্ট করে তাহার দোষ কি, দুর্ব্বল না হইলে তো আর সে লাথির চোটে মরিত না। যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। মীনলার দুর্গ ১৮ই নভেম্বর ইংরেজ অধিকার করিয়াছেন। পৌষের বালক বাহির হইবার পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ শুনা যাইবে যে ব্রহ্মরাজ পরাজিত হইয়াছেন আর মাণ্ডেলে ইংরেজ অধিকার করিয়াছেন। থীবো দুর্ব্বল, ব্রহ্মদেশ নানা ফল শস্য প্রসবিনী, ইংরেজ প্রবল—থীবোর কপাল ভাঙ্গিয়াছে, তাহার জন্য কাঁদিয়া

কি হইবে। আর আমাদের নিজের জন্যই কাঁদিয়া আমরা অবসর পাই না। এই যুদ্ধের খরচটাও লর্ড ডাফেরীণ ও তাঁহার বৈলাতিক কর্ত্তারা ভারতবর্ষের উপর চাপাইবেন। কিন্তু সে কাজটা কি ভাল হইবে? কল্‌হুন সাহেব ব্রহ্মদেশ সোনার দেশ, "ব্রহ্মদেশে বাণিজ্য করিতে পাইলে ইংলণ্ডের বাণিজ্য খুব বাড়িবে," এই বলিয়া অনেক দিন অবধি তান ধরিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের কাণে সে তানটি বড় মিষ্ট বাজিয়াছিল। লর্ড র‍্যাণ্ডল্ফ চর্চ্‌হিলও স্পষ্ট বলিয়াছেন ব্রহ্মদেশ ইংরেজের অধিকারে আসিলে ইংলণ্ডের বাণিজ্য খুব বাড়িবে। থীবো বেচারীকে চোক রাঙ্গাইয়া তাহাকে যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ বাধানোর কি উদ্দেশ্য তাহা কল্‌হুন সাহেব আর লর্ড র‍্যাণ্ডল্ফ চর্চ্‌হিল প্রকাশ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বাণিজ্যের জন্য যদি এ যুদ্ধ হইল খরচটা কি ইংলণ্ডের দেওয়া উচিত নয়? তিনটি মাত্র সত্য ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন—একজন মহাত্মা জন্ ব্রাইট, একজন ভারতের প্রিয়তম শাসনকর্ত্তা লর্ড রীপণ, আর এক জন লর্ড রীপণেরই উপযুক্ত সহযোগী লেপ্টেনেণ্ট উদারচেতা সার্ চার্ল্ স এইচিসন্।

বাল্‌গেরিয়াতেও যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। বাল্‌গেরিয়ার যুদ্ধ বুঝিতে হইলে আধুনিক ইয়োরোপীয় ইতিহাসে কতকটা জ্ঞান চাই। সে ইতিহাস লিখিবার স্থান এ নয়। অতি সংক্ষেপে আমরা দু একটি কথা বলিব মাত্র। রুসীয়া, তুরস্ক (ইয়োরোপীয়), অষ্ট্রিয়া, ইহাদিগের আসে পাশে কতকগুলি স্বাধীন বা অর্দ্ধস্বাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে—রোমানিয়া, বাল্‌গেরিয়া, পূর্ব্ব রোমালিয়া, সার্ভিয়া, মণ্টিনিগ্রো, বস্‌নিয়া, হার্জিগভিনা, এবং গ্রীস্। এই রাজ্যগুলি সমস্তই এক সময়ে তুরস্কের অধীন ছিল। বার্লিন্ কঙ্গ্রেসে ইহাদিগের গোটা কতকের একটা বিলি ব্যবস্থা হয়। বস্‌নিয়া ও হার্জিগভিনা এখন অষ্ট্রিয়ার অঙ্গীভূত; রোমানিয়া, সার্ভিয়া, গ্রীস্ ও মণ্টিনিগ্রো স্বাধীন; বাল্‌গেরিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি রাজ্য; পূর্ব্ব রোমালিয়া তুরস্কের নামে এক জন শাসন কর্ত্তা কর্ত্তৃক শাসিত। শাসন কর্ত্তা নিয়োগ করেন ইয়োরোপের বড় বড় রাজারা (Great Powers)। বাল্‌গেরিয়া আর পূর্ব্ব রোমালিয়া একই দেশ—একই জাতীয় লোক তাহাতে বাস করে। বার্লিন কঙ্গ্রেস্ জোর করিয়া রোমালিয়াকে বাল্‌গেরিয়া হইতে বিভক্ত করেন—প্রিন্স আলেগ্‌জাণ্ডার, তুরস্কের নামে মাত্র অধীন হইয়া বাল্‌গেরিয়ার সিংহাসনে বসেন। এই যে রোমালিয়াকে বাল্‌গেরিয়া হইতে বিভক্ত করা হইল, ইহাতেই এই বর্ত্তমান যুদ্ধের বীজ বপন করা হইল। রোমালিয়া তুরস্কের অধীন থাকিতে চাহে না—রোমালিয়া চায় বাল্‌গেরিয়ার সহিত মিলিয়া সুখে প্রিন্স্ আলেক্‌জাণ্ডারের শাসনে থাকে। তাই তাহারা আশ্বিন মাসের প্রথম ভাগে তুরস্কের নামে তাহাদিগকে যে শাসন করিত তাহাকে বন্দী করিয়া প্রিন্স আলেক্‌জাণ্ডারকে রাজা ঘোষণা করে। প্রিন্স আলেক্‌জাণ্ডার তাহাদিগকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করিয়া রোমালিয়া বাল্‌গেরিয়ার সহিত মিলন

হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। তুরস্ক ইয়োরোপের মহাপ্রভু বা মহাশক্তিগণের (Great Powers—জর্ম্মানি, ফ্রান্স, রুশীয়া, অষ্ট্রিয়া, ইংলণ্ড) অভিমত জানিতে চাহেন। মহাশক্তিগণের এক প্রতিনিধি সভা এ কূট প্রশ্ন মীমাংসা করিতে বসিয়াছেন—তাঁহাদিগের মত যে বার্লিন্ সন্ধিপত্র অক্ষুণ্ণ রহিবে—অর্থাৎ রোমালিয়া বাল্গেরিয়ার সহিত মিলিত হইতে পাইবে না। এদিগে তো সার্ভিয়ার সহিত বাল্গেরিয়ার যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছে। সার্ভিয়ার রাজা মিলান্ মহাশক্তিগণের প্রতিনিধি সভাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া বাল্গেরিয়ার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। বাল্গেরিয়া তিনি সসৈন্য আক্রমণ করিয়াছেন। বাল্গেরিয়ার রাজধানী সফিয়া নগরের অদূরে একটা যুদ্ধ হয়, তাহাতে বালগেরিয়ান্গণ পরাজিত হয়। তাহার পর কৌলা ও উইডিন্ নামে দুটা জায়গার মধ্যে আর একটা যুদ্ধ হয়, তাহাতেও সার্ভিয়াই জয় লাভ করে। কিন্তু এই যুদ্ধের পর দিবস সল্ভিনিট্সা নামক স্থানে আর একটা যুদ্ধ হয়, তাহাতে বাল্গেরিয়া সার্ভিয়াকে পরাজিত করিয়াছে—এই যুদ্ধে সার্ভিয়ার তিন হাজার সৈন্য প্রাণ হারাইয়াছে। প্রিন্স আলেক্জাণ্ডার স্বয়ং এ যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন—পোনর হাজার সৈন্য লইয়া পঁচিশ হাজার সার্ভিয়ানকে পরাজিত করিয়াছেন। কিন্তু এ পরাজয়েও সার্ভিয়া হীনোৎসাহ বা ভগ্নোদ্যম হয় নাই। প্রিন্স্ আলেক্জাণ্ডারকে সসৈন্যে স্বীয় রাজধানী সফিয়ায় ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। উইডিন্ ও রাডোমির সার্ভিয়া দখল করিয়াছে। এ যুদ্ধের পরিণাম কি হইবে বলা অসম্ভব। রোমালিয়া বাল্গেরিয়ার সহিত মিলিত হইতে চাহিতেছে—রোমালিয়া তুরস্কের অত্যাচারে থাকিতে চায় না—বালগেরিয়ার সহিত মিলিত হইয়া বালগেরিয়ার মত স্বাধীন হইতে চায়। সার্ভিয়া যে কেন ইহাতে বালগেরিয়ার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ভাল করিয়া বুঝা যায় না। রাজা মিলান অষ্ট্রিয়া বা অন্য কোন মহাশক্তির উত্তেজনায় এ যুদ্ধ করিতেছেন, এরূপ মনে হয়। মোট কথা তিনি এ যুদ্ধ আরম্ভ না করিলে রোমালিয়াবাসিগণের স্বাধীনতার বাঞ্ছা এতদিনে বিন্দুমাত্র রক্তপাত বিনা পূর্ণ হইত। এখন সে বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে কি না কে বলিতে পারে!

লর্ড ডাফেরীণ সত্য সত্যই আমাদিগের মনে দ্বিতীয় লর্ড লীটনের ভয় উদ্রেক করিতেছেন। ভূপালের বেগমের নাম "বালকের" অনতি বৃদ্ধ বালক পাঠকেরাও শুনিয়াছেন। ভূপাল রাজ্য অতি সুশাসিত ও ভূপালের রাজগণ অতি রাজভক্ত, এই চিরকাল আমরা শুনিয়াছি—এই চিরকাল গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন। সহসা ভূপালের উপর গবর্ণমেণ্ট কেন অপ্রসন্ন হইলেন বুঝিতে পারি না। ভূপাল রাজ্যের শাসন ভার ভূপালের বেগম সাহেবের স্বামী নবাব সাদিক হোসেন সাহেবের হাতে। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজকার্য্য হইতে অপসৃত করাইয়াছেন আর তাঁহার নবাব উপাধি কাড়িয়া লইয়াছেন। অপরাধ তো এমন কিছু দেখিতে পাই না। শুনা যায় নবাব সাদিক্ হোসেন জনকতক সেকেলে রাজকর্ম্মচারীকে উঠাইয়া তাহাদিগের স্থানে নূতন লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নবাব

সাহেবের হাতে যখন সমস্ত রাজকার্য্যের ভার, তখন রাজভৃত্য নিয়োগ ক্ষমতাও তাঁহার ছিলই। আর ছিল বা না ছিল, বেগম সাহেব সে ক্ষমতা কথনো ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে দেন নাই। নবাব সাহেবের নামে দ্বিতীয় অপরাধ এই যে তিনি প্রজাদিগের কর দ্বিগুণ বাড়াইয়াছেন। যদি একথা সত্য হয়, তবু ইহা কি এমনই একটা মহা অপরাধ? সে দিন যে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রমাণ হইল যে মেদিনীপুরের খাস মহলে গবর্ণমেণ্ট আপন প্রজাদিগের কর চতুর্গুণ বাড়াইয়াছেন। লর্ড রীপনের সময়েও দেখা যাইতেছে, ভূপালের পোলিটিকাল এজেণ্ট নবাব সাদিক হোসেনের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ন্যায়বান উদারচেতা রীপণ কাহারো কথায় কাহারো অনিষ্ট করিবার লোক নহেন—তাই নবাব সাদিক সেবার বাঁচিয়া যান। কিন্তু এবার পোলিটিকাল এজেণ্ট সহেবের চেষ্টা সফল হইল। প্রকাশ্য দরবারে যাহাতে বেগম সাহেব স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন গবর্ণমেণ্ট নবাব সাদিক হোসেনের নবাব উপাধি কাড়িয়া লইয়াছেন ও রাজকার্য্য হইতে তাঁহাকে বরখাস্ত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন বেগম সাহেবের অনুমোদনে এ সব হইয়াছে—হবে না কেন?—বেগম বেচারী কোন্ সাহসে অনুমোদন না করিবে? গবর্ণ-মেণ্ট কি মনে করেন স্বামীর অপমানে বেগম সাহেব সন্তুষ্ট হইয়াছেন? ভারতবর্ষের রাজা বা রাণী হওয়া অপেক্ষা কুলী হইয়া জন্মান ভাল। কুলীর যে টুকু স্বাধীনতা আছে ভারতীয় রাজাগণের সেটুকু স্বাধীনতাও নাই।

ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে যাঁহারা বিলাত গিয়াছেন তাঁহারা আশাতীত কৃতকার্য্য হই-তেছেন। তাহার মানে এমন কিছু নয় যে আমাদের দুঃখ ঘুচিল—ইংলণ্ড সিভিল, ও মিলিটারি বিভাগের দ্বার ভারতবর্ষীয়দিগের জন্য মুক্ত করিলেন, সৈনিক বিভাগে যে মহা অপব্যয় তাহা নিবারণ করিলেন, আইন কানুনে দেশীয় ও বৈলাতিকে যে পার্থক্য তাহা দূর করিলেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তাহার কিছুই নয়। একথার মানে এই মাত্র যে ইংলণ্ডী-য়েরা আমাদের প্রতিনিধিগণকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, আর মনোযোগের সহিত তাঁহা-দের কথা শুনিতেছেন। নর্থ প্যাডিংটনে একটা খুব বড় সভা হইয়াছিল—ভারতবন্ধু ডিগ্‌বি সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাঙ্গলার প্রতিনিধি বাবু মনোমোহন ঘোষ, বোম্বা-য়ের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত চন্দ্রবরকার, মান্দ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রামস্বামী মুদালীয়ার সে সভায় বক্তৃতা করেন। তাঁহাদিগের বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য মানিয়াছিলেন। বোম্বায়ের প্রতিনিধির বক্তৃতা নাকি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। সে সভাতে ডিগ্‌বি ও সিমূর সাহেব যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাও খুব চমৎকার হইয়াছিল। কিন্তু মাঞ্চে-ষ্টারের মিষ্টার রাস্‌ডেন্ বলিয়া একজন লোক যে দু চারটি কথা বলিয়াছিলেন তাহার মত সারগর্ভ কথা কেহ বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "তোমরা ভারতবর্ষে একটি Reform League (সংস্কার সভা) স্থাপন কর—প্রতি নগরে তাহার এক একটা শাখা সভা স্থাপন কর—তাহার পর ভারতবর্ষের উপর যে যে অত্যাচার হয় সমস্ত দেশ এক

হইয়া তাহার বিরুদ্ধে চীৎকার কর। সমগ্র দেশ এক হইতে পারিলে দেখিবে বেশী দিন অত্যাচার সহিতে হইবে না। পার্ণেল সাহেব আয়লণ্ডে যাহা করিতেছেন—মাঞ্চেষ্টর ও লণ্ডনের Reform League যাহা করিয়াছে, তোমরাও তাহা কর।" মুসলমান বন্ধু ব্লাণ্ট সাহেবের উদ্যোগে আর একটা সভা হয়—তাহাতে মান্দ্রাজ ও বোম্বায়ের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তাহাতেও সকলেই ভারতবর্ষের দুঃখ কাহিনী হৃদয়ের সহিত শুনিয়াছিল। প্রতিনিধিরা ষ্টেট সেক্রেটরির সহিত দেখা করিয়াছিলেন—তিনি অনেক আশা ভরসা দিয়াছেন—কিন্তু আমাদের লর্ড র‍্যাণ্ডল্ফ চর্চ্চহিল সাহেবের কথায় সহজে বিশ্বাস হয় না। আর ব্লাণ্ট সাহেবের সভায় উপস্থিত হইয়া মান্দ্রাজ ও বোম্বায়ের প্রতিনিধিরা সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন কি না আমাদের অতি গভীর সন্দেহ। ব্লাণ্ট সাহেব ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী হইলেও কন্সার্ভেটিভ দলভুক্ত। আমাদিগের প্রতিনিধি-দিগকে লিবারেল ও র‍্যাডিকেল্ সম্প্রদায়ই আদরে গ্রহণ করিয়াছেন—কন্সারভেটিভ্রা তাঁহাদিগকে সংবাদ পত্রে গালি দিতেও নিন্দা করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। এখন প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সময়। লিবারেল্ও র‍্যাডিকেল্রা যদি দেখেন ভারতবর্ষীয়-দের সাহায্যে একজন কন্সার্ভেটিভ্ ও পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করে তাঁহারা ভারত প্রতিনিধিদিগকে সাহায্য দিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন। আমাদের পার্ণেল সাহে-বের পদানুসরণ করা উচিত—অর্থাৎ যে পক্ষ ভারতের মঙ্গল করিতে প্রতিশ্রুত হন তাহারই পক্ষ আমাদের অবলম্বন করা উচিত। এখন যখন লিবারেল র‍্যাডিকেলরাই ভারতবর্ষের মঙ্গলে প্রতিশ্রুত হইতে ইচ্ছুক দেখা যাইতেছে, তখন আমাদের তাঁহাদেরই পক্ষ সমর্থন করা কর্ত্তব্য। কন্সার্ভেটিভ্ দলে দুই একটি ভিন্ন ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী নাই। যাউক্। তার পর সার্ চার্লস্ ডিল্কও ভারত প্রতিনিধিদিগকে আহ্বান করিয়াছেন ও ভারতবর্ষের দুঃখের কাহিনী শোনাইবার জন্য একটা প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করিবেন বলিয়াছেন। গ্লাড্ষ্টোন সাহেবও প্রতিনিধিদিগকে তাঁহার সহিত দেখা করিবার অনুমতি দিয়াছেন। আসল কথা ইংলণ্ডের জনসাধারণ আমাদের দুঃখের কথা শুনিতে প্রস্তুত ও সে দুঃখ দূর করিতে ইচ্ছুক। আমরা যদি এক হইয়া, অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়া, আমাদের জন কতক প্রতিনিধি বরাবর বিলাতে রাখিতে পারি, আর সেখানে ভারতবর্ষের দুঃখের কথা লিখিবার জন্য অন্ততঃ একখানা সংবাদপত্র স্থাপন করিতে পারি, তবে এদেশের শাসন ক্রমে ন্যায়ানুগত হইয়া আসিবেই।

এইমাত্র খবর আসিল বাবু লালমোহন ঘোষ পার্লেমেণ্ট প্রবেশ করিতে পারি-লেন না। ইহার অর্থ এই যে ডেট্ফোর্ডের কন্সার্ভেটিভ্ ক্যাণ্ডিডেট্ জয়ী হইয়াছেন। এ সংবাদ আমাদিগের পক্ষে অতি দুঃখজনক; কিন্তু ইহাতে লালমোহন বাবুর কোন লজ্জার কারণ নাই। সর্ব্বত্রই কন্সারভেটিভ্দের জয় হইতেছে—দুচার দিনের মধ্যেই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন শেষ হইবে, এই লেখাটা প্রকাশ পাইবার আগেই ফল জানা যাইবে।

আমাদের গভর্ণর জেনেরেলের সহধর্ম্মিনী লেডী ডাফেরীণ লেডী ডাফেরীন্‌স্ ফণ্ড নামে একটি ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন। এ খবর সকলেই জানেন। ইহার উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগকে ডাক্তারি ও ধাত্রীবিদ্যা শিখান, ইহাও সকলেই জানেন। ইহার জন্যে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, কলিকাতা, লাহোর, প্রভৃতি বড় বড় শহরে অসংখ্য চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে। লেডী ডাফেরীণের উদ্দেশ্য ভাল। তাঁহার নামে টাকারও অভাব হইবে না। তবে এতগুলি টাকা একত্র হইতেছে, বিশেষ বিবেচনা করিয়া যেন খরচ হয়, নতুবা গরিব ভারতবাসীর আরো কতকগুলি টাকা বৃথা নষ্ট হইবে।

দেহরাধুনের সাব্ জাজ লেড্‌মান্ সাহেবের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। তিনি আদালতে ভদ্র লোকদিগকে "বদমায়েস্," "হারামজাদা," "শুয়ার" বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন। এ কথা কাপ্তান হিয়ারসে গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়া জানান ও সংবাদ পত্রে প্রকাশ করেন। গবর্ণমেণ্ট কোথা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া লেড্‌মানকে শাস্তি দিবেন, না তাঁহাকে কাপ্তান্ হিয়ারসের নামে দুর্ণাম রটাইবার অভিযোগে আদালতে নালিশ করিতে বলেন। লেড্‌মান নালিশ করেন। কিন্তু এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারে কাপ্তান হিয়ারসে নিরপরাধী সাব্যস্ত হন—কেননা ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে লেডমান সাহেব ভদ্র ভদ্র ব্যক্তিদিগকে পর্য্যন্ত "হারামজাদা" প্রভৃতি মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেন। এক কথায় লেড্‌মান সাহেবের অপরাধ স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। তিনি ছুটি লইয়া তখনি বিলাত যান। এখন ফিরিয়া আসিয়াছেন। সকলেই মনে করিয়াছিল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বরথাস্ত করিবেন, অথবা অন্য কোন শাস্তি দিবেন। কিন্তু মনে করিলে কি হয়? লেড্‌মান সাহেব ইংরেজ তাহাতে সিভিলিয়ান্, তাহাতে এ রীপণের গবর্ণমেণ্ট নয়। তিনি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন—তাঁহার কোন্ শাস্তিই হইল না। হইবেই বা কেন? তিনি তো আর ইয়োরোপীয়দিগকে হারামজাদা বলেন নাই—দেশীয় ভদ্রলোকদিগকে বলিয়াছেন মাত্র!

শোভাবাজারের মহারাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একজন ধার্ম্মিক ও দেশহিতৈষী লোক হারাইলেন।

শ্রীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীচরণেষু।

দাদা মহাশয়, এবার কিছুদিন ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। এই সুদূরবিস্তৃত মাঠে এই অশোকের ছায়ায় বসিয়া আমাদের সেই কলিকাতা সহরকে একটা মস্ত ইঁটের খাঁচা বলিয়া মনে হইতেছে। শত সহস্র মানুষকে এক্‌টা বড় খাঁচায় পুরিয়া কে যেন হাটে বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। স্বভাবের গীত ভুলিয়া সকলেই কিচিকিচি ও

খোঁচাখুঁচি করিয়া মরিতেছে। আমি সেই খাঁচা ছাড়িয়া উড়িয়াছি, আমি হাটে বিকাইতে চাহি না।

গাছপালা নহিলে আমিত বাঁচি না—আমি বোল আনা Vegetarian। আমি কায়মনে উদ্ভিদ্ সেবন করিয়া থাকি। ইঁট কাঠ চূণ সুরকি মৃত্যু-ভারের মত আমার উপর চাপিয়া থাকে। হৃদয় পলে পলে মরিতে থাকে। বড় বড় ইমারৎগুলো তাহাদের শক্ত শক্ত কড়ি বরগা মেলিয়া হাঁ করিয়া আমাকে গিলিয়া ফেলে। প্রকাণ্ড কলিকাতাটার কঠিন জঠরের মধ্যে আমি যেন একেবারে হজম হইয়া যাই। আমি যেন আপনার গায়ে হাত বুলাইয়া আপনাকে খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু এখানে এই গাছপালার মধ্যে প্রাণের হিল্লোল। হৃদয়ের মধ্যে যেখানে জীবনের সরোবর আছে, প্রকৃতির চারিদিক হইতে সেখানে জীবনের স্রোত আসিয়া মিশিতে থাকে। চারিদিক হইতে প্রকৃতির জীবন্ত হস্তের স্পর্শ অনুভব করিতে থাকি।

বঙ্গদেশ এখান হইতে কত শত ক্রোশ দূরে! কিন্তু এখান হইতে বঙ্গভূমির এক নূতন মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি। যখন বঙ্গদেশের ভিতরে বাস করিতাম, তখন বঙ্গদেশের জন্য বড় আশা হইত না। তখন মনে হইত বঙ্গদেশ গোঁফে তেল গাছে কাঁঠালের দেশ। যত-বড়-না-মুখ ততবড় কথার দেশ। পেটে পিলে কানে কলম ও মাথায় শাম্লার দেশ। মনে হইত এখানে বিচি গুলাই দেখিতে দেখিতে তেরো হাত হইয়া কাঁকুড়কে অতিক্রম করিয়া উঠে। এখানে পাড়াগেঁয়ে ছেলেরা হাত পা নাড়িয়া কেবল একটা প্রহসন অভিনয় করিতেছে, এবং মনে করিতেছে দর্শকেরা শুদ্ধ কেবল আড়ি করিয়া হাসিতেছে, হাসির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু আজি এই সহস্র ক্রোশ ব্যবধান হইতে বঙ্গভূমির মুখের চতুর্দ্দিকে এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্মণ্ডল দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গদেশ আজ মা হইয়া বসিয়াছেন—তাঁহার কোলে বঙ্গবাসী নামে এক সুন্দর শিশু—তিনি হিমালয়ের পদপ্রান্তে সাগরের উপকূলে তাঁহার শ্যামল কানন তাঁহার পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহার গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের তীরে এই শিশুটি কোলে করিয়া লালন করিতেছেন। এই সন্তানের মুখের দিকে মাতা অবনত হইয়া চাহিয়া আছেন, ইহাকে দেখিয়া তাঁহার মুখে আশা ও আনন্দের আভা দীপ্তি পাইয়া উঠিয়াছে। সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিয়া আমি মায়ের মুখের সেই আশার আলোক দেখিতে পাইতেছি। আমি আশ্বাস পাইতেছি এ সন্তান মরিবে না। বঙ্গভূমি এই সন্তানটিকে মানুষ করিয়া ইহাকে একদিন পৃথিবীর কাজে উৎসর্গ করিতে পারিবেন। বঙ্গভূমির কোল হইতে আজ মাঝে মাঝে শিশুর হাসি শিশুর ক্রন্দন শুনিতেছি—বঙ্গভূমির সহস্র নিকুঞ্জ এতদিন নিস্তব্ধ ছিল, বঙ্গভবনে শিশুর কণ্ঠধ্বনি এতদিন শুনা যায় নাই, এতদিন এই ভাগীরথীর উভয় তীর কেবল শ্মশান বলিয়া মনে হইত। আজ বঙ্গভূমির আনন্দ উৎসব ভারতবর্ষের চারিদিক হইতে শুনা যাইতেছে। আজ ভারতবর্ষের পূর্ব্ব প্রান্তে যে নর জাতির জন্ম সঙ্গীত গান হই-

তেছে, ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্ত পশ্চিম ঘাটগিরির সীমান্ত দেশে বসিয়া আমি তাহা শুনিতে পাইতেছি। বঙ্গদেশের মধ্যে থাকিয়া যাহা কেবল মাত্র অর্থহীন কোলাহল মনে হইত এখানে তাহার এক বৃহৎ অর্থ দেখিতে পাইতেছি। এই দূর হইতে বঙ্গদেশের কেবল বর্ত্তমান নহে ভবিষ্যত, প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলিমাত্র নহে সুদূর সম্ভাবনা গুলি পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি। তাই আমার হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আশার সঞ্চার হইতেছে।

মনের আবেগে কথাগুলো কিছু বড় হইয়া পড়িল। তোমার আবার বড় কথা সয় না। ছোট কথা সম্বন্ধে তোমার কিঞ্চিৎ গোঁড়ামি আছে—সেটা ভাল নয়। যাইহোক্ তোমাকে বক্তৃতা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আসল কথা কি জান? এতদিন বঙ্গদেশ সহরতলিতে পড়িয়াছিল, এখন আমাদিগকে সহরভুক্ত করিবার প্রস্তাব আসিয়াছে। ইহা আমি গোপনে সংবাদ পাইয়াছি। এখন আমরা মানব সমাজ নামক বৃহৎ ম্যুনিসিপ্যালিটির জন্য ট্যাক্স দিবার অধিকারী হইয়াছি। আমরা পৃথিবীর রাজধানীভুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছি। আমরা রাজধানীকে কর দিব এবং রাজধানীর কর আদায় করিব।

মানুষের জন্য কাজ না করিলে মানুষের মধ্যে গণ্য হওয়া যায় না। একদেশবাসীর মধ্যে যেখানে প্রত্যেকেই সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ, সকলের দায় সকলেই নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করে সেখানেই প্রকৃতরূপে জাতির সৃষ্টি হইয়াছে বলিতে হইবে। আর যাঁহারা স্বজাতিকে অতিক্রম করিয়া মানবসাধারণের জন্য কাজ করেন তাঁহারা মানব জাতির মধ্যে গণ্য। আমরা স্বজাতি ও মানব জাতির জন্য কাজ করিতে পারিব বলিয়া কি আশ্বাস জন্মিতেছে না? আমাদের মধ্যে এক বৃহৎ ভাবের বন্যা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, আমাদের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতেছে, আমাদিগকে সর্ব্বসাধারণের সহিত একাকার করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেকে বিলাপ করিতেছে, "সমস্ত 'একাকার' হইয়া গেল" কিন্তু আমার মনে আজ এই বলিয়া আনন্দ হইতেছে যে, আজ সমস্ত 'একাকার' হইবারই উপক্রম হইয়াছে বটে। আমরা যখন বাঙ্গালী হইব তখন একবার 'একাকার' হইবে, আর বাঙ্গালী যখন মানুষ হইবে তখন আরও 'একাকার' হইবে। বিপুল মানবশক্তি বাঙ্গলা সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে ইহা আমি দূর হইতে দেখিতে পাইতেছি। ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে কে পারে? এ আমাদের সঙ্কীর্ণতা আমাদের আলস্য ঘুচাইয়া তবে ছাড়িবে। আমাদের মধ্যে বৃহৎ প্রাণ সঞ্চার করিয়া সেই প্রাণ পৃথিবীর সহিত যোগ করিয়া দিবে। আমাদিগকে তাহার দূত করিয়া পৃথিবীতে নূতন নূতন সংবাদ প্রেরণ করিবে। আমাদের দ্বারা তাহার কাজ করাইয়া লইয়া তবে নিস্তার! আমার মনে নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, বাঙ্গালীদের একটা কাজ আছেই। আমরা নিতান্ত পৃথিবীর অন্নধ্বংশ করিতে আসি নাই। আমাদের লজ্জা একদিন দূর হইবে। ইহা আমরা হৃদয়ের ভিতর হইতে অনুভব করিতেছি।

আমাদের আশ্বাসের কারণও আছে। আমাদের বাঙ্গালীর মধ্য হইতেই ত চৈতন্য

জন্মিয়াছিলেন। তিনি ত বিঘাকাঠার মধ্যেই বাস করিতেন না, তিনি ত সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানব প্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ম্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন ত বাঙ্গলা পৃথিবীর এক প্রান্তভাগে ছিল, তখন ত সাম্য ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি কথাগুলোর সৃষ্টি হয় নাই; সকলেই আপনাপন আহ্নিক তর্পণ ও চণ্ডীমণ্ডপটি লইয়া ছিল—তখন এমন কথা কি করিয়া বাহির হইল—

"মার খেয়েছি না হয় আরো খাব,
তাই বলে কি প্রেম দিব না? আয়!"

একথা ব্যাপ্ত হইল কি করিয়া? সকলের মুখ দিয়া বাহির হইল কি করিয়া? আপনাপন বাঁশবাগানের পার্শ্বস্থ ভদ্রাসন বাটির মনসাসিজের বেড়া ডিঙ্গাইয়া পৃথিবীর মাঝখানে আসিতে কে আহ্বান করিল, এবং সে আহ্বানে সকলে সাড়া দিল কি করিয়া? এক দিন ত বাঙ্গলা দেশে ইহাও সম্ভব হইয়া ছিল? একজন বাঙ্গালী আসিয়া একদিন বাঙ্গলা দেশকে ত পথে বাহির করিয়াছিল? একজন বাঙ্গালীত একদিন সমস্ত পৃথিবীকে পাগল করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং বাঙ্গালীরা সেই ষড়যন্ত্রে ত যোগ দিয়াছিল! বাঙ্গলার সে এক গৌরবের দিন। তখন বাঙ্গলা স্বাধীনই থাকুক আর অধীনই থাকুক, মুসলমান নবাবের হাতেই থাকুক আর স্বদেশীয় রাজার হাতেই থাকুক, তাহার পক্ষে সে একই কথা। সে আপন তেজে আপনি তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।

আসল কথা বাঙ্গলায় সেই এক দিন সমস্ত একাকার হইবার যো হইয়াছিল। তাই কতকগুলো লোক খেপিয়া চৈতন্যকে কলসীর কানা ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। কলসীর কানা ভাসিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে এমনি একাকার হইল যে, জাতি রহিল না, কুল রহিল না, হিন্দু মুসলমানেও প্রভেদ রহিল না। তখন ত আর্য্যকুলতিলকেরা জাতিভেদ লইয়া তর্ক তুলে নাই। আমিত বলি তর্ক করিলেই তর্ক উঠে। বৃহৎ ভাব যখন অগ্রসর হইতে থাকে তখন তর্ক বিতর্ক খুঁটিনাটি সমস্তই অচিরাৎ আপনাপন গর্ত্তের মধ্যে সুড় সুড় করিয়া প্রবেশ করে। কারণ মরার বাড়া আর গাল নাই। বৃহৎভাব আসিয়া বলে, সুবিধা অসুবিধার কথা হইতেছে না আমার জন্য সকলকে মরিতে হইবে। লোকেও তাহার আদেশ শুনিয়া মরিতে বসে। মরিবার সময় খুঁটিনাটি লইয়া তর্ক করে কে বল!

চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাঙ্গলা দেশের গানের সুর পর্য্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এক-কণ্ঠ-বিহারী বৈঠকী সুর গুলো কোথায় ভাসিয়া গেল? তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গ হিল্লোল সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগ রাগিণী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, একজনকে ছাড়িয়া সহস্র জনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্ত্তন বলিয়া এক নতুন কীর্ত্তন উঠিল। যেমন ভাব তেমনি তাহার কণ্ঠস্বর—অশ্রুজলে ভাসাইয়া

সমস্ত একাকার করিবার জন্য ক্রন্দন ধ্বনি! বিজন কক্ষে বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া একটি মাত্র বিরহিণীর বৈঠকি কান্না নয়, প্রেমে আকুল হইয়া নীলাকাশের তলে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিশ্বজগতের ক্রন্দন ধ্বনি।

তাই আশা হইতেছে, আরেক দিন হয়ত আমরা একই মত্ততায় পাগল হইয়া সহসা একজাতি হইয়া উঠিতে পারিব। বৈঠকখানার আস্‌বাব ছাড়িয়া সকলে মিলিয়া রাজ-পথে বাহির হইতে পারিব। বৈঠকী ধ্রুপদ খেয়াল ছাড়িয়া রাজপথী কীর্ত্তন গাহিতে পারিব। মনে হইতেছে এখনি বঙ্গদেশের প্রাণের মধ্যে একটি বৃহৎ কথা প্রবেশ করিয়াছে, একটি আশ্বাসের গান ধ্বনিত হইতেছে, তাই সমস্ত দেশটা মাঝে মাঝে টল্‌মল্ করিয়া উঠিতেছে। এ যখন জাগিয়া উঠিবে তখন আজিকার দিনের এই সকল সংবাদ পত্রের মেকি-সংগ্রাম, শত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তর্কবিতর্ক ঝগড়াঝাঁটি সমস্ত চুলায় যাইবে, আজিকার দিনের বড় বড় ছোটলোকদিগের নখে-আঁকা গণ্ডীগুলি কোথায় মিলাইয়া যাইবে! সেই আরেক দিন বাঙ্গলা একাকার হইবে।

প্রকৃত স্বাধীনতা ভাবের স্বাধীনতা। বৃহৎ ভাবের দাস হইলেই আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত সুখ ও গৌরব অনুভব করিতে পারি। তখন কেই বা রাজা কেই বা মন্ত্রী! তখন একটা উঁচু সিংহাসনমাত্র গড়িয়া আমাদের চেয়ে কেহ উঁচু হইতে পারে না। সেই গৌরব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলেই আমাদের সহস্র বৎসরের অপমান দূর হইয়া যাইবে, আমরা সকল বিষয়ে স্বাধীন হইবার যোগ্য হইব।

আমাদের সাহিত্য যদি পৃথিবীর সাহিত্য হয়, আমাদের কথা যদি পৃথিবীর কাজে লাগে, এবং সে সূত্রেও যদি বাঙ্গলার অধিবাসীরা পৃথিবীর অধিবাসী হইতে পারে—তাহা হইলেও আমাদের মধ্যে গৌরব জন্মিবে—হীনতা ধূলার মত আমরা গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিব।

কেবলমাত্র বন্দুক ছুঁড়িতে পারিলেই যে আমরা বড় লোক হইব তাহা নহে, পৃথিবীর কাজ করিতে পারিলে তবে আমরা বড় লোক হইব। আমার ত আশা হইতেছে আমা-দের মধ্যে এমন সকল বড় লোক জন্মিবেন যাঁহারা বঙ্গদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রের সামিল করিবেন ও এইরূপে পৃথিবীর সীমানা বাড়াইয়া দিবেন।

তুমি না কি বড় চিঠি পড় না তাই ভয় হইতেছে পাছে এই চিঠি ফেরৎ দিয়া ইহার সংক্ষেপ মর্ম্ম লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ কর। কিন্তু তুমি পড় আর নাই পড় আমি লিখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। এ যেন আমিই আমাকে চিঠি লিখিলাম, এবং পড়িয়া সম্পূর্ণ পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম।

সেবক

শ্রীনবীনকিশোর শর্ম্মণঃ।

হেঁয়ালি নাট্য।

রেলগাড়িতে দুঃখীরাম ও বৈদ্যনাথ বাবু।

বৈদ্যনাথ।—(মাথায় হাত দিয়া) উ—উ—উঃ!

দুঃখীরাম। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) হা—হাঃ। (কাতর ভাবে বৈদ্যনাথের প্রতি নিরীক্ষণ)।

বৈদ্যনাথ। (দুঃখীরামের মনোযোগ দেখিয়া) দেখ্‌চেন্ ত মশায় ব্যামোর কষ্টটাত দেখ্‌চেন!

দুঃখীরাম।—না, আমি তা দেখ্‌চিনে। আপনাকে দেখে আমার পুনর্ব্বার ভ্রাতৃশোক উপস্থিত হচ্চে। হা হাঃ। (নিশ্বাস)।

বৈদ্যনাথ। সে কি কথা!

দুঃখীরাম। হাঁ মশায়। মরবার সময় তার ঠিক আপনার মত চেহারা হয়ে এসেছিল—

বৈদ্যনাথ। (শশব্যস্ত হইয়া) বলেন কি?

দুঃখীরাম। যথার্থ কথা। ঐ রকম তার চোখ বসে গিয়েছিল, গালের মাংস ঝুলে পড়েছিল, হাত পা সরু হয়ে গিয়েছিল, ঠোঁট শাদা, মুখের চাম্‌ড়া হল্‌দে—

বৈদ্যনাথ। (আকুল ভাবে) বলেন কি মশায়? আমার কি তবে এমন দশা হয়েচে? এ কথা আমাকে ত কেউ বলেনি—

দুঃখীরাম। কেনই বা বল্‌বে! এ সংসারে প্রকৃত বন্ধু কেই বা আছে! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)।

বৈদ্যনাথ। ডাক্তার ত আমাকে বারবার বলেচে আমার কোন ভাবনার কারণ নেই!

দুঃখীরাম। ডাক্তার? ডাক্তারের কথা আপনি এক তিল বিশ্বাস করেন? ডাক্তারকে বিশ্বাস করেই কি আমরা অকূল পাথারে পড়িনি? যখন আসন্ন বিপদ সেই সময়েই তারা বেশী করে আশ্বাস দেয়, অবশেষে যখন রোগীর হাতে পায়ে খিল ধ'রে আসে, তার চোখ উলটে যায়, তার গা হাত পা হিম হয়ে আসে, তার—

বৈদ্যনাথ। (দুঃখীরামের হাত ধরিয়া) ক্ষমা করুন মশায় আর আর বল্‌বেন না মশায়। আমার গা হাত পা হিম হয়েই এসেচে। আপনার বর্ণনা সদ্য সদ্যই খেটে যাবে। (বুকে হাত দিয়া) উ উ উঃ!

দুঃখীরাম। দেখেচেন মশায়। আমি ত বলেইছি—ডাক্তারের আশ্বাস বাক্যে কিছুমাত্র বিশ্বাস করবেন না। আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—আপনি কি রাত্রে চিৎ হ'য়ে শোন?

বৈদ্যনাথ। হাঁ। চিৎহয়ে না শুলে আমার ঘুম হয় না।

দুঃখীরাম। (নিশ্বাস ফেলিয়া) আমার ভায়েরও ঠিক ঐ দশা হয়েছিল! সে একেবারেই পাশ ফিরতে পারত না।

বৈদ্য। আমি ত ইচ্ছা করলেই পাশ ফিরতে পারি।

দুঃখীরাম। এখন পারচেন। কিন্তু ক্রমে আর পারবেন না।

বৈদ্য। সত্যি না কি!

দুঃখী। ক্রমে আপনার বাঁদিকের পাঁজরায় একরকম বেদনা ধরবে, ক্রমে পায়ের আঙুল গুলো একেবারে আড়ষ্ট হয়ে যাবে, গাঁঠ ফুলে উঠবে, ক্রমে—

বৈদ্যনাথ। (গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া) দোহাই আপনার, আর বল্‌বেন না। আমার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করচে!

দুঃখীরাম। আপনার এই বেলা সাবধান হওয়া উচিৎ।

বৈদ্যনাথ। উচিৎ তা যেন বুঝলুম কিন্তু কি করব বলুন?

দুঃখীরাম। আপনি কি অ্যালোপাথী মতে চিকিৎসা করাচ্চেন?

বৈদ্য। হাঁ।

দুঃখী। কি সর্ব্বনাশ! অ্যালোপাথরা ত বিষ খাওয়ায়, ব্যামোর চেয়ে ওষুধ ভয়ানক। যমের চেয়ে ডাক্তারকে ডরাই।

বৈদ্য। (সশঙ্কিত হইয়া) বটে! তা কি করব? হোমিওপ্যাথি দেখ্‌ব?

দুঃখী। হোমিওপ্যাথিত শুধু জলের ব্যবস্থা।

বৈদ্য। তবে কি বদ্দি দেখাব?

দুঃখী। তার চেয়ে খানিকটা আফিং তুঁতের জলে গুলে হর্ত্তেল মিশিয়ে খান্ না কেন।

বৈদ্য। রাম রাম। তবে কি করা যায় মশায়!

দুঃখী। কিছু করবার নেই, কোন উপায় নেই এ আপনাকে নিশ্চিৎ বল্‌চি!

বৈদ্য। মশায়, আমি রোগা মানুষ আমাকে এরকম ভয় দেখান উচিৎ হয় না।

দুঃখী। ভয় কিসের মশায়? এ সংসারে ত কেবলি দুঃখ কষ্ট বিপদ। চতুর্দ্দিক অন্ধকার। বিষাদের মেঘে আচ্ছন্ন। হা হুতাশ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। এখানে আমরা বিষধর সর্পের গর্ত্তে বাস করচি। এখেন থেকে বিদায় হওয়াই ভাল! (নিঃশ্বাস)

বৈদ্য। দেখুন, ডাক্তার আমাকে সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদ নিয়ে প্রফুল্ল থাক্‌তে বলেচে। আপনার ঐ মুখ দেখেই আমার ব্যামো যেন হুহু ক'রে বেড়ে উঠ্‌চে। আমাকে দেখে আপনার ভ্রাতৃ-শোক জন্মেছিল কিন্তু আপনার ঐ অন্ধকার দাড়ি ঝাড়া দিলেই দেড় ডজন পুত্রশোক ঝ'রে পড়ে। আপ্‌নি একটা ভাল কথা তুলুন। এটা কোন্ ষ্টেশন মশায়?

দুঃখী। এটা মধুপুর। এখেনে এ বৎসর যে রকম ওলাউঠো হয়েচে সে আর বল্‌বার কথা নয়।

বৈদ্য। (ব্যস্ত হইয়া) ওলাউঠো! বলেন কি! এখেনে গাড়ি কতক্ষণ থাকে!

দুঃখী। আধঘন্টা। এখেনে পাঁচ মিনিট থাকাও উচিত না!

বৈদ্য। (শুইয়া পড়িয়া) কি সর্ব্বনাশ!

দুঃখী। ভয় করা বড় খারাপ। ভয় ধর্‌লে তাকে ওলাউঠো আগে ধরে। লরি সাহেবের বইয়ে লেখা আছে—

বৈদ্য। আপনি আমাকে ছাড়লে আমার ভয়ও ছাড়ে। আপনি আমার হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়েচেন! আপনি ডাক্তার ডাকুন—আমার কেমন কর্‌চে!

দুঃখী। ডাক্তার কোথায়?

বৈদ্য। তবে ষ্টেশনমাষ্টারকে ডাকুন।

দুঃখী। গাড়ি যে ছাড়ে-ছাড়ে।

বৈদ্য। তবে গার্ডকে ডাকুন!

দুঃখী। গার্ড আপনার কি করতে পারবে! (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

বৈদ্য॥ তবে হরিকে ডাকুন। আমার হয়ে এল। (মূর্চ্ছা)

(দুঃখীরামের উপর্য্যুপরি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পতন ও গান—"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর)

তারা খসা'। *

নীরব আকাশ হ'তে,
স্তব্ধতা এসেছে নামি;
অচেতন ধরণীর
নিশ্বাস গিয়াছে থামি'।
সীমাশূন্য অন্ধকার
শিয়রে রয়ে'ছে বসি,
দলে দলে চারিদিকে
তারকা পড়িছে খসি।

---

* ২৭ এ নবেম্বর শুক্রবারে রাত্রে অসংখ্য তারা খসিয়া পড়িয়াছিল। সেই উপলক্ষে এই কবিতাটী রচিত হয়।

স্বজিছে আলোক হার
যে দিকে মেলি'ছি আঁখি ;
আজিকে আকাশ একি
তারা শূন্য হ'বে নাকি ?
কে তোরারে বাহু মেলি
জগতে ঝাঁপাতে চাস্ !
কোল তার না ছুঁইতে
আঁধারে মিলায় বাস্।

এ মহা পাদপ হ'তে
টুপটাপ ধীরে ধীরে,
তোরা কি শিউলি ফুল,
জগতে পড়িস্ ঝরে ?
ঘুমন্ত ধরার শিরে
এ আঁধারে নিরিবিলি ;
কে তোদের মুঠি মুঠি
ছড়ায়ে দিতেছে ফেলি ?

কিম্বা বুঝি, সারা নিশি
চাহিয়া মোদের পানে
নীরবে ডাকিত যারা
তাদের পড়েছে মনে ?
নিশি নিশি বসি তোরা
দেখিস মোদের মুখ
বুঝিলি কি মন কথা
বুঝিলি কি দুঃখ সুখ ?

তাইকি আজিকে তোরা
যতেক আকাশ মেয়ে
মনেতে করিলি পণ
জগতে পলাবি ধেয়ে ?

কত মুখ ওই মত
কত আঁখি অশ্রু-পোরা
ডাকিছে তোদের চেয়ে,
আয় তবে আয় তোরা।

কত ফুল ফুটে আছে
পাশে তারি শুয়ে থাক'।
তরু পরে ফুটে উঠে
লুটায় শিশির মাথ'।
প্রভাতে উঠিয়া শিশু
হেরিবে ঘাসের মাঝে;
হীরা-জড়া তারা সব
ঝিকি ঝিকি ফুটে আছে।

এ আঁধার ভেদ করি
চিরশূন্য বক্ষ' পরে',
একটী তোদের যদি
পথ ভুলে পড়িতরে!
জগতের কোল হ'তে
ঘুচিত এ অমানিশি।
শ্মশানে ফুটিত ফুল
কঙ্কালে ফুটিত হাসি।

শ্রীশরৎচন্দ্র দত্ত।

তর্জ্জমা।

(রস্কিনের লেখার নিম্নলিখিত অনুবাদটি পুরস্কারযোগ্য হইয়াছে। লেখক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ লাহা প্রোফেসর ব্ল্যাকি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত The Wisdom of Goethe নামক গ্রন্থ পুরস্কার পাইয়াছেন।)

অন্যান্য দেশের মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাস হীনতা ইংলণ্ডে যে আকার ধারণ করিয়াছে মানবজাতির ইতিহাসে সেরূপ আর কখন শুনা যায় নাই। ইতি পূর্ব্বে কোনজাতিই তাঁহাদের লেখায় এবং কথায় প্রকাশ করেন নাই যে, তাঁহাদের ধর্ম্ম কেবল দেখিতে

শুনিতেই ভাল, জীবনে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার নহে। এমনও কতবার হইয়াছে, জাতিবিশেষ তাঁহাদের দেবদেবীগণকে অবিশ্বাস করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন নাই। অধঃপতন কালে গ্রীসদেশবাসীরা তাঁহাদের ধর্ম্ম লইয়া কত বিদ্রূপ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের ধর্ম্মভাব শেষে তোষামোদ এবং মনোহর শিল্প-কার্য্যে পর্য্যবসিত হয়। ফরাসিদেশবাসীরাও উদ্ধত ভাবে তাঁহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে বিদায় দিয়াছিলেন। তাঁহারা পবিত্র দেবালয় সকল ভূমিসাৎ করিয়াছিলেন; প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি সকল তাঁহারা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যদিও এই দুই জাতি 'ঈশ্বর আছেন কি না' এই প্রশ্নের ভ্রান্তি মূলক মীমাংসা করিয়াছিলেন, তথাপি অধঃ-পাতে গিয়াও তাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে এই প্রশ্নটির বিচার করিতে কিছু মাত্র সঙ্কোচ করেন নাই। ইহ জগতের যে একজন সর্ব্বময় নিয়ন্তা আছেন এবিষয়ে তাঁহারা সন্দেহ করেন। তাঁহারা বলেন, 'আমাদের বিবেচনায় জগতের সর্ব্বময় নিয়ন্তা কেহ নাই, এবং আমরা সেই বিশ্বাস অনুসারেই কার্য্য করিয়া থাকি।' ইংরাজজাতি কিন্তু এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ নূতন এক প্রকার ভাবে ব্যক্ত করেন। তাঁহারা বলেন, 'জগতের সর্ব্বময় নিয়ন্তা একজন আছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই কেবল তিনি শাসন করিতে পারেন না। তাঁহার অনুশাসন অনুসারে জগতে কোন কার্য্য হয় না। সম্ভ্রমের সহিত শ্রুতিমধুর বাক্যে তাঁহার অনুশাসন গুণ গান করিলেই তিনি আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন। বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার বিধান অনুসারে কার্য্য করা বড়ই বিপদজনক, আর তিনিও কখনও তাহা মনে করেন নাই।

ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নহেন, জগতে তাঁহার অনুশাসন কার্য্যে পরিণত হয় না একথা বলি-লেই আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষও পাশব প্রকৃতি বিশিষ্ট।

আধুনিক অর্থ নীতিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, 'যেরূপ পৈশাচিক নিয়মেই জগতের সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, অন্য সকল নিয়ম যেরূপ কোন কাজের নয়, সেইরূপ এই জগতে সকল কার্য্যই এক পাশব প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। নির্ভরতা, সদ্ধ-দয়তা, সততা, অনুরাগ কিম্বা আত্ম-বিসর্জ্জন এ সকল কেবল কবির কল্পনা; বস্তুতঃ কাজের সময় তাহারা কিছুই নয়। কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত কিম্বা কৃতকার্য্য করিতে পারে এমন কোন সৎ প্রবৃত্তি মানুষের মনে নাই। তাহার নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যাহা কিছু শক্তি, সকলই পাশব প্রকৃতি বিশিষ্ট,—লোভ জনিতই হউক আর স্বার্থ-লোভে পরপীড়কই হউক। স্বার্থ সাধনে পরপীড়ন করিবার শক্তি ভিন্ন তাহার আর নাকে শক্তিই নাই। যে ভাব হইতে মাকড়সা চক্রান্ত করিয়া থাকে, তাহার মতলবের উদ্দেশ্য তাহা হইতে পৃথক্ হইতে পারে না; বাঘ ভাল্লুকের মত আর এক জনকে বিনষ্ট না করিলে আর তাহার উদরপূর্ত্তি হইতে পারে না।

'পূর্ব্ব লিখিত মূলমন্ত্রটি যাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারা যে তাহার অনিবার্য্য ফল স্বরূপ এই

মতটি গ্রহণ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেহ এই মতটিকে ভ্রান্ত বলিয়া একবারও ভাবেন না। বাস্তবিক মানুষ কাজে যে কত অসাধ্য সাধন করিয়াছে তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। তাঁহারা দেখেন না যে অর্থ লোভে কখন কাহাকে একজন সুযোদ্ধা সুযোগ্যশিক্ষক সুনিপুণ শিল্পী কিম্বা একজন ভাল কারিগরও করে নাই। তোমাদের সৈনিক এবং নাবিকেরা তাহাদের রোজ সুরাণ পাইয়া থাকে আর সেই একই বেতনে এক জন তোমাদের জন্য সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করে আর একজন তাহাতে অবহেলা করে। পয়সার জন্য কিছু আসে যায় না। যে সৈনিক যুদ্ধস্থলে সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করে, সে কি কিছু পাইবার প্রত্যাশায় সেরূপ করিয়া থাকে? কিছু পাইবার আশা দূরে থাক, বরং সে আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতেও প্রস্তুত। তোমাদের ধর্ম্মাচার্য্যগণের একটি তালিকা করিয়া তোমরা তাঁহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখ; তালিকাতে দেখিবে যে যিনি যত অল্প পয়সা পাইয়াছেন তিনি তাঁহার কাজ তত সুন্দররূপে করিয়াছেন। তোমাদের দেশে যাঁহারা গ্রন্থকর্ত্তা কিম্বা শিল্পকর, তাঁহাদেরও বিষয় ভাবিয়া দেখ। দেখিবে যে, প্যারাডাইস্‌লষ্টের মত গ্রন্থ খানিও দশ পাউণ্ডে পাওয়া গিয়াছিল; আর জর্ম্মাণি দেশীয় চিত্রকর ডিউরার, দুই চারিটি মাত্র ফল পাইয়াই তাঁহার অঙ্কিত একখানি চিত্র দিয়াছিলেন; কিন্তু দশ হাজার পাউণ্ড দিলেও তেমন কিছুই পাওয়া যায় না। তোমাদের দেশে যাঁহারা বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয়ও একবার ভাবিয়া দেখ। পেটে না খাইয়াও কেপলার তোমাদের জন্য নভোমণ্ডলস্থ গ্রহগণের গতি-বিধি-নির্ণয় করিয়াছেন; আর পথের মাঝখানে আপনি মরিতে বসিয়াও Swamraerdam কি নিয়মে তোমাদের জীবনী-শক্তি কার্য্য করে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন!—এই সকল লোক—তোমাদের মতে যাঁহারা পাশব প্রকৃতি বিশিষ্ট, কেবল অর্থলোভেই যাঁহারা কার্য্য করেন,—তোমাদের কাছে তাঁহাদের লাভ ত এই!

অর্থলোভের ন্যায় বিদ্বেষ ভাব হইতেও কেহ কোন কার্য্য সুচারুরূপে করে না, কিন্তু তাহার জন্য আন্তরিক অনুরাগ চাই। স্বদেশানুরাগ বশতঃ বা আপনাদের সেনাপতির প্রতি ভক্তি বশতঃ কিম্বা কর্ত্তব্য পালন স্পৃহা হইতে লোকে অধ্যবসায়ের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু লুণ্ঠন বা হত্যাকাণ্ডের জন্য তাহাদের সে উৎসাহ শিথিল হইয়া যায়। 'ইংলণ্ড আশা করেন যে সকলেই তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিবেন' তোমাদের এই সঙ্কেত অনুসারে তাহারা সকলেই কার্য্য করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া নরহত্যার জন্য সঙ্কেত করিলে তাহারা তদনুসারে কার্য্য করিবে না।

নিম্নলিখিত সরল ও প্রায় অবিকল অনুবাদটি একটি অল্পবয়স্কা বালিকার রচনা। স্থানে স্থানে যৎসামান্য পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

ইংলণ্ডের নাস্তিকতা এখন যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, মানবজাতির ইতিহাসে

এরূপ আর কখনো শুনা যায় নাই। কোন জাতিই আজ পর্য্যন্ত মুখে কিম্বা লেখায় স্পষ্ট করিয়া বলে নি যে তাহাদের ধর্ম্ম কেবল দেখিতেই ভাল কিন্তু কোন কাজের নহে। এমন অনেকবার হইয়াছে বটে যে কোন কোন জাতি তাঁহাদের দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছে, কিন্তু যদি করিয়া থাকে ত নির্ভীক চিত্তেই করিয়াছে। গ্রীসীয়রা তাহাদের অবনতির সময় তাহাদের ধর্ম্মকে ঠাট্টা করিয়া কেবল মিথ্যা স্তুতি ও শিল্পচাতুরীতেই উড়াইয়া দিয়াছিল। ফরাসীরা তাহাদের ধর্ম্মকে ভীষণভাবে অমান্য করিয়া বেদী ও প্রতিমা সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। ঈশ্বর সম্বন্ধে উভয় জাতিই ঠিক প্রশ্ন করিয়াছিল কিন্তু ঠিক মীমাংসা করে নাই। তাহারা বলিয়াছিল "হয় ঈশ্বর আছেন নয় নাই; আমরা এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছি যে ঈশ্বর নাই ও সেই অনুসারে কাজ করিতেছি।" কিন্তু ইংরাজেরা এই বিষয়টি সম্পূর্ণ নূতন ভাবে দেখিয়াছে। তাহারা বলে পরমেশ্বর শাসন কর্ত্তা আছেন কিন্তু তিনি শাসন করিতে পারেন না। তাঁহার আদেশমত কাজ চলিতে পারে না। তিনি যাহা আদেশ করেন সেই আদেশগুলির শ্রুতিমধুর ও সসম্ভ্রম পুনরুচ্চারণেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। বর্ত্তমান অবস্থায় সে আদেশ পালন করা বিষম বিপদ এবং তাহা তাঁহার অভিপ্রেতও নহে।"

* * * *

যদি বলিতে হয় "ঈশ্বর অকর্ম্মণ্য" তবে সেই সঙ্গেই বলিতে হয় "মনুষ্য পাশব"। এখনকার পোলিটিক্যাল ইকনমি-ওয়ালারা বলিয়া থাকেন "সয়তানের নিয়ম ছাড়া আর কোন নিয়ম যেমন পৃথিবীতে খাটে না তেমনি পশুর প্রবৃত্তি ছাড়া আর কোন প্রবৃত্তির উত্তেজনায় কাজ হইতে পারে না। ভক্তি বদান্যতা সততা উৎসাহ আত্মত্যাগ, এ সকল কথা কেবল কবিতায় ব্যবহার করিবারই উপযুক্ত। এ সকলের উপর বাস্তবিকই কিছু নির্ভর করা যায় না। মানুষের মধ্যে এমন কোন মহৎ ভাব নাই যাহা আমাদিগকে বিচলিত বা কাজে প্রবৃত্ত করিতে পারে। মনুষ্যের সকল প্রবৃত্তিই পাশব, লুব্ধ ও দ্বন্দ্বপরায়ণ। তাহার শক্তি কেবল শীকার করিবারই শক্তি। মাকড়ষার মতই কেবল সে ফন্দি করিতে পারে এবং বাঘের মত ছাড়া আর কোন রূপে সে পেট ভরাইতে পারে না।"

* * * *

এইরূপ মত যে প্রচলিত হইল তাহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ প্রথমেই যে মূলমত ব্যক্ত হইয়াছে ইহা তাহারই আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, কাহারও এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় জন্মে নাই, কেহ দেখে নাই মনুষ্যের দ্বারা কত শক্ত শক্ত কাজ হইয়াছে; ইহা লক্ষ্য করে নাই যে লক্ষ টাকা মাহিনা দিয়াও কখন ভাল সৈন্য ভাল চিত্রকর অথবা ভাল শিক্ষক হয় নাই। তুমি তোমার স্থলসৈন্য ও জলসৈন্যগণকে রোজ হিসাবে এত করিয়া পয়সা দাও। এই পয়সা লইয়া কেহবা তোমার হইয়া ভালরূপ লড়াই করে কেহবা ভালরূপ

করে না। যতই মাহিয়ানা দাও না কেন, কোন কিছুর প্রত্যাশা না করিয়াই আরও ভাল যুদ্ধ হয়। তখন লাভের সম্ভাবনা চুলায় যাক্ একমাত্র মৃত্যুর সম্ভাবনাই থাকে। আধ্যাত্মিক গুরুগণের কাজ অনুসন্ধান করিয়া দেখ, গড়ে এই নিয়ম দেখিতে পাইবে যে, "যত কম মাহিয়ানা তত ভাল কাজ।" লেখক ও চিত্রকরগণকেও পরীক্ষা কর! দশ পাউণ্ডে প্যারাডাইস লষ্ট বিকাইয়াছিল এবং এক থালা খোবানির পরিবর্ত্তে ড্যুররের রচিত চিত্র পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু এক লক্ষ টাকা দিলেও দুইটার কোনটাই পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিকদিগকে দেখ। যে কেপ্লার তোমাদের জন্য জ্যোতিস্কমণ্ডলীর নিয়ম বাহির করিয়াছিলেন তাঁহার ভাগ্যে কেবল উপবাস ঘটিয়াছিল, আর যে স্বোয়ামার্ডাম্ তোমাদের জন্য জীবন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তিনি পথে তাড়িত হইয়া মরিয়াছিলেন— এই সকল পাশব মনুষ্য কেবল পয়সার প্রত্যাশায় তোমাদের জন্য এমনিই চড়াদরে কাজ করিয়া থাকেন বটে!

ভাল কাজ যেমন পয়সার জন্য হয় না তেমনি ঘৃণার বশেও হয় না। শুধু ভালবাসার জন্যই হয়। স্বদেশ ভালবাসা সেনাপতির ভালবাসা বা কর্ত্তব্যের প্রতি ভালবাসার জন্যই মানুষ ভাল করিয়া যুদ্ধ করে; কেবল খুন বা লুটপাট করিতে হইলে ভাল যুদ্ধ করিতে পারে না। "ইংলণ্ড আশা করে সকলেই তাহার কর্ত্তব্য সাধন করিবে" এই সঙ্কেত বাক্যে তাহারা সকলেই সাড়া দিবে; কিন্তু কালো নিশান ও মড়ার মাথার সঙ্কেত চিহ্ন তাহারা মানিবে না।

শ্রীমতী ইঃ—

পাঠকদের প্রতি।

বালকের যে কোন গ্রাহক "হজুগ", "ন্যাকামি" ও "আহ্লাদে" শব্দের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংক্ষেপ সংজ্ঞা (definition) লিখিয়া পৌষ মাসের ২০ শে তারিখের মধ্যে আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন তাঁহাকে একটি ভাল গ্রন্থ পুরস্কার দেওয়া হইবে। একেকটি সংজ্ঞা পাঁচটি পদের অধিক না হয়।

গত মাসের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর "বাগান"। নিম্ন লিখিত পাঠকগণ উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—বাবু কালিকাচরণ রায়, সুরেন্দ্রনাথ সেন, নীলাম্বর দাস, বিহারীলাল গোস্বামী, ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র রায়, ফকিরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, মনমথনাথ বসু, কেদারনাথ পুণ্ডরীক, শশিভূষণ সিংহ, অম্বিকাচরণ মজুমদার, ক্ষেত্রপাল চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্যচৌধুরী।

বোম্বাই সহরের পরিশিষ্ট।

বোম্বাই ম্যুনিসিপলিটির যে নূতন "বাজেট" বাহির হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

THE NEW BUDGET.

TOTAL EKPENDITURE.

The grand total of expenditure for the year 1886-87 was passed at Rs. 40,26,537, exclusive of Rs. 2,69,413.

The Council next proceeded to consider the income side of the budget. The estimated income from the consolidated rate at 8 per cent., includig Government and Port Trust contributions, was fixed at Rs. 13,00,900, which was Rs, 90,000 in excess of the past year. The amount of income expected to be derived from wheel-tax was Rs. 2,96,400, and from toll-fees Rs. 16,800, as against Rs. 16,000 for the past year. Liquor licenses were estimated to yield the same income as last year, namely, Rs. 1,43,750. Public land conveyance "badges" will give Rs. 3,000, or Rs. 700 more than the estimates for the previous year. The estimate of income from tobacco duty and licenses was fixed at Rs. 1,70,000, and the income from town duties was estimated at Rs. 6,70,000. The tax on fire insurance companies was expected to yield Rs. 25,000, and the contrbution from Municipal servants towards the pension fund Rs. 9,600. The estimate sanctioned in connection with the halalcore cess showed an increase of Rs. 13,000. the amount passed being Rs. 3,13,000. The water rate is also estimated to yield Rs. 6,97,700, or Rs. 29,700 more than the estimate for the previous year. The estimate from market receipts was fixed at Rs. 2,59 200. The receipts from miscellaneous fines, fees, and savings were estimated to yield a total income of Rs. 181200. The estimated income from public gardens was fixed at Rs. 8,500. The tramway rent will, it is estimated, yield Rs. 31,800 as against Rs. 28,400, being the past year's estimate. It is proposed to levy an additional ¾ per cent. on consolidated rates, on accout of the Tansa works: the increase from this source is estimated at Rs. 1,17,000. For the same purpose it is proposed to make some increase in the town duties, which would yield an additional Rs. 200,000.

It was resolved that, subject to any alteration being made by the Corporation in regard to the proposed increase in the consolidated rate and town duties on account of the Tansa water-works, the total amount of estimated income for the ensuing year be passed at Rs. 45 32,950.

The Council then adjourned.

মূল্যপ্রাপ্তি।

নাম	স্থান	মূল্য
বাবু অক্ষয়কুমার মিত্র	কুচবেহার	২৲
„ দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
শ্রীমতী কিরণশশি দেবী	বরাহনগর	২৲
„ বিভাবতী দেবী	কলিকাতা	২৲
„ বামাসুন্দরী দেবী	শিলচর	২৲
„ বিদ্যাসুন্দরী দেবী	শ্রীহট্ট	২৲
„ মনমোহিণী কর	ঐ	১৲
„ মহম্মদান নাসা সাহিবা	জলপাইঃ	২৲
„ মাতঙ্গিনী দেবী	কলিকাতা	২৲
„ সরোজিনী বসু	কলিকাতা	১৲
„ নগেন্দ্রবালা দেবী	ঐ	১৷৷০
„ রাইকিশোরী দেবী	বোয়ালীয়া	২৲
„ নলিনীসুন্দরী দেবী	ভবানীপুর	২৲
বাবু নিশিকান্ত নাগ	ঢাকা	২৲
„ এন্ বি দত্ত	রাণাঘাট	১৲
„ নরেন্দ্রনারায়ণ কর	শুকুরপুর	২৲
„ যোগীন্দ্রনাথ হালদার	টাকি	১৲
„ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র	গয়া	২৲
„ অক্ষয়কুমার চৌধুরী	কলিকাতা	১৲
„ রজনীকান্ত দাস	নোয়াখালী	২৲
„ মহেন্দ্রকুমার সেন	ঢাকা	২৲
„ কেদারেশ্বর দত্ত	কলিকাতা	১৲
„ রজনীনাথ দত্ত	ঐ	১৲
„ অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী	মুচিয়া	১৲
Secretary, Book Club	দেওঘর	২৲
বাবু সচীন্দ্রমোহন বস	উথুরী	২৲
„ ফকিরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	২৲
„ কানাইলাল দে	বাগবাজার	৷৷০
„ কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত	কলিকাতা	১৲
মহারাজা শীবকৃষ্ণ সিং	ময়মনসিং	২৲
বাবু রুক্মিণীকান্ত ঠাকুর	ঐ	২৲

নাম	স্থান	মূল্য
বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ভবানীপুর	২৲
„ কুঞ্জবিহারি দত্ত	কলিকাতা	১৲
„ সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়	বাঁশবেড়ে	২৲
„ বরদাচরণ সেন	গৌহাটী	২৲
„ নবকিশোর দে	বেলিয়াঘাটা	১৲
„ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শান্তিপুর	১৷৷০
„ বামাপদ বসু	রামকৃষ্ণপুর	২৲
„ বিপিনবিহারি দত্ত	ঢাকা	২৲
„ মনোরঞ্জন সেন	বরিশাল	২৲
„ কৈলাসচন্দ্র সরস্বতী	বোয়ালীয়া	১৲
„ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ	খারাওয়াদি	২৲
„ কার্ত্তিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	মেদিনীপুর	২৲
„ কিশোরীমোহন বন্দ্যোঃ	খিদিরপুর	২৲
„ নবগোপাল মুখোপাধ্যায়	ঐ	২৲
„ তারাভূষণ বন্দোপাঃ	বাদুড়বাগান	১৲
„ শশিশেখর বন্দ্যোপাঃ	কলিকাতা	২৲
„ নরেন্দ্রনাথ ঘোষ	ঐ	২৲
„ ত্রিলোচন সিংহ	বর্দ্ধমান	২৲
„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	টাকী	২৲
„ রাখালদাস নন্দী	কলিকাতা	১৲
„ ভুপেন্দ্রকুমার বসু	ঐ	১৲
„ কামিনীকুমার গুহ	ঐ	২৲
„ অবনীকান্ত মুখোপাঃ	গোবরডাঙ্গা	২৲
„ জীবনরাম	বোয়ালীয়া	২৲
„ তারিণীপ্রসাদ ভৌমীক	ঢাকা	২৲
„ আশুতোষ গুপ্ত	বর্দ্ধমান	২৲
„ শ্যামাচরণ দে	কলিকাতা	২৲
„ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়	ঐ	২৲
„ হেমময় মিত্র	ঐ	২৲
„ কামিনীকুমার সেন গুপ্ত	বরিশাল	২৲
„ দ্বারিকেশ্বর শর্ম্মা	শীবসাগর	১৲

রাজা মহেন্দ্র দেও	কটক	২৲
বাবু হেমাঙ্গচন্দ্র কুইনা	মেদিনীপুর	২৲
,, ইউ, সি, বানর্জি	মণিপুর	২৲
,, বিশ্বেশ্বর সাধু	কলিকাতা	২৲
,, পিতাম্বর দত্ত	শ্রীহট্ট	২৲
,, ক্ষিরোদবিহারি সেন	বেনারস	২৲
,, দেবেন্দ্রনাথ চট্টোঃ	বাঁশবেড়ে	২৲
,, নিতাইচাঁদ গোস্বামী	কলিকাতা	২৲
,, অক্ষয়কুমার বসু	ঐ	২৲
,, হরগোবিন্দ কর	আসাম	২৲
,, প্রবোধচন্দ্র রায়	নদীয়া	২৲
কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব বাহাঃ	কলিকাতা	২৲
বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	হাবড়া	২৲
,, অম্বিকাচরণ মজুমদার	কুচবিহার	১৲
,, নিশিকান্ত সেন গুপ্ত	পূর্ণিয়া	১৲
,, গঙ্গাধর ভড়	কলিকাতা	১৲
,, এইচ, সি, মুখর্জী	রাউলপিণ্ডি	১৲
সম্পাদক ছাত্রসভা	জনাই	২৲
বাবু গিরিধারীলাল সেন	শীবপুর	১৲
,, শরৎচন্দ্র ঘোষাল	কলিকাতা	২৲
,, অক্ষয়কুমার চৌধুরী	ঐ	১৲
,, হরনাথ ভট্টাচার্য্য	ঐ	২৲
K. C, Chatterji Esqr	ঐ	২৲
বাবু দ্বারিকানাথ মণ্ডল	মেদিনীপুর	২৲
,, প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	২৲
,, অমলানন্দ বসু	ঢাকা	॥০
,, দেবেন্দ্রকুমার বসু	ঐ	২৲
,, বসন্তকুমার ঘোস	কুড়ীগ্রাম	২৲
,, শরৎচন্দ্র দত্ত	শ্যামপুকুর	১৲
,, দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়	নিমতলা	১৲
,, শশীভূষণ দত্ত	শ্রীহট্ট	১৲
,, কালীপ্রসন্ন বসু	টিপেরা	২৲
,, মনোমোহন নিয়োগী	টাঙ্গাইল	১৲
ডাক্তার জে, এন, মিত্র	মহিষাদল	১৲
বাবু গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	১॥০
পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন	কলিকাতা	১৲
বাবু ফণীভূষণ পাল	কুমিল্লা	১৲
,, কালীপদ বিশ্বাস	মেহেরপুর	২৲
,, শশীভূষণ বসু	কলিকাতা	১৲
,, ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৲
,, পূর্ণানন্দ সাহা	কুমারখালি	২৲
,, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	অখিলপুর	২৲
,, সুশীলচন্দ্র বসু	রাণাঘাট	১৲
,, প্রসন্নকুমার বসু মজুমঃ	সাঁকরাইল	১॥০
শ্রীমতী সরোজিনী দেবী	নাগপুর	২৲
মিসস্ মুখর্জী	ভাগলপুর	২৲
বাবু অনন্তলাল ঘোষ	কলিকাতা	২৲
,, ক্ষেত্রমোহন মিত্র	নোয়াখালী	১৲
পণ্ডিত শারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ	বৰ্দ্ধমান	১৲
,, হরগোবিন্দ দাস	ঢাকা	২৲
,, শশধর দাস	কুমিল্লা	২৲
,, রোহিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী	ঐ	২৲
শ্রীমতী অক্রুরমণী দাস	শ্রীহট্ট	২॥০
বাবু বিষ্ণুচন্দ্র বিশ্বাস	সিংভূম	২৲
শ্রীমতী বসন্তকুমারী বসু	গয়া	২৲
বাবু কালীদাস নাথ	কলিকাতা	২৲
,, অমৃতলাল মজুমদার	সিরাজগঞ্জ	১৲
,, যোগেন্দ্রনাথ সেন	মিয়ানমীর	২৲
,, দেবেন্দ্রনাথ দত্ত	ঐ	২৲
,, কালীনাথ সান্যাল	ঐ	২৲
,, গিরিজাভূষণ মুখোপাঃ	ঐ	২৲
,, রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	২৲
,, হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ঐ	২৲
,, নিবারণচন্দ্র গঙ্গোঃ	ঐ	২৲
,, শরচ্চন্দ্র পাল	কলিকাতা	১৲
,, মধুসূদন বর্ম্মণঃ	ঐ	১৲
,, পীতাম্বর ঘোষ	ঐ	১৲
,, কেদারনাথ মজুমদার	ঐ	৸৶০
,, শরচ্চন্দ্র নিয়োগী	ঐ	১৲

১ ম ভাগ। বালক। ১০ দশম সংখ্যা।
মাঘ ১২৯২।

বোম্বাই সহর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সৌধপুরী } ইংরাজি গ্রন্থে কলিকাতা সচরাচর সৌধপুরী বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। কিন্তু এ নাম কলিকাতা যে কেন একচেটিয়া করিয়া বসিয়াছে তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। এই দুই সহরের ইমারত শ্রেণীর পরস্পর তুলনা করিলে আমার ত বোধ হয় না যে বোম্বাই কলিকাতার নিকটে পরাভব পায়। বোরিবন্দরের ষ্টেসনে নামিয়া এক-বার বম্বের ময়দান প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলে কত প্রকাণ্ড সুন্দর হর্ম্ম্যরাজী নেত্রপথে পতিত হইবে তাহার সংখ্যা নাই। সেক্রেতার আফিস, হাইকোর্ট, ইউনিবর্সিটি হলের রাজাবাই স্তম্ভ ও পুস্তকালয়, টেলিগ্রাফ ও পোষ্টআফিস প্রভৃতি, আদালত ও কার্য্যালয় সমূহ; সাসুন শিল্পালয়, সর জমসদ জি শিল্প বিদ্যালয়, এল্‌ফিনিষ্টন হাইস্কুল, সেণ্ট জেবিয়র কলেজ, পারসী দাতব্য বিদ্যালয়, আলেক্‌জান্দ্রা স্ত্রী বিদ্যালয় প্রভৃতি বিদ্যালয় নিচয়; গোকুলদাস হাঁসপাতাল, ইউরোপীয় হাঁসপাতাল প্রভৃতি চিকিৎসালয়; নাবিকাশ্রম, হোটেল, পান্থশালা, বিপনী শ্রেণী এই সকল দেখিয়া বোম্বাই কাহার মনে না স্বরূপা সৌধপুরী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যেখানে কেল্লা ও আফিসাঞ্চলের দিকে রাজমার্গ দ্বিধা হইয়া গিয়াছে তাহার মুখে মহারাণী বিক্টোরিয়ার শ্বেত পাষাণ প্রতিমূর্ত্তি প্রতি-ষ্ঠিত। রাজ্ঞী উচ্চ সিংহাসনে সমাসীনা—সিংহাসন বিতান মণ্ডপিত—বিতানের মধ্যভাগে ভারত নক্ষত্র, তদুপরি ইংলণ্ডের গোলাপ ও ভারতের নলিনী; রাণীর পরিচ্ছদ ও আর সব মিলিয়া প্রতিমূর্ত্তিটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতিভাত হয়। সেক্রেতার আফিসের পশ্চাদ্ভাগে যুবরাজ প্রিন্সঅবওয়েল্‌সের অশ্বারোহী তাম্রময় প্রতিমূর্ত্তি। মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তি হইতে অপর প্রতিমূর্ত্তি সমীপে চলিতে চলিতে পথে 'লাখ টাকার মূল' সুন্দর ক্রিয়র উৎস দেখিতে পাইবে। এই উৎসের দক্ষিণে প্রসারিত একদিকে সাসুন শিল্পালয়, বম্বে ক্লব, ন্যাসনাল ব্যাঙ্ক, ট্রীচারের দোকান, বামে পি এণ্ড ও নাবিক কোম্পানির আফিস, বোর্ণ-সেপর্ডের ফোটোগ্রাফিক চিত্রশালা, ওরিএণ্টল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বড় বড় ইমারত দৃষ্ট হইবে। এই সকল হর্ম্ম্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া চল বম্বের নগর শালা (Town Hall) দেখিতে যাই। ঐ সম্মুখে উচ্চ স্তম্ভ রাজীর মধ্য হইতে যে সুশোভিত অট্টালিকা লক্ষিত হইতেছে তাহাই নগর শালা। অন্তরে প্রবেশ করিয়া মধ্যে প্রকাণ্ড সভাগৃহ, বম্বে এসিয়াটিক সোসাইটির পাঠশালা ও পুস্তকালয় দরবার শালা প্রভৃতি দোতালার ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ

দর্শন কর। প্রবেশ পথে সোপানের উপরে ও নিম্নদেশে কতকগুলি বিখ্যাত লোকের পাষাণ মূর্ত্তি স্থাপিত—তন্মধ্যে এক পারসী ও এক হিন্দু প্রতিমূর্ত্তি নেত্র আকর্ষণ করে। পারসী খ্যাতনামা ব্যারনেট সর জমসট্জী জিজিভাই বাটলীওয়ালা। 'সর' ও 'বাটলীওয়ালা' তাঁহার এই পদবীদ্বয়ের মধ্যে তাঁহার জীবনের ইতিহাস অভিব্যক্ত। ইহারা বলিয়া দিতেছে কিরূপে তিনি সামান্য বোতল বিক্রীর ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় ধৈর্য্য বীর্য্যে বুদ্ধির প্রাখর্য্যে ব্যবহার চাতুর্য্যে নূতন সম্পত্তি উপার্জ্জন পূর্ব্বক অবশেষে ব্রিটিস নাইট শ্রেণীভুক্ত হইয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি সম্পাদন ও সমাজ শিখরে আরোহন করিলেন। হিন্দু প্রতিমূর্ত্তি জগন্নাথ শঙ্কর শেটের। ইনি জাতিতে স্বর্ণকার কিন্তু জীবদ্দশায় হিন্দুজাতির প্রতিনিধি স্বরূপ গণ্য ছিলেন। সোপানের উপরিভাগে বম্বের ভূতপূর্ব্ব কতিপয় গবর্ণরবর্গের প্রতিমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত। তন্মধ্যে ভারতের ইতিহাস লেখক মহনীয় কীর্ত্তি এল্‌ফিনিষ্টন্। ইঁহার মূর্ত্তি সকলের শীর্ষস্থানীয় আসন অধিকার করিয়া আছে। ইনিই এ প্রদেশে পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞান শিক্ষা প্রণালী উদ্ভাবন করেন ও যে দুই বিদ্যালয় ইঁহার নাম ধারণ করিতেছে তাহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ শ্রেণীর অগ্রগণ্য। এল্‌ফিনিস্‌টন হাইস্কুলের ছাত্র মণ্ডলী এক সহস্রেরও অধিক। যে বিদ্যালয়ের নাম 'হাইস্কুল' ও যাহার ছাত্রসংখ্যা সহস্রাধিক তাহার আয়তন ও শিক্ষাপ্রণালী সহজে বোধগম্য হইতে পারে। আরো একটী বোম্বায়ের বিশেষ ভূষণার্হ কথা বক্তব্য এই যে ইহার প্রধান আচার্য্য পদে ইংরাজ অধ্যাপক না হইয়া বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত একজন মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত নিযুক্ত। তাঁহার নাম বামন আবাজী মোডক। এই ত গেল স্কুল—এল্‌ফিনিস্‌টন কালেজও সামান্য গৌরবাস্পদ নহে। ইহা বম্বের আদর্শ বিদ্যালয়। সুবিখ্যাত কবিকুলতিলক লোকপ্রিয় Wordsworth সাহেব ইহার প্রধান অধ্যাপক।

নগরশালা হইতে বাহির হইয়া উদ্যানগর্ভে এল্‌ফিনিস্‌টন চক্রের ইমারত শ্রেণী দেখিতে পাইবে। আচ্ছাদিত বারান্দার মধ্য দিয়া তাহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক চক্র প্রদক্ষিণ করিয়া এস। এই সকল ইমারত সেয়র মেনিয়া কালের স্মরণ চিহ্ন। সেই সুখ সৌভাগ্যের মধ্যাহ্নকালে Sir Bartle Frere গবর্ণরের আমলে এই সকলের প্রতিষ্ঠা হয়। এই স্থান তখন শূন্য ময়দান, মধ্যে কপোত বৃন্দের আবাসস্থান একটী পুরাতন ভগ্নমন্দির মিটমিট্ করিত এক্ষণে তাহার কি আশ্চর্য্য রূপান্তর!

এল্‌ফিনিসটন চক্র।

এই সমস্ত সৌধাবলীর মধ্যে হাইকোর্ট আদালত সর্ব্বাপেক্ষা বিশাল ও গৌরবশালী। ইউনিবর্সিটি গৃহ একটী শিল্প রত্ন—কি তাহার নির্ম্মান কৌশল কি তাহার কার্য্যকারিতা অন্তর বাহ্য উভয়ই ব্যাখ্যান যোগ্য। ইউনিবর্সিটি ঘটিকাস্তম্ভ গগণ ভেদ করিয়া আর সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ইহা আট স্তরে বিভক্ত ও ২৬০ ফীট উচ্চ—দিল্লীর কুতবমিনার অপেক্ষাও আট ফীট অধিক। আহ্লাদের বিষয় যে এই ইমারতে আমা-

রের একজন শিল্পনিপুণ দেশী কারিগরের হস্তচিহ্ন বিদ্যমান। রায় বাহাদুর মুকুন্দ রামচন্দ্র আসিষ্টণ্ট এঞ্জিনিয়র ইহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন ও গ্যালেরির উপরিভাগে যে সকল খোদিত মূর্ত্তি ঐ স্থানের শোভা সম্পাদন করিতেছে তাহা তাঁহারই হস্তে সংগঠিত। এই সকল মূর্ত্তি ব্রাহ্মণ, রাজপুত, মহারাষ্ট্রী, গুজরাতী বণিক, কচ্ছী, কাঠেওয়াড়ী, পারসী প্রভৃতি বোম্বাইবাসী ভিন্ন ভিন্ন জাতি ব্যঞ্জক। এই স্তম্ভের ঘটিকাযন্ত্র হইতে সময়ে সময়ে তানলয়সমন্বিত শ্রবণমধুর ঘণ্টাধ্বনি বিনির্গত হয়। ইহার শিখরদেশ হইতে বন্দর ও সহরের সর্ব্বাঙ্গীন শোভা এক কটাক্ষে সন্দর্শন করা যায়। এই স্তম্ভ ও পুস্তকালয়ের জন্য শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ তাঁহার সেয়র-ব্যবসা সঞ্জাত অগাধ রত্ন ভাণ্ডার হইতে চতুর্লক্ষ মুদ্রা দান করেন। এই স্তম্ভের নামে তাঁহার মাতার নাম 'রাজাবাই' চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

এই সমস্ত বিশাল সুন্দর অট্টালিকামালা মুম্বাপুরীর গৌরব বর্দ্ধন করিতেছে। ইহাদের বিশেষ মাহাত্ম্য এই যে এই সকল ইমারত গবর্ণমেণ্টেরই সর্ব্বাঙ্গীন দান নহে—পুরবাসীগণের বদান্যতা গুণে ইহাদের অনেকের জন্ম লাভ। এই ১৫ বৎসরের মধ্যে যে কোটি মুদ্রা গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যয় হইয়াছে তাহার প্রায় চতুর্থাংশ পৌর জনেরা নিজস্ব ধন কোষ হইতে দান করিয়াছেন।

বোম্বাই সহর কত শীঘ্র কি আশ্চর্য্য রূপে বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহার প্রমাণ এই যে ১৮৬০ হইতে বিংশতি বৎসরের মধ্যে আবাদ, রাস্তা, সরকারী ইমারত লইয়া সর্ব্ব শুদ্ধ প্রায় ৬ ক্রোড় টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে ও তৎকাল মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষা কার্য্যে মিউনিসিপালিটী প্রায় চতুঃ কোটি মুদ্রা ব্যয় করেন। ১৮৭২ হইতে ১৮৮৩ পর্য্যন্ত অন্যূন ৩৯২৩ নূতন ইমারত নির্ম্মিত হয় ও তৎকাল মধ্যে প্রায় সাড়ে ছয় মাইল নূতন রাস্তা নির্ম্মিত ও চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হয়। তদতিরিক্ত আবার দু মাইল রাস্তার নির্ম্মাণ কার্য্য অদ্যাপি চলিতেছে। এই সকল কার্য্যে যে প্রভূত অর্থ ব্যয় হয় তাহাতে কোন অপব্যয় ঘটে নাই তাহা বলা যদিও অসঙ্গত কিন্তু ফলে বিশ্রী দুর্গন্ধ সঙ্কীর্ণ সহর স্বাস্থ্যকর সুন্দর পুরে পরিণত হইয়াছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

কলিকাতার Great Eastern-এর তুল্য এখানে কোন উৎকৃষ্ট হোটেল নাই তথাপি ভাল ভাল ইংরাজি দোকান অনেকগুলি আছে তন্মধ্যে ট্রীচারের দোকান নামাঙ্কিত। ট্রীচার } ট্রীচার বিশ্বসামগ্রীর ভাণ্ডার। এমন জিনিস নাই যা সেখানে পাওয়া যায় না। এই সকল দোকান দেখিলে আপশোষ হয় যে আমাদের লোকেরা দোকান সাজাইতে জানে না—বহিঃশ্রীর প্রতি তাহাদের আদবে লক্ষ্য নাই। ইংরাজি দোকানের বাহিরে সাজসজ্জা এক প্রধান আকর্ষণ। ট্রীচারের দোকানের সুসজ্জিত দ্রব্যজাত যখন তাড়িতালোকে আলোকিত হয় তখন সে দৃশ্য কাহার না লোভনীয়? ভিতরে প্রবেশ

করিয়া কয়জন লোক লোভ সম্বরণ করিতে সমর্থ হয়—অনেকেই দোকানদারের ফাঁদে পড়িয়া শীঘ্রই রিক্তহস্ত হন সন্দেহ নাই।

ক্রাফোর্ড মার্কেট } কেল্লা ও ময়দানের প্রবেশ পথে ক্রাফোর্ড মার্কেট। যাঁহার নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে তিনি কয়েক বৎসর বম্বের মিউনিসিপাল কমিসনর ছিলেন তাঁহারি যত্ন ও পরিশ্রমে এই মার্কেট নির্ম্মিত। ইহার বাহ্ শোভা বল, আভ্যন্তরীন পরিচ্ছন্নতা শৃঙ্খলাই বল এদেশের আর কোন মার্কেট ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারে কি না সন্দেহ। যিনি এই হাটের রূপগুণ ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন তিনি প্রাতঃকালে ৬, ৭ ঘণ্টা বেলায় দেখিলে ফল ফুল তরকারির প্রাচুর্য্যে বিস্মিত হইবেন। নবম্বর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ফলের আমদানী। উৎকৃষ্ট লাল কদলী চাঁপাকলা, বাতাবী নেবু, তরমুজ, খরমুজ, নাগপুরী কমলানেবু, ঔরঙ্গাবাদ ও কাবুলী আঙ্গুর, বঙ্গলোরের পীচ, মহাবলেশ্বরের ষ্ট্রবেরি, মসকটের তাজা ও শুষ্ক খর্জ্জুর, নারিকেল, আনার (দাড়িম), আঞ্জির (Fig), আতা, পাপিয়া, পেয়ারা * ইত্যাদি ফল ভারে তথাকার ভাণ্ডার তখন পূর্ণ। কিন্তু ফলের রাজা আম্রের জন্য বম্বের বিশেষ খ্যাতি। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহার আমদানী। আম্রের মধ্যে মজগামের আফুস সকলের সেরা। সমুদ্রতীরস্থিত রত্নাগিরি ও গোওয়াতেও ভাল ভাল আম জন্মে কিন্তু বোম্বাই আফুসের কাছে কেহই নয়। অনেক ইংরাজ এদেশীয় ফলের পক্ষপাতী নন—তাঁহারা বলেন এদেশায় ফল অতিরিক্ত মিষ্ট—মধুরের সঙ্গে অন্য কোন তার মিশ্রিত নাই। তাঁহাদের মতে বিলাতী ষ্ট্রবেরির মত রুচিকর ফল এদেশে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না—তাঁহারা ষ্ট্রবেরি ও ক্ষীর মিলিত সুধার আস্বাদ ভুলিতে পারেন না। আমি এই সকল ইংরাজকে বোম্বাই আফুস চাখিয়া দেখিতে পরামর্শ দি। আর এক কথা এই—একটু ভাবিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে আমাদের দেশের ফলের দ্বারা গরীবলোকদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়—আম্রের সময় আম খাইয়া অনেকে উদর পোষণ করে, কলাও পুষ্টিকর—নারিকেল ফলে ক্ষুৎপিপাসা উভয়েরই নিবৃত্তি হয় কিন্তু ইংলণ্ডের বেরি (ট্যাপারী) খাইয়া কতদিন জীবিত থাকা যায়? আমাদের দেশে সুস্বাদু অথচ পুষ্টিকর কত প্রকার ফল আছে তাহাতে যাঁহাদের রুচি না হয় তাঁহাদের রুচি বিকৃত অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের সুগন্ধ পুষ্পের উপরেও অনেক ইংরাজের কটাক্ষ—জুঁই বেল বকুল চম্পকের সুতীব্র আঘ্রাণ ইংরাজ মহিলাদের অসহ্য—তাহাতে তাঁহাদের মাথা ধরে। এ বিষয় তর্কে মীমাংসা হইবার নয়—এইমাত্র বলা যাইতে পারে "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ।" বোম্বাই মার্কেটে ফল ফুলের অভাব নাই। পুণা ও মফস্বলের অন্যান্য স্থান হইতে তরীতরকারিরও প্রচুর আমদানী।

* বোম্বায়ে একটি উৎকৃষ্ট ফলের অভাব। লিচু পাওয়া যায় না।

তুলার বাজার } ক্রাফোর্ড মার্কেটের পর একবার বম্বের তুলার বাজার দেখিয়া আসা কর্ত্তব্য। ইহা কেল্লা হইতে অর্দ্ধমাইল। দূর কোলাবা প্রান্তে প্রায় দেড় মাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। বম্বের বাণিজ্য ঘটা দর্শনাভিলাষী জনের এই বাজার অবশ্য দর্শনীয়। এই স্থান হইতে দশ লক্ষাধিক তুলার বস্তা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বার্ষিক রপ্তানি হয়। আমেরিকার New Orleans-এর নিচেই ইহা গণনীয়। দেওয়ালীর অবসান হইতে এই বাজারে তুলার আমদানী আরম্ভ হয় ও মার্চ্চ এপ্রেল মে এই তিন মাস ব্যবসাদারদের ভরপুর সমাগম দৃষ্ট হয়। টুপীওয়ালা ইংরাজ বণিক, জরির শাল মণ্ডিত গুজরাতী সরাফ প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক, নানা বর্ণের পরিচ্ছদ, ক্রয় বিক্রয়ের কোলাহল মিলিয়া তুলার বাজারে বম্বের বাণিজ্য-শ্রী মূর্ত্তিমতী।

দিশি পাড়া } দিশি পাড়ার মধ্য হইতে পারেল পর্য্যন্ত চলিয়া গেলে অনেকানেক উচ্চ রঙ্গীন বাড়ীঘর পথিকের নয়ন পথে পতিত হয় কিন্তু বর্ণনাযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই। বিক্টোরিয়া ম্যুজিয়ম ও উদ্যান এবং এল্‌ফিনিষ্টন কালেজ ভয়খলার প্রধান অলঙ্কার। প্যারেলে গবর্ণমেণ্ট হৌস অধিষ্ঠিত কিন্তু তাহা কলিকাতার মত জমকাল বিশাল অট্টালিকা নয়। পরিশেষে আমার মিনতি এই দর্শকগণ এই সকল ইমারত দেখিয়াই যেন সন্তুষ্ট না থাকেন—দিশি পাড়াটা তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। এই গিরগাম কাম্রাতীপাড়া খেতবাড়ী কান্ধেবাড়ী প্রভৃতি স্থানের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক বাস করিতেছে তাহাদের কেনা বেচা ঘরকন্না সব এইখানে। ইহার মধ্যে অনেক কৌতূহলজনক নূতন জিনিস দেখিবার আছে—মিউনিসিপাল বন্দবস্ত এই ভাগেই বিশেষ দ্রষ্টব্য। দোকান হাটের ক্রয় বিক্রয় ট্রাম ঘোড়া ও গরুর গাড়ীর চলাচল ও অসংখ্য জাতীয় লোক জনের সমাগমে এই স্থানেই সহরের জীবন্ত চলন্ত ভাব প্রতিবিম্বিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হিন্দু মন্দির } মুম্বাতলাওএর সম্মুখস্থ কাংস্যবাজার হইতে গিরগাম পর্য্যন্ত হিন্দু ও জৈন মন্দিরে সমাকীর্ণ। বোম্বায়ে যে সকল হিন্দু মন্দির দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে বালুকেশ্বর, মহালক্ষ্মী, মুম্বাদেবী, নাগদেবী ও শ্রীব্যঙ্কটেশ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। তাহাদের বয়ঃক্রম প্রায় ২০০ বৎসর। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ী হিন্দুবসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উৎপত্তি। সে কালে এই অল্প সংখ্যক কতকগুলি দেবমন্দির হিন্দুদিগের পূজার্চ্চনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। হিন্দু সংখ্যা বৃদ্ধি সহকারে নব নব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া নগরীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়। সুরাট হইতে ইংরাজ রাজধানী বোম্বায়ে উঠিয়া আসিবার পর অবধি ক্রমে বোম্বায়ের প্রজাপুঞ্জ বৃদ্ধি হইতে

চলিল। ১৮৩৭ অব্দে মহা অগ্ন্যুৎপাতে সুরাট নগরী ভস্মসাৎ হওয়াতে অনেকানেক বাসচ্যুত নিঃস্ব হিন্দু সন্তান উপজীবিকা অর্জনাশয়ে সপরিবার বোম্বাই আসিয়া বাস করে। অনেকে বাণিজ্য ব্যবসা সূত্রে বোম্বায়ে আকৃষ্ট হয়। পেশওয়া রাজ্য বিনষ্ট হইবার পর পুণা, সাতারা ও দক্ষিণের অন্যান্য প্রদেশ হইতে মহারাষ্ট্রীদলের আগমন, কচ্ছ, মারওয়াড় ও দেশীয় রাজ সংস্থানের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বণিক ও শ্রমজীবি লোকের সমাগম ইত্যাদি কারণে বোম্বায়ে হিন্দু সংখ্যা বহুগুণ বিস্তৃত হইয়া সেই সঙ্গে নানা সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেব দেবীর মন্দির চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। বৈষ্ণব ভাটিয়া ও বণিকদের ব্যয়ে জীবনলালের বল্লভাচার্য্য মন্দির, মারওয়াড়ীদের বালাজীও জগন্নাথ মন্দির, স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের মন্দির, নানকপন্থী কবীরপন্থী রাধাবল্লভী রামানুজ প্রার্থনা সমাজ প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ ভজনালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া স্ব স্ব মতানুসারে প্রার্থনা ভজন পূজনাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

বালুকেশ্বর — প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে বালুকেশ্বর অগ্রগণ্য। ইহা মালাবার শৈলের পশ্চিমে অবস্থিত। প্রবাদ এই যে রামচন্দ্র রাবণ-হৃত সীতান্বেষণে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এই স্থানে এক রাত্রি যাপন করেন। তাঁহার শিব পূজার জন্য ভাই লক্ষ্মণ প্রত্যহ বারাণসী হইতে নূতন শিবলিঙ্গ আহরণ করিয়া আনিতেন। এই রাত্রে তিনি যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতে না পারাতে রাম অধৈর্য্য হইয়া বালুকা হইতে লিঙ্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পূজার্চ্চনা সমাধা করেন। এই ঘটনা হইতে এই মন্দিরের নাম বালুকেশ্বর। এক্ষণে তাহার মধ্যে যে শিবলিঙ্গের পূজা হয় তাহা বারাণসী হইতে সমানীত লিঙ্গ। কথিত আছে যে পোর্ত্তুগীসদের আগমনকালে রামরচিত লিঙ্গ ম্লেচ্ছ-দর্শনে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। এই স্থানে একটা সুন্দর ঘাট বাঁধান পুষ্করিণী আছে তাহার নাম বাণতীর্থ। রামচন্দ্র তৃষ্ণাতুর হইয়া ভূমধ্যে বাণক্ষেপ করেন আর অমনি জলস্রোত উথলিয়া উঠে তাহা হইতেই এই জলাশয়ের জন্ম ও নামকরণ। এই পুষ্করিণীর চারিধারে বড় বড় ছায়া বৃক্ষ, অনেকগুলি মন্দির, ধর্ম্মশালা ও ব্রাহ্মণ বাস-গৃহ দৃষ্ট হয়। সমুদ্রতীরস্থিত পাহাড়ে একটা ছিদ্র আছে তাহার মধ্য দিয়া গলিয়া যাইতে পারিলে হিন্দুর পাপক্ষয় হয় ও জনশ্রুতি এই যে শিবাজী রাজা এই উপায়ে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি কৃশাঙ্গ ছিলেন তাঁহাকে ইহার জন্য অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই।

মসজিদ — কোলাবা হইতে মাহিম পর্য্যন্ত মুসলমানদের সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৯০ মসজিদ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে আট মসজিদ বোরাদের, ছুইটি খোজা-দের, একটী মোগলদের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য মুসলমান বসতির মধ্যে যেরূপ এখানেও সেইরূপ জুম্মা (শুক্রবার) মসজিদ সর্ব্বপ্রধান। ইহা পুষ্করিণীর ধারে কাপড় বাজারের নিকট প্রতিষ্ঠিত। ইহা এক প্রাচীন মসজিদ ও ইহার বার্ষিক আয়

প্রায় ৩০০০০ টাকা। শুক্রবার নামাজ ও বার্ষিক উৎসব ক্রিয়ার জন্য একজন প্রধান মুল্লা, প্রাত্যহিক উপাসনার জন্য অন্য একজন ধর্ম্ম যাজক, একজন মুয়েজ্জিন অর্থাৎ নিনাদক, উচ্চৈঃস্বরে লোকদিগকে উপাসনায় আহ্বান করা যাহার কাজ ও অন্যান্য কতকগুলি কর্ম্মচারী এই মসজিদে নিযুক্ত। এই মসজিদে আরবী পারসী ও হিন্দুস্থানী শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় আছে। ধর্ম্মশিক্ষা এই বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ও ইহার ব্যয় মৃত মহম্মদ আলি রোগের দাতব্য ফণ্ড হইতে নির্ব্বাহিত হয়। এই প্রসিদ্ধ মুসলমান বণিক মসজিদের মেরামতে প্রায় এক লক্ষ টাকা দান করেন। এতদ্ভিন্ন সত্তর, জাকারিয়া, হাজি ইস্মায়ল মোগল, প্রভৃতি আর কতকগুলি নামাঙ্কিত মসজিদ আছে। তা'ছাড়া প্রত্যেক মুসলমান পাড়ার পৃথক্ পৃথক্ মসজিদ—তাহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রতি মুসলমান গৃহস্বামীকে বার্ষিক এক টাকা করিয়া দান করিতে হয়। রামাজান উৎসবে মুল্লার জন্য অর্থ বস্ত্র প্রভৃতি দান সংগৃহীত হইয়া থাকে।

পারসী অগ্নি মন্দির } পুরীর ভিন্ন ভিন্ন ভাগে পারসীদের অগ্নিমন্দির প্রতিষ্ঠিত তাহার সংখ্যা সব মিলিয়া ৩৩। এতদতিরিক্ত ৯ টা মন্দির কতকগুলি শ্রীমন্ত পারসী পরিবারের নিজস্ব সম্পত্তি, তাহাতে সাধারণের যাইবার অধিকার নাই। এই সকল অগ্নি মন্দির তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী আতস বেহরাম, দ্বিতীয় শ্রেণী আতস আদারণ অথবা অঘিয়ারি, তৃতীয় আতস দাদগা। এই সকল মন্দিরের নির্ম্মাণ কৌশল বিশেষ কিছুই নাই। মধ্য প্রকোষ্ঠে পূতাগ্নি প্রতিষ্ঠিত তাহার সংরক্ষণে একজন পুরোহিত নিযুক্ত, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি খোরাক যোগাইয়া নিরন্তর অগ্নি প্রজ্বলিত রাখা তাঁহার কাজ।

পারসী অগ্নিমন্দিরে অগ্নি প্রতিষ্ঠার যে নিয়ম তাহা কৌতূহলজনক। যে সকল

অগ্নি প্রতিষ্ঠা } স্থানে অগ্নির জন্ম তথা হইতে নানাজাতীয় অগ্নি সংগ্রহ করা হয়। বিদ্যুজ্জাত অগ্নি আহরণ বিশেষ ফলদায়ক। কথিত আছে হোর্মসজি ওয়াডিয়ার আতস বেহরামের জন্য বিদ্যুতাগ্নি কলিকাতা হইতে বহু কষ্টে সংগৃহীত হয়। কলিকাতার অনতিদূরে বৃক্ষ বিশেষে বজ্রপাতের সংবাদ পাইয়া নওরোজী বাঙ্গালী নামক একজন পারসী তথায় সত্বর উপস্থিত হইয়া তাহা হইতে এক তড়িদ্দগ্ধ শাখা সংগ্রহ করেন। কাষ্ঠ সংযোগে সেই অগ্নি অনেক দিন পর্য্যন্ত সংরক্ষিত হয়—পরে তাহা স্থলমার্গে পারসী হস্তে বহু যত্নে বোম্বায়ে প্রেরিত ও আতস বেহরামে স্থাপিত হয়।

এই সকল নানাজাতীয় অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রক্ষিত হইলে পরে তাহা সংস্কৃত ও শোধিত হয়। অগ্নি সংস্কারের নিয়ম এই—অগ্নির উপর একটি দণ্ড বিশিষ্ট ছিদ্রযুক্ত চ্যাপটা

অগ্নি সংস্কার } ধাতুময় পাত্র রক্ষিত হয়। এই পাত্রস্থিত সুগন্ধ চন্দন প্রভৃতি কাষ্ঠখণ্ড তলের অগ্নি সংযোগে দগ্ধ হইয়া নবানল উদ্ভূত হয়। এই দ্বিতীয়

অগ্নি হইতে তৃতীয়—তৃতীয় হইতে চতুর্থ এইরূপে নবম সংস্কারে যে অগ্নি প্রস্তুত হয় তাহাই পূতাগ্নি। এই প্রকারে প্রত্যেক জাতীয় অগ্নি সংস্কৃত হইলে সেই সমস্ত অগ্নি একটা বৃহৎপাত্রে রাশীকৃত হইয়া যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় ও সেই পূত হুতাশন আহুতি লাভে অহর্নিশি প্রজ্বলিত থাকে।

এইস্থলে পারসী শবস্তম্ভের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জীবন্ত পারসীর জন্য অগ্নি-মন্দির ও মৃতের জন্য শবস্তম্ভ এই দুইটি পারসীদের পরম প্রয়োজনীয় বস্তু। যেখানে পারসী বসতি সেখানেই এই দুই জিনিস দেখিতে পাইবে।

পারসী শবস্তম্ভ

ম্যালাবার শৈলের উপর পারসীদের পঞ্চ শবস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত। সেই সকল স্তম্ভ প্রস্তরময় প্রাচীর বেষ্টিত কতিপয় বিঘা (প্রায় ৮০০০০ গজ) ভূমি অধিকার করিয়া আছে। প্রাচীরের অভ্যন্তরে এক একটী অগ্নিমন্দির অধিষ্ঠিত। পারসী শব শুভ্রবসনে আচ্ছাদিত হইয়া পাহাড়ের উপর সমানীত হয়। আত্মীয় স্বজন বন্ধু শুভ্রবেশ ধারণ করিয়া শবের পশ্চাৎ জোড়ে জোড়ে গমন করে—দুই জনের মধ্যে এক এক করধৃত রুমাল ব্যবধান। পথিমধ্যে এক বিশ্রাম গৃহে শব স্থাপিত হয় ও তথায় উপাসনাদি হইয়া স্তম্ভে সমানীত হয়। স্তম্ভ প্রস্তরময়, ১৬, ১৭ হাত উচ্চ। প্রাচীরের একটি দ্বার দিয়া বাহকেরা প্রবেশ করিয়া দেহটিকে যথাস্থানে আনিয়া রক্ষা করে। স্তম্ভের উপর কোন ছাদ নাই—অন্তর্ভাগে প্রস্তর নির্ম্মিত গোলাকার শ্মশানভূমি। সেই গোল চক্রের তিন স্তর ঢালা গড়ান ভাবে নামিয়া গিয়াছে। মধ্যে এক গভীর গর্ত্ত। পুরুষের দেহ উপরিস্তরে—নারীদেহ মধ্যভাগে ও শিশুদেহ অধঃস্তরে স্থাপিত হয়। যথাস্থানে শবপ্রতিষ্ঠা করিয়া বাহকেরা চলিয়া যায়। এক পাল শকুনী প্রাচীরের উপর বসিয়া শীকার প্রতীক্ষা করিতে থাকে দেহ নামাইবামাত্র তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়ে ও দুই ঘণ্টার মধ্যে মাংস নিঃশেষ ভক্ষণ করিয়া অস্থি মাত্র রাখিয়া যায়। কতকদিন পরে বাহকেরা ফিরিয়া আসে ও শুষ্ক অস্থিখণ্ড সংগ্রহ করিয়া মধ্যবর্ত্তী কুওয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করে তাহা বায়ু-বৃষ্টির প্রভাবে ক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়। এই সকল শুষ্ক অস্থি খণ্ড ব্যতীত শ্মশানে শবের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। মৃত দেহের রসাদি নির্গমনের বিহিত উপায় কল্পিত হইয়াছে—বালুকা ও কয়লার মধ্যদিয়া শোধিত হইয়া তাহা ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হয়। পারসীগণ প্রাচীনকাল হইতে এইরূপ সমাধি ব্যবস্থা পালন করিয়া আসিতেছে। ইহার একগুণ এই যে শ্মশানক্ষেত্র দুর্গন্ধ দূষিত বায়ু হইতে সুরক্ষিত। অপর গুণ এই যে মনুষ্যে মনুষ্যে সাম্যভাব ইহাতে বজায় থাকে। ধনী দরিদ্র উচ্চনীচ সকলেরই অস্থি একস্থানে মিশিয়া যায়।

পারসী ধর্ম্মগ্রন্থে আছে যে জীবাত্মা ৩ দিন পর্য্যন্ত মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করে না—চতুর্থ দিবসে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া পরলোকে গমন করে। সেই দিন পারসীরা সামর্থ্য অনুসারে মৃতের কল্যাণ উদ্দেশে দানাদি কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই বিধির নাম 'উথমনা।'

উথমনা।

হিন্দু ও পারসী যে মূলে একজাতি, ঘটনা ক্রমে উভয় শাখা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহা এই উভয় জাতির ভাষা ও ধর্ম্ম মত, মত ও বিশ্বাস, আচার ব্যবহারের তুলনা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সৌসাদৃশ্য হইতেও এবিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। প্রেতাত্মার কল্যান উদ্দেশে হিন্দুদের শ্রাদ্ধ তর্পণের নিয়ম পারসী রীতি হইতে ভিন্ন নহে। পারসী সম্বৎসরের শেষ দশাহ প্রেতাত্মার জন্য উৎসর্গীকৃত। এই দশ দিন গৃহের এক প্রকোষ্ঠ পরিষ্কৃত ও ফলফুলে সুসজ্জিত হইয়া প্রেতাত্মাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা বন্দনাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানকে প্রবর দিগান অথবা মুক্তাদ বলে। ঐ সময়ে প্রেতাত্মাগণ মর্ত্ত্যধাম দর্শনার্থে আগমন করেন ও সন্তান সন্ততিদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। যদি দেখেন আমরা তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হই নাই তাহা হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট।

মুক্তাদ

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধীয় একটী অদ্ভুত রীতি পারসীদের মধ্যে প্রচলিত—সে কি না কুকুর দিয়া শবের মুখাবলোকন করাইবার রীতি। কুকুরের দৃষ্টি শুভ দৃষ্টি। কুকুরে জীবাত্মাকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়া স্বর্গধামে লইয়া যায় ও আহরিমানের অমঙ্গল চেষ্টা নিরাকরণ করে, এই তাহাদের বিশ্বাস। মুসলমানদের চক্ষে কুকুর জাতি 'নাপাক্' অপবিত্র—পারসী মত ঠিক তাহার বিপরীত। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের কুকুর সমভিব্যাহারে স্বর্গারোহণের যে আখ্যান বর্ণিত আছে পারসীক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পদ্ধতির সহিত তাহার যোগ আছে এইরূপ কোন কোন পণ্ডিতের মত।

সারমেয়

দয়ারাম।

জেলা রাজসাহীর অন্তঃপাতি পদ্মা নদীর তীরবর্ত্তী দিঘাপতিয়ার নিকটস্থ নেপাগদিঘী গ্রামে অনুমান ১৭০৬।১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে দয়ারাম রায়, রামনা ভুইয়া নামক তিলি জাতীয় কোন এক সামান্য গৃহস্থের গৃহ আলোকিত করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে দয়ারাম রায়ের জন্মগ্রহণ করিবার দিন আকাশ হইতে একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে লোকে দয়ারামের জননীকে বিদ্রূপচ্ছলে কহিত "ঐ তারা আসিয়া তোর গর্ভে জন্মিয়াছে" সরলা দয়ারামের জননী কহিতেন "তাহাই হউক, তাহার কিরণে যেমন দেশ আলোকিত হইয়াছে, আমার পুত্রের কিরণেও তাহাই হউক্।" একথা সত্য কি মিথ্যা তাহা রাজসাহীর প্রাচীন লোকেরাই জানেন। আমরা বলিতেছি তারার যেমন সহসা বিকাশ ও নির্ব্বাণ হয়, দয়ারামের

ভাগ্যেও তাহাই হইয়াছিল। আর একটী জনপ্রবাদ আছে দয়ারাম ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র "রা—জা—রা—জা" বলিয়া অস্পষ্ট স্বরে কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন। তাহাতে লোকে অনুমান করিত, যাহার মুখে জন্মদিনে রাজা শব্দ অস্পষ্ট বাহির হইয়াছে সে অবশ্য কালে রাজা হইবে। আবার কোন কোন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি কহিতেন দয়ারাম জন্মিবার সময় রাম নাম উচ্চারণ করিয়া জন্মিয়াছেন। অদ্যাপিও দৃষ্টান্তের স্বরূপ তাঁহার বংশী-য়েরা যে রামভক্ত তাহাই প্রমাণ দেখাইয়া থাকেন। বাস্তবিক বর্ত্তমান দিঘা-পতিয়া রাজ বংশীয় মহা পুরুষেরা রামচন্দ্র বিগ্রহের বড় ভক্ত। রামনবমীর দিন দিঘাপতিয়ায় অনেক উৎসব হইয়া থাকে। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, জীবনের বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত দয়ারাম দিন দিন দারিদ্র্য কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন। শৈশব-কালেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। একমাত্র জননী ও তিনি অতি কষ্টে একখানি সামান্য পর্ণকুটীরে বাস করিতেন। একখানি বস্ত্র ভিন্ন দয়ারামের পরিধের দ্বিতীয় বস্ত্র ছিল না। ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকের এরূপ অর্থাভাব প্রায়ই শুনা যায় না। কেন না "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"। কিন্তু দয়ারাম পিতৃদত্ত একটী মুদ্রার বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ তৈল ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতেন, তদ্দ্বারাই তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। এইরূপে কিছু দিন অতীত হইলে, তাঁহার অদৃষ্ট উন্নতির পথে ধাবিত হইল। নিকটস্থ স্বজাতীয় কোন এক মধ্যবিৎ লোকের একটী পরমাসুন্দরী কন্যা তাঁহাকে বরমাল্য প্রদান করিল। দয়ারামের শ্বশুর রাজসাহীর ব্যবসায়ীদিগের একজন গোমস্তা ছিলেন, বিবাহের পর যৌতুক স্বরূপ একটী তৈলপূর্ণ তৈলের মট্‌কী দিয়াছিলেন। সেই তৈল লইয়া ক্রয় বিক্রয় করিয়া, অপেক্ষা... সুখে দয়ারাম দিনপাত করিতে লাগিলেন। শুনা যায় দীঘাপতিয়ার মৃত মহারাজ প্রমথনাথ রায় অনুমান করেন যে দয়ারাম তিলি নহেন, কায়স্থ হইবেন। রাজসাহী প্রদেশে অনেক তিলির বাস, কোন তিলির সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়া তিলি হইয়াছিলেন। কিন্তু দয়ারামের বংশীয়েরা তিলি বলিয়াই বিখ্যাত। হয় তো মহারাজা নিজের বংশের গৌরবের জন্য এরূপ অনুমান করিয়া থাকিবেন। আমরা যতদূর জানি ও শুনিয়াছি তাহাতে দয়ারামের বংশীয়দিগকে তিলি বলিয়াই বিশ্বাস হয়। এবং অদ্যাপিও দীঘাপতিয়ার রাজ পরিবার রাজসাহীর তিলি-সমাজের মধ্যে গণ্য।

অদৃষ্টের গতি অনিবার্য্য। একদিন বসন্তকালে, নাটোর রাজ বংশের স্থাপয়িতা পূজ্যপদ রঘুনন্দন "গোবিন্দ রায়" বিগ্রহের দোল উৎসবে নগর সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে পর্য্যটন করিতেছিলেন। নগরবাসী বাল, বৃদ্ধ, বনিতা, সকলই সেই উৎসবে মত্ত ছিল। কেবল মাত্র একজন যুবক সামান্য একটী তেলের মট্‌কী মাথায় করিয়া, রাস্তার নিম্নদেশ দিয়া বাজারে যাইতেছিল। রঘুনন্দন তাহাকে দেখিতে পাইয়া ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বলি কিহে এই উৎসবের দিন সকলেই আমোদে